Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

কথার কথা

(দ্বিতীয় ভাগ)

মহামণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/289

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথার কথা

(দ্বিতীয়)

মহামণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রী স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

LIBRARY
No. ... 3/289
Shri Shri ...mayee Ashram
BANARAS.

শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম

লালতারাবাগ, হরিদ্বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল্য : দুই টাকা

ভাদ্র, ১৩৬৫

বোর্ড বাঁধাই : আড়াই টাকা

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস্-সি
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী

মুদ্রাকর :
শ্রীফণিহার চট্টোপাধ্যায়

২৮।৩, ঝামাপুকুর লেন : কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED 3/289

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
দেহ দেবালয় ও জীব শিবই	...	...	১
অম্বর	...	...	১৩
আদেশ	...	...	১৬
প্রতিজ্ঞা-বাক্য	...	...	২৪
ব্রহ্মের রূপ	...	...	২৬
আপ		...	৩৯
অন্ন			৪২
মুক্তি	...	...	৪৬
অজ্ঞান			৫২
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম	...	...	৫৯
পুরুষোত্তম	...	...	৬৭
ঈক্ষণ	...	...	৭২
অসতো মা সদ্গময়	...	...	৭৫
সত্য	...	...	৮০
আনন্দ	...	...	৮৯
বক্তা	...	...	৯৪
অবতার	...	...	৯৯
মহাশালা	...	...	১০৮
গ্রহণ	...	...	১১২

LIBRARY
No. ....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠা
সংক্রমণ	...	...	১২০
সমত্ব ও বৈষম্য	...	...	১২৫
স্মৃতি	...	...	১৩২
আত্মা সর্ব্বব্যাপী	...	...	১৩৭
শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি	...	...	১৪১
কার্ত্তিক	...	...	১৪৮
ঐতরেয় উপনিষদের প্রথম মন্ত্র	...	...	১৫৭
কে দেখে	...	...	১৫৯
সংস্কৃত-ভাষা	...	...	১৭০
যোগনিদ্রা	...	...	১৭৫
মনের চাঞ্চল্য	...	...	১৮৩
পূজন	...	...	১৮৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No...............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

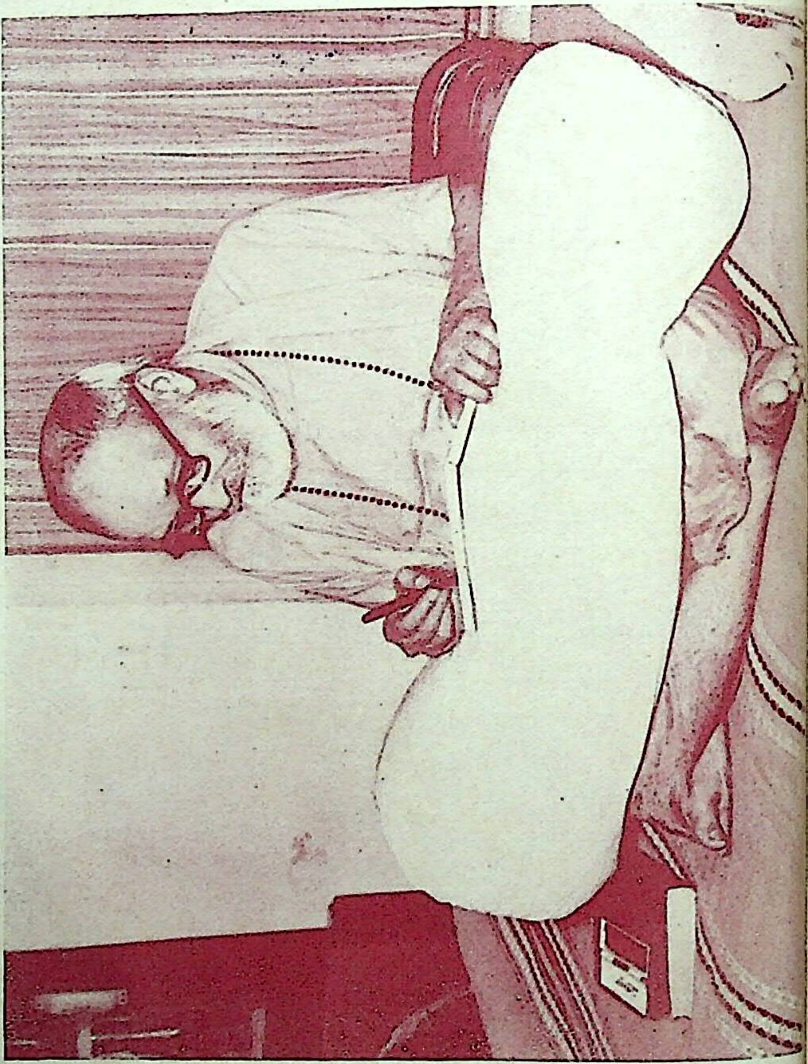

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 3/289 ৭।১৭
Shri Shri ...mayee Ashram
BANARAS

দেহ দেবালয় ও জীব শিবই

শ্রুতিবাক্যটি হইতেছে "দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ"; দেহে যে জীব বাস করেন বস্তুতস্তু তিনি শিবই বটেন। সুতরাং দেহখানি দেবালয়, শিবমন্দির।

শিব সম্বন্ধে শ্রুত্যন্তরে দেখিতে পাই "প্রপঞ্চোপ শমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্। যদাঽতম তন্ন দিবা ন রাত্রি র্নসন্নচাসৎ শিব এব কেবলঃ।" দ্বৈতহীন শিব একাই স্থিত। সুতরাং বিষ্ণুলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা যেমন অন্তর্যামীত্ব ও সর্ব্বব্যাপীত্বের প্রকাশক, দ্বৈতের লেশযুক্ত শিবলিঙ্গ তেমন নয়। উহা অদ্বৈততত্ত্বের বিকাশমাত্র। দ্বৈতহীন শিবতত্ত্ব জন্য তাঁহার জীবত্ব সম্ভবে না। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় লইয়াই জীবত্ব। শিবে তাহার একান্তাভাব। সুতরাং দেহবিশিষ্ট জীব ভাবটি প্রতীত হইলেও তাহা সৎ নহে। যেমন গীতায় বলে—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" কিংবা ভাগবৎ পুরাণে বলে—"ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যেচ তন্ন ব্যপদেশমাত্রং।" উক্ত পুরাণের ১২।৫।৬ শ্লোকে বলে—"মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥" মায়া ত্রিগুণাত্মিকা সেই গুণ সৃজন করেন মন। সুতরাং মনের অধিষ্ঠান মায়াও মনেরই সৃষ্টি বলা হইয়াছে। এহেন জীবের আবরক দেহ যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া মলে সৃষ্ট, মায়ার বিক্ষেপাত্মক ক্রিয়া বা কর্ম্ম সকলই মনের সৃষ্টি।

কেহ কেহ মন মায়ার সৃষ্ট বলিতে চাহেন। তাহার কারণ ঋগ্বেদে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" বাক্যে রহিয়াছে। দ্বৈত অর্থাৎ যাহা জীবের সংসারানলে জর্জ্জরিত হইবার কারণ তাহা মায়া জন্য বলে। এই মতবাদিগণ একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর রাজ্যে মায়ার শুভাগমন মনের দ্বারাই কল্পনা করেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে বলিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-বাদ স্থাপিত হইবার পর মন্দবুদ্ধি শিষ্য এই আমরা জীবজগৎ সহ রহিয়াছি অথচ দ্বিতীয় নাই বলা কেন? তদুত্তরে গুরু বলিলেন—দ্বৈত-প্রবণ মনের দ্বারাই সৃষ্টি কল্পিত। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" অপ্রাণ অমন সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিলেন বহু হইব। এই মানসিক চিন্তাধারার প্রাবল্যে তেজের সৃষ্টি হইল। সেই অচেতন তেজ ঈক্ষণ করিলে তৎকালে অপ হইল। সেই অপও ঈক্ষণ করিলে তাহাতে অন্ন বা ক্ষিতি উৎপন্ন হইল। অচেতনের ঈক্ষণ বেদান্ত সূত্রে "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্" সূত্রদ্বারা নিষেধিত। তত্রাচ বল্লভাচার্য্য বলেন—প্রকৃতি ঈক্ষতে ইহা অবৈদিক নহে। এই ছান্দোগ্য শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অচেতন ঈক্ষণ না করুন তদধিষ্ঠিত পুরুষ ঈক্ষণ করিলেন। নানা দেব পুরুষের ঈক্ষণ জন্য সৃষ্টি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

আবার এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেই বলিয়াছেন অন্নময় মন, অপময় প্রাণ ও তেজময়ী বাক্। অর্থাৎ অন্ন হইতে মনের উৎপত্তি। ঈক্ষণকারীর মনজাত তেজাদি ইহাই ভাগবত পুরাণে উক্ত। মনজাত মায়া, মায়াজাত সংসার, অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়া কল্পিত করতঃ তাহা হইতে সংসার কল্পিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের আদরণীয় রাম তাপনীয় উপনিষদে বলে—"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিনঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা ॥" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ও দ্বৈতানুসন্ধানকারী ঋষিগণ গভীর চিন্তাদ্বারা দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগুঢ়াং-কে প্রাপ্ত হন। ভাগবত পুরাণের ১২।১১ অধ্যায়ে—"কৌস্তুভ ব্যপদেশেন আত্ম জ্যোতি বিভর্ত্তজঃ" ইত্যাদি বাক্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ কল্পনা কি প্রকারে সাধিত হইয়াছে। মূর্ত্তি কেমন কল্পিত হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একজন যুবক সন্ন্যাসী স্বকীয় প্রভাব বিস্তারার্থ বর্দ্ধমানের কতিপয় যুবকসহ মিলিয়া গীতা যজ্ঞের সপ্তাহ ব্যাপী উৎসব হইবে এমত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন এবং আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতাসহ কলিকাতা আসিয়া আমাকে একদিন উক্ত উৎসব সভায় গীতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে উৎসবের দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যাবেলা গীতা সম্বন্ধে ভাষণ দিবার জন্য বর্দ্ধমানের এক বারোয়ারী পূজা বাড়ীতে উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তথায় সেই সাধুর কোনও প্রতিনিধি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা চাঁদা সংগ্রহার্থ বাহিরে গিয়াছেন। দুইজন প্রবীণ উকিল গীতার ভাষণ শুনিতে উপস্থিত ছিলেন। আমি দেখিলাম মন্দিরে দ্বিভুজরক্তবর্ণা দেবী-মূর্ত্তির সায়াহ্ন আরতির উদ্যোগ হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা গীতার প্রতিমূর্ত্তি। মূর্ত্তির হস্তে কোন পুস্তকাদি নাই। দেখিয়া চিন্তা হইল এই গীতামূর্ত্তির বর্ণনা কোথায় আছে! সাধুবাবা কোথায় পাইলেন! ইত্যবসরে সেই স্থলে আরও কতিপয় ভদ্রলোক ভাষণ শুনিতে আসেন। সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, আসন তৈয়ার ছিল। আমি ভাষণ দিতে বসিতেই উকিলদ্বয় বলিলেন—আপনি এই মূর্ত্তি কোন্ শাস্ত্রানুসারে নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন? বুঝিলাম বিজ্ঞাপনে ছাপান হইয়াছে, আমারই অধ্যক্ষতায় ব্যাপারটি চলিয়াছে। আমি নিরুপায় হইয়া মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া ব্রহ্মের মায়িকরূপ কল্পনায় বাধা নাই ইত্যাদি বাক্যে হতগজ করিয়া ভাষণান্তে চলিয়া আসিলাম। এই গীতামূর্ত্তি কাহারও চিন্তাপ্রসূত সন্দেহ নাই। এই সেইদিন রাজা রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। তাহাতে বৈদিক প্রথার ধারা পূর্ণ জন্য তাহার বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। তথায় বর্ণাশ্রম মূর্ত্তি পূজনাদি রহিতে ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ সমাজ সৃষ্টি করেন। তাঁহারা বেদের বাণী বলিয়া "সত্যং শিবং সুন্দরং", "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" বাক্য সৃজন করিয়াছেন। তাহাদের উপাসনার শেষে এইরূপ একটি বাক্য উচ্চারিত হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হে পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার কোমল করে আশীষ বর্ষণ কর, তোমার চরণকমলে আমাদের নতি স্বীকৃত হউক।" এই বাক্যে বলে যে তাঁদের ব্রহ্ম নিরাকার হইলেও একখানি হস্ত ও একখানি পদযুক্ত বটেন। দুইহাত দুইপদ যুক্ত হইলে তাহা মূর্ত্তি হয়। এমনি মানসিক কল্পনা জগৎ বটে। যাহাকে ইংরাজীতে theory বলে তাহা সবই কপোল কল্পিত।

কনাদের পরমানুবাদ সাংখ্যের প্রধানাবাদ হইতে Dr. Einstein-এর Relativity পর্য্যন্ত সবই মন-কল্পিত ব্যাপার। যাহা কেহ বুদ্ধিপূর্ব্বক কল্পনা করে তাহা অন্য বুদ্ধিমান খণ্ডিত করিয়া থাকে। যেমন Newton মতবাদ Einstein মতবাদ দ্বারা খণ্ডিত। তেমনি পরমানুবাদ কপিল মতবাদী দ্বারা খণ্ডিত। ন্যায়বাদী কপিল মতবাদ খণ্ডন করেন। পূর্ব্বমীমাংসাবাদ উত্তরমীমাংসাবাদ দ্বারা খণ্ডিত হয়। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদদ্বারা খণ্ডিত হয়। যাহা কল্পিত তাহারই খণ্ডন সম্ভবে। যাহা নিত্যসত্য তাহার খণ্ডন নাই। সুতরাং দ্বৈতপ্রবণ মনই মায়ার কল্পনা করেন। বস্তুতঃ মায়া=মা+আয়া। দ্বৈতবাদীর মনকল্পিত মায়াই সংসারের হেতুভূত। যাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না, প্রলয়ের পরও থাকে না, মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তাহারই নাম সৃষ্টি বা ব্যক্তমধ্য অবস্থা। রজ্জুসর্পের সর্পবৎ সিনেমার দৃশ্যবৎ যখন দৃষ্ট হয়, আছে বলিয়া প্রতীত হয়, তখনও থাকে না। ইহারই নামান্তর "ব্যপদেশ মাত্রং।" মনকল্পিত মায়ার কুহকে আছে বলিয়া ভাসে। মন দেহ ও জীবভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতপক্ষে কারণ। বলিবার কায়দায় মায়িক বলা হয়। যে দ্বৈতপ্রবণ মন দেহাদি সৃষ্টি করে, সেই মনও মায়ার কুহকে আছে বলিয়া প্রতীত হয়। অর্থাৎ মনই মায়ার সৃজন করে। বীজাঙ্কুর ন্যায়ে বলে।

দহ ভস্মীকরণে ধাতু হইতে দেহ শব্দ নিষ্পন্ন হয় যাহার পরিণতি ভস্মে তাহা বেওয়ারীশ মাল। কারণ মায়া মলে সৃষ্টি ঘটে! মন গ্রহণে বুদ্ধিমান মানব রাজী নহে। মস্তক উত্তমাঙ্গ। তাহার সর্ব্বোপরি স্থানে যে কেশরাশি থাকে তাহা অগ্নিস্যাৎ করিলে দুর্গন্ধ বহির্গত হয়। অথচ কালো ধূপকাঠিতে আগুন দিলে সুগন্ধ বাহির হয়। ধূপকাঠি সুগন্ধিযুক্ত মশলা দ্বারা নির্ম্মিত আর কেশ দুর্গন্ধপূর্ণ মশলাদ্বারা গঠিত ইহাতে কোন সন্দেহের স্থান নাই। কেশরাশির নিম্নে কপালের সুদৃশ্য চর্ম্মাবরণ। পরিশ্রম করিলে কপালস্থ চর্ম্মের নিম্নভাগ হইতে ঘর্ম্মজল নির্গত হইয়া থাকে। ঐ ঘাম নূতন রুমালে মুছিলে রুমাল দুর্গন্ধিযুক্ত হয়। ইহাতে জানা যায় চর্ম্মের নীচে যে পদার্থ আছে তাহা দুর্গন্ধময়, তাহা চোয়াইয়া ঘর্ম্মজল আসিয়াছে। তাহার নীচে চক্ষু ও কর্ণের ছিদ্র চতুষ্টয়, তাহাতে ময়লা জন্মে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। তাহার নিম্নে নাসার ছিদ্র, তাহাতে যে শ্লেষ্মা জন্মে তাহাও দুর্গন্ধপূর্ণ। তাহার নিম্নে মুখছিদ্র, তাহা দ্বারা যে কফ-কাসি নির্গত হয় তাহাও দুর্গন্ধযুক্ত। সুতরাং উত্তমাঙ্গ উত্তম মল নির্ম্মিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No.

মোটা-শরীর ব্যক্তিরা গ্রীষ্মকালে অঙ্গনির্গত মলপূর্ণ জল দুঃখদায়ক হয় জন্য প্রতিদিন দুই-তিনবার গাত্র ধৌত করে। এই দেহস্থদেহী উৎক্রমণ করিলে মলপ্রাপ্ত দেহখানি কেহই গ্রহণ করিতে চায় না। তাই ভাগবত পুরাণে বলে—

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ।
মাতুঃ পিতুর্ব্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা॥ ভাঃ ১০ ১০।১১॥

অন্নদাতা, স্ব বীর্য্যনিষেককারী পিতা, দশমাস গর্ভে ধারণকারিণী মাতা, মাতামহ, বলবান সেনাপতি, ক্রেতু খরিদ্দার, অগ্নি ও শিয়াল-শকুনি কুত্তাদি। ইহারাই দেহের ওয়ারীশ হইবার যোগ্যতা রাখেন। কোন সদাশয় ব্যক্তি রাস্তায় কুড়াইয়া কোন মাতৃপিতৃহীন শিশুকে আনিয়া পুত্রবৎ পালন ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন। সে এখন গ্র্যাজুয়েট হইয়াছে। একদিন সন্ধ্যাকালে কোন পার্কে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। আঁধারে এক কালসর্পের লেজে জুতার পাড়া দিয়াছে অমনি সেই সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পায়ে দংশন করিল। তথায় একটি ভদ্রলোক ছিল। তাহাকে বলিল—আমাকে সর্পে কাটিল পিতাকে বলিবেন। বলিয়াই পড়িয়া গেল। তখন সেই ভদ্রলোক তাহার অন্নদাতাকে খবর দিলেন। যখন মরিয়া গিয়াছে তখন খাটিয়াসহ লোকজন লইয়া তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

দেহখানিতে স্বদেশ, স্বগ্রাম, স্বগৃহ, স্বদেহ, স্বজন বলনেওয়ালা কে? আমার স্বকীয় বলিবার কোথাও পাওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহার বীর্য্যে দেহের উৎপত্তি সেই পিতাও সর্প দংশনে হত পার্কস্থ মৃতদেহের সৎকারেরই বন্দোবস্ত করেন। মাতাও দেহ শ্মশানে পাঠানেরই বন্দোবস্ত করেন। গৃহে আনিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় না। মাতামহ দাদুসহ কত রঙ্গরস করেন, ধনাদিও প্রদান করেন। কিন্তু দেহ ত্যাগ হইলে মৃতদেহ গৃহে আনয়ন মঙ্গলপ্রদ মনে করেন না। কোন বলীয়ান সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কতগুলি শত্রুপক্ষীয় যুবককে কয়েদ করিয়া আনেন ও তাহাদের দ্বারা নানা পারিশ্রমিক কার্য্য করিয়া থাকে। যদি শুনে তাহার একজন সর্পদংশনে মরিয়াছে। তখন ওহে ওটা আমার জিতদাস নিয়ে এস এমন বলে না। ক্রেতা খরিদ্দারও আমার খরিদামাল বলিয়া স্বগৃহে লইতে চাহেন না। যেমন কাশীর ব্রাহ্মণ সত্যব্রত রাজা হরিশ্চন্দ্রের বালক পুত্রকে ৬০৲ টাকায় খরিদ করিয়া তাহার দ্বারা কঠিন শ্রমের কার্য্য আদায় করিতে অকুণ্ঠিতচিত্ত। যখন শুনিল যে সর্পদংশনে প্রাণ গিয়াছে তখন আর বলে নাই ওহে আমার ৬০৲ টাকায় খরিদা দেহখানি নিয়ে আইস। তৎক্ষণাৎ শ্মশানে পাঠাইয়াছেন। চিতাগ্নিতে মৃতদেহখানি দিলে অগ্নি চাহি না বলেন না। সেই মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে শিখা বাড়াইয়া গ্রহণ করেন। আর যদি পোড়াইবার সামর্থ্যাভাবে শ্মশানে দেহখানি ত্যাগ করিয়া আসে, শিয়াল-শকুনি-কুকুর তাহাকে সাদরে গ্রহণ করে, উদরস্থ করে। এহেন দেহখানি রক্ষার্থ জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবেষ্টন সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। "অত্যন্ত মলিনো দেহো দেহীচাত্যন্ত নির্ম্মলঃ।" জীব কর্ম্ম করে, কর্ম্মফল ভোগ করে। ইহা দ্বৈতবাদ শাস্ত্রের মীমাংসা।

গীতা ১৩৩২—"শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।" জীবাত্মা নাই চার্ব্বাকবাদী বলেন। বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধিই আত্মা বলেন। পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার অকর্ত্তা প্রাণ-মনহীন। সুতরাং জীব যদি তাঁর অংশ হয় তাহাও নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা অভোক্তা হইবে। কারণ বস্তু কখনও তাহার স্বভাব ত্যাগ করে না। সৃষ্টিবাদী বলেন শ্রুতি বলিয়াছেন—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" বাইবেল ও তদনুগত কোরান ঈশ্বর মৃন্ময় পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করে। তাহার নাসারন্ধ্রে ফুৎকার দেন তাহাতে ঐ পুতুল উজ্জীবিত হয়। তখন ঈশ্বর এঞ্জেলগণকে বলেন এই পুত্তলিকায় আমার অংশ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তোমরা ইহার নিকট হাঁটু গাড়িয়া পূজা কর। সব এঞ্জেল পূজা করিলেন। আর্ক এঞ্জেল পূজা না করায় ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করেন।

গীতাও বলে—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি। শ্রুতিও বলেন—"অমুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" বঙ্গদেশে এক প্রবাদবাক্য আছে। নাই নাই খিচুড়ি পাকাও। ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু থাকুক বা না থাকুক জীবজগৎ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সংসারী জীব বর্ত্তমান রহিয়াছি। চন্দ্রসূর্য্যাদি কত বৃহৎ পর্ব্বত-নদী-সমুদ্র রহিয়াছে আর সৃষ্টি নাই। ইহা সম্ভবপর নহে। পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়। তজ্জন্য "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।" অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। একমেবাদ্বিতীয়ম্ কথার কথা॥ দ্বৈতবাদই নিকষসত্য। সৃষ্টিকর্ত্তা ভোগ্য পদার্থ যখন সৃজন করিয়াছে। তাহার ভোগার্থ ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল ভোক্তা সৃষ্টি করেন নাই বলা ন্যায়সঙ্গত নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" তেন ঈশ্বরেণ ত্যক্তেন প্রদত্তেন ভোগ্য সকল ভুঞ্জীথা ভোগ কর। "মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।" কেহ কোটিপতি কেহ লক্ষপতি আমি সহস্রপতিও নহি এমন ভাবধারা পোষণ করিবে না।

দেহ দেবালয় ইহা ঈশাবাস্যং বাক্য হইতে জানা যায়। জগত্যাং জগতে এই যে সব দৃষ্ট হয় তাহা ইহার আবাসস্থল। গৃহ গৃহী হইতে বৃহদায়তন হয়। এই আয়তনে দেহী জীব গারদে যেন আবদ্ধ থাকে এজন্য জীব নিত্যদাস, কখনই স্বাধীন হয় না। ঈশ্বর সর্ব্বময় কর্ত্তা। যেমন শয়তানকে স্বর্গভ্রষ্ট করেন তেমনি এডাম ও ইভকে ইডেনগার্ডেন্ হইতে বিতাড়িত করেন। জীব কি ঈশ্বরের অধীন। এডামের সৃষ্টি করেন ইডেনের বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য। এডাম শয়তানের প্রলোভনে ঈশ্বরের আদেশ লজ্ঘন করিয়া ফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খায় এজন্য একজনের পাপে আদি মানবের বংশ পর্য্যন্তকে ক্ষেত্র কর্ষণাদি কঠিন পরিশ্রমে জীবন যাপন পশ্চাৎ বিচার নরকাদি প্রেরণের বন্দোবস্ত করেন। এডামের এক পুত্র ক্ষেত্রে শস্য অর্জ্জন করে অন্যে মেষ পালন করে। উভয়েই ঈশ্বরকে আপন আপন অর্জ্জিত পদার্থ উপহার দিলে ঈশ্বর মেষপালকের মাংস গ্রহণ করেন। শস্য গ্রহণ না করায় কেইন তাহার ভ্রাতাকে হত্যা করে। এমনি ঈশ্বরের ভৈরব শাসন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। পহ্লব রাজা গণ্ডকারদের সময় যিশুখৃষ্টের সাক্ষাৎ শিষ্য সেণ্টটমাস ভারতে ধর্ম্ম প্রচার করার জন্য আগমন করেন। ইহা খৃষ্টাব্দের আদি প্রথম-ভাগে ঘটে। ৫২২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। ৭২২ খৃষ্টাব্দে বোগদাদের খলিফা ওসমানের আদেশে বীনকাশীম সিন্ধু প্রদেশ জয় করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের প্রভাবে ভারতের কোন কোন সম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হইয়া জীব নিত্যদাস ঈশ্বরের শাসনে স্থিত। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ করিবে না ইত্যাদি বাইবেল ও কোরানে দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব আচার্য্যগণ সকলেই এই ধর্ম্মদ্বয়ের আগমনের পরবর্ত্তী। আচার্য্য রামানুজ ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। অন্য সবাই তাঁহার পরবর্ত্তী। ১০১০ খৃষ্টাব্দ হইতে সুলতান মামুদ ভারতে আগমন সুরু করেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী দখল করেন। পর বৎসর জয়চাঁদের কনোজ কাড়িয়া লন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইংরেজ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সুরাটে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। তৎপূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজগণ গোয়া-দমন-ডিউ নেয়। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে বা তৎ নিকটবর্ত্তী কালে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী নিজপুত্রসহ পর্ত্তুগীজ রাজকন্যার বিবাহ দেন। তখন পর্ত্তুগীজরাজ বোম্বাই যৌতুকস্বরূপে প্রদান করেন। সুতরাং তৎকালে খৃষ্টানধর্ম্ম দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। এডামের বামপার্শ্ব হইতে অস্থি নিয়া ঈশ্বর ঈভের সৃষ্টি করেন। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব ভেদ রাধার উৎপত্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দৃষ্ট হয়। অন্য কোন পুরাণে রাধার উৎপত্তি বা নাম দৃষ্ট হয় না।

বেদ সর্ব্বদেহে একদেহী বলেন সুতরাং এক প্রভু অন্যে দাস তন্মতে সম্ভবে না। গীতায়ও বলে "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত"। বাইবেলের আখ্যান যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহাতে জীব ঈশ্বরাংশ সন্দেহ নাই। দেবালয় মৃন্ময় বা প্রস্তরময় হইতে পারে, দেহী একই বটে। একদেহী প্রভু অন্যদাস ইহা বিষম বিভ্রমের কথা। ইংরেজের শ্লেভট্রেডও আইন করিয়া উঠাইয়া নেওয়ায় ও মার্কিণের সুপ্রিমকোর্ট নিগ্রো ও শ্বেতে ভেদ নাই বলিয়াছেন। মানব ঈশ্বরাংশ স্বীকৃত হইলেও অনেকে ইতর প্রাণী ও বৃক্ষাদিতে জীবত্ব দেখে না। জীবদেহবৎ বৃক্ষদেহেও জীবত্ব শ্রুতি-সম্মতঃ। মনু ১।৪৯ "তমসা বহুরূপেন বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা। অন্তঃসজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ ॥" সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

জীব-শিব ইহা নিশ্চয় বলা যায়। দেহরূপ দেবালয়ে নানাত্ব দৃষ্ট হয়। রক্তমাংস Worthly নব্য বাইবেল বলেন। ঈশ্বর Spirit। শ্রুতি Worthly শব্দের স্থলে মায়িক বলেন। মায়িক যাহা তৎসম্বন্ধে নব্য বাইবেলও বলেন And things are not what they seen. মায়ার কুহকে বিনা উপাদানে সৃষ্টি সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ প্রতীত হইলেও বস্তুত নাই বলিতে হয়।

অম্বর

অম্ অয়ম্ বর অম্বর, অর্থ আকাশ। আকাশ ব্যাপক জন্য বায়ু তেজাদির আদি জন্য বর এবং আবরক জন্য অম্বর। যেমন লোকে প্রয়োগ দৃষ্ট হয় দিগম্বর। দিক্ আবরণ স্বরূপ যাহার তিনি দিগম্বর। আবরক বস্ত্রাদিও অম্বর শব্দবাচ্য—যেমন, জটিল বল্কলাম্বরঃ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ ধরঃ, দন্তিত্বক্ কৃতসুন্দরাম্বর। মাতঙ্গচর্ম্মাম্বর ভূষণায়। বস্ত্র রেশমী, পশমী, কার্পাসজাত, উদ্ভিদ্ তন্তুজাত হইয়া থাকে। যেমন কাঠের কৌপীন কেহ কেহ ধারণ করেন তেমনি কোন কোন বৃক্ষের বল্কলজাত কৌপীন হইতে পারে। আবার বৃক্ষের তন্তুজাত মুগাদি হয়। তিসির আঁশে যে কাপড় হয় তাহাকে ইংরেজীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'লিনেন' বলে। পাট, শোন, স্থলপদ্মাদিও বৃক্ষের ছাল বা বল্কল জাল-রসির জন্য ব্যবহার হয়। নারিকেলের ছোবড়া হইতেও রসি-আসন বুনিয়া থাকে। অম্বর আবরক জন্য পরিচ্ছিন্নের ঢাকন হইতে পারে। উলঙ্গ থাকা সভ্য সমাজ পচ্ছন্দ করে না, এজন্য Nude-গণের অবস্থিতি স্থান দেখা না যায় এমন উচ্চ প্রাচীর বেষ্টনী করে এমন শুনা যায়। এদেশে জাতরূপধর অবস্থায় অবস্থিতি সন্ন্যাসিগণ মধ্যে এক সম্প্রদায় করেন। তাহার জন্য কেহ কেহ আন্দোলন করিলেও তাহাতে কেহ ধ্যান দেয় না, গরীব দেশে দশ আনা লোক কৌপীন পরিয়াই জীবন যাপন করে। ১২।১৩ বর্ষের বালক-বালিকা নেংটা থাকে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ। তিনি নরাকার নহেন। দেবগণ নরাকার কল্পিত হন। জীবদেহ নগ্ন বা অনগ্ন হয়। দেহী চিরই নগ্ন হয়। দেহী অব্যক্ত অদৃশ্য, তার নগ্নতা বা অনগ্নতা লক্ষ্য করিবে কে? তিনি দর্শনাদি ইন্দ্রিয়াতীত। মর্ত্ত্য দেহেরই অম্বরাবরণ। যেমন ঘা হইলে তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধে তেমনি পুতিগন্ধময় দেহ আবরণে আবৃত করে। শীতকালে শৈত্য হইতে রক্ষার্থেই আবরণ আবশ্যক। গরমকালে যে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া গন্ধ করে তাহার নিবারণার্থ অম্বর ধারণ করে। দেহমাত্রই ময়লাপূর্ণ। অত্যন্ত মলিনো দেহো দেহী চাত্যন্ত নির্ম্মলঃ। আবরণ ময়লাময় আবৃত দেহী অমল। বাইবেলে লিখে যে এডাম ও ইভ নেংটা ছিল, তাদের লজ্জা হয় নাই। প্রত্যেক দেহই চর্ম্মাবরণে আবৃত থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশঅম্বরকে চর্ম্ম দ্বারা আবরণ করা যায় না। এজন্য শ্রুতি বলেন, "যদাচর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ, তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি"। প্রাণীমাত্রই স্ত্রী-পুং বিভাগযুক্ত হয়। পক্ষীদেহ পালকে ঢাকা থাকায় স্ত্রী-পুং লিঙ্গ দৃশ্য নয়। পশুর যোনী দৃষ্ট হয়। তাহাতে কারও লজ্জা হয় না। মানুষ যদি অম্বর পরিধান না করে তবে সেটা লজ্জার বিষয় হয়। আলিঙ্গন সুখ ও যৌন সম্বন্ধ সংঘটনকালে সবাই উলঙ্গ হয় তখন লজ্জা নাই, পরবর্ত্তীকালে লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়। অম্বর চাই। কেহ বলেন, অংঅঙ্গ বর অম্বর। ছাগবাহন অগ্নিরূপ ব্রহ্মাকেও অজ বলে, তাহা হইতেও বর শ্রেষ্ঠ অম্বর পরমাত্মা। কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। পুরাণে বলে আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ। আকাশই যাঁর লিঙ্গ। আকাশবৎ ব্যাপক নিশ্চল ও অস্তিতা অবাধিত। এজন্য আকাশবৎ ব্রহ্মই অম্বর। ঈশ্বর দ্বারা সব আবৃত। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। ঈশই সবার আবরণ বা অম্বর গীতায় ৯।৪ "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"। যাঁহা দ্বারা সব আবৃত সেই খং ব্রহ্মই অম্বর।

শ্রীউঃ... পরিষদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ

সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুজ্ঞাকে আদেশ বলে। শ্রুতির অনুশাসন বাক্যকেও আদেশ বলা যায়। আ সমন্তাৎ দিশতি নির্দ্দিশতি তৎ যেন বাক্যেন তাহাই আদেশ। শ্রুতি যজ্ঞবিধি বলিয়াছেন তাহা বেদবিধি হইলেও তৎপদবাচ্য পুরুষকে নির্দ্দেশ করে না এজন্য আদেশ বলা যায় না, বিধি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আখ্যানে উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া চতুর্ব্বেদী হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু বিদ্যা জন্য বিনয় প্রাপ্ত হন নাই। আমি চতুর্ব্বেদী, দ্বিবেদী ও ত্রিবেদী সহ কি আলাপ করিব এইভাবে অনূচানমানী(১) স্তব্ধ(২) হইয়া থাকিতেন। তাঁহাকে তাঁর পিতা উদ্দালক আরুণি বলিলেন,—হে শ্বেতকেতু তুমি যেমন অনূচানমানী ও স্তব্ধ হইয়াছ তাহাতে আমার মনে হয় তুমি আদেশ বিষয়ে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তৎ বিষয়ে শ্রবণাদি কর নাই সেই আদেশবাক্যটি হইতেছে এই—"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।" যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার বাকী থাকে না, যাহা অতর্কিত বিষয় তাহা তর্কিত হয়,

(১) অনূচানমানী = যিনি আপনাকে বেদজ্ঞ মনে করেন।
(২) স্তব্ধ = অবিনীত স্বভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা অবিজ্ঞাত অনিশ্চিত তাহা নিশ্চিত হয় অর্থাৎ সেই তৎপুরুষকে জানিলে আর কিছু শুনিবার বাকী থাকে না, তর্কদ্বারা কিছু নিশ্চয়ের বাকী থাকে না, অনিশ্চিত যাহা তাহা চিরতরে নিশ্চিত হয়, তাহাই আদেশবাক্য। ইহাই মুণ্ডকোপনিষদে—"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি।" "একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিদিতং স্যাৎ।" এতৎ সম্বন্ধে ঋ ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে বলে, "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। "যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি যইওদ্‌বিদুস্ত ইমে সমাসতে"॥ ইহার অর্থ এই যে ঋগ্বেদ যে অক্ষর পুরুষের কথা বলে সেই পরম ব্যোমস্থ দেবগণ সহ বিশ্ব যাঁহাতে বাস করেন সেই পরমপুরুষকে যিনি জানেন না তাঁর সমগ্র ঋগ্বেদ মুখস্থ করিয়া কি ফল লাভ হইবে। যিনি ইহাঁকে জানেন তিনি তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হন। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্।" ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতু চারিবেদপাঠী নারদ ও চার বেদ সহ অষ্টাদশ বিদ্যাধারী তৎকালে তাঁরা মন্ত্রবিৎ মাত্র হন, আত্মবিৎ হন না। আত্মবিদের শোক থাকে না। তরতি শোকমাত্মবিদিতি। ঈশায় "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বং অনুপশ্যতঃ।" একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় কিছু নাই—এইটি সুনিশ্চিত হইলে দ্বিতীয় না থাকায় কিসের কামনা বাসনা বা তাহার কাহার জন্য দুঃখ শোক ঘটিবে। "নেহ নানাস্তি কিংচন" যদি চিত্তে দৃঢ় ভাব না জাগে তবে নানাত্ব অলাভ জন্য দুঃখ আসিতে পারে না। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র পুরুষকে জানিতে গেলে বিদিত অবিদিত যতকিছু আছে তাহা ব্রহ্ম নয়, এই বিচারে ত্যজ্য হয়, নেতি নেতি করিয়া পারিশেষ্যাৎ যাহা অবশেষ থাকে তাহাই ব্রহ্ম, যেমন কেন উপনিষদে বলিয়াছেন, "তৎ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি," বিদিত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কার্য্য ও তৎকারণ অবিদিতা অনুমেয়া। অব্যক্তা কিছু আছে কিন্তু স্বরূপ নির্ব্বাচন যোগ্য নহে জন্য অনির্ব্বাচ্য। তাহা হইতে অধিক পুরুষ অনুমেয় জন্য অপ্রমেয়। প্রমাণ চতুষ্টয় দ্বারা নির্ণয়ের অযোগ্য। কেবল শ্রুতি প্রমাণগম্য। নেতি বিচার করিতে গেলেই ইহা কেন ব্রহ্ম নহে তাহা নিশ্চয় করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। যেমন দেহ ব্রহ্ম নহে, ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম নহে, মন ব্রহ্ম নহে, অবিদিতা প্রকৃতি ব্রহ্ম নহে। সব নিষেধিত করিয়া যাঁর অস্তিত্ব চির অবাধিত নিত্যসত্য তাঁহাই ব্রহ্ম নিশ্চিত হয়। নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া। নেতি করিবার প্রণালী এই—কেহ হয়ত বলিয়া বসিলেন পুত্রই আত্মা, তাঁর প্রমাণ কৌষিতকী ব্রাহ্মণে আছে "আত্মাবৈ পুত্র নামাসি।" যেমন এক দীপ হইতে অন্য দীপ প্রজ্জলিত হয় তেমনি এক দেহ হইতে দেহান্তর বহির্গত হয়। পুত্রদেহে পিতার দেহাংশের একরূপতা পরিদৃষ্ট হয়। পিতার অসম্পূর্ণ কার্য্য পুত্র পরিসমাপ্ত করে। আমি ও আমার শব্দের প্রয়োগে জানা যায় যাহা আমার তাহা আমি হইতে ভিন্ন। আমার গৃহ আমার দেশ আমি হইতে ভিন্ন। লোকে 'এটি আমার পুত্র' বলে, সুতরাং আমি হইতে ভিন্ন। পিতার আহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

দ্বারা পুত্রের আহার হয় না। পুত্র খাইলে পিতার খাওয়া হয় না। পিতা রোগাক্রান্ত হইলে পুত্রও রোগাক্রান্ত হয় না। সুতরাং আমি পদবাচ্য পিতা আমার পদবাচ্য পুত্র হইতে পৃথক হওয়ায় আমি যে আত্মা তাহা হইতে পুত্র স্বতন্ত্র এজন্য পুত্র আত্মা নহে। কেহ বলেন দেহই আত্মা। চারিভূতের বিকৃতিতে দেহ উৎপন্ন হয় এবং অন্নরস পচিলে যেমন মাদকতা জন্মায় তেমনি দেহে ভূতগণ বিকারে আত্মা জন্মে। দেহই আত্মা। আমি গৌরবর্ণ, আমি কৃশ, আমি খাইতেছি, আমি যাইতেছি এমন সবাই বলে, এজন্য আমিই আত্মা, দেহ সদাই বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে, আত্মা নির্ব্বিকার। দেহ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত হয়। দেহ সপ্তধাতু নির্ম্মিত সংঘাত। সংঘাত পরার্থ হয়। দেহ জড় নিজে চলিতে ফিরিতে সমর্থ নহে। বরং বল ইন্দ্রিয়গণ আত্মা, কারণ দর্শনাদি কাজ ইন্দ্রিয় জন্যই ঘটে। ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তা নহে করণ। যদি দেহখানি বহু কর্ত্তার অধীন হয় তবে একই সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দেহকে পরিচালিত করিতে গেলে শরীর কার কথা শুনিবে। ইন্দ্রিয়গণ জড়; এক জড় অন্য জড়কে পরিচালিত করিতে পারে না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ করণ। করণ কভু কর্ত্তা হয় না। চক্ষু দিয়া দেখে, দ্রষ্টা স্বতন্ত্র। শ্রোতা কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে। যখন গাঢ় নিদ্রা হয় তখন ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হয়, প্রাণ কার্য্য করে অতএব প্রাণই আত্মা, ইন্দ্রিয়গণ নহে। অন্যে বলেন যেমন ভস্ত্রা যন্ত্র বায়ু টানিয়া নিয়া অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে, প্রাণ তেমনি যন্ত্র মাত্র। কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদ্রাকালে যখন প্রাণ জাগে তখন চোর গৃহে প্রবেশ করিলে প্রাণ তাহা জানে না। প্রাণের কাজ যখন চলিতে থাকে তখন রোগ শোক জাগে না কেন? প্রাণের সংজ্ঞা নাই। প্রাণও বায়ুর বিকারমাত্র। এজন্য প্রাণ আত্মা নহে। ইন্দ্রিয়গণ একটি কোন কাজ করিতে পারে না, প্রাণের সাহায্যেও কাজ হয় না, যখন মন কোন ইন্দ্রিয়সহ একযোগ হয় তখন সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয়, এজন্য মনই আত্মা। মন ইন্দ্রিয়গণের নেতা। যখন মন নিষ্ক্রিয় তখন আত্ম-পর জ্ঞান থাকে না। যেমন ক্লোরফরম্ করিলে ঘটে। মন যদি সুখতুঃখ বলে তবেই সুখতুঃখ বোধ হয়। যেমন কোন বালক খেলা করিতেছে তখন কোন কাচখণ্ডে লাগিয়া পা কাটিয়া রক্তপাত হইয়াছে। মন খেলায় মত্ত থাকায় বালক তাহা জানিতেই পারে নাই। খেলান্তে মায়ের ক্রোড়ে বিশ্রামকালে মা বলিলেন, "আরে, তোর পায়ে রক্ত জমিয়া আছে। তোর পা কাটিয়াছে কি?" সে তখন বলে, "তাইত মা বড়ই বেদনা হইতেছে।" এজন্য মনই আত্মা বলিতে হয়। মন স্বাধীন নয়, বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। সুষুপ্তিকালে প্রাণ জাগিলেও মন নিষ্ক্রিয় জন্য তুঃখ-শোক থাকে না। মন আমার তোমার বিশেষণে বিশেষিত হয়। মন নিদ্রাকালে কার্য্য করিতে পারে না। জাগ্রতেও ক্লোরফরমাদি দ্বারা আক্রান্ত হইলে মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা মন নিশ্চয় করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা নিশ্চয় হয় বুদ্ধি দ্বারা। এজন্য বুদ্ধিই আত্মা বলিতে হয়। কোন কোন বৌদ্ধ মতে বুদ্ধিই আত্মা স্বীকৃত মতবাদ বটে, যেমন ক্লোরফরম্ দ্বারা মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হয় তেমনি অন্নাভাবে মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। তেমনি অন্নাভাবে মনের ক্রিয়া ক্ষীণ হয়। অন্নময় মন। আজকাল মনের চিকিৎসা হয়। মনের কার্য্য স্মরণ রাখা ও চিন্তন করা। সময় সময় মনের ঐ কার্য্যশক্তি ক্ষীণ হয় তখন চিকিৎসকের নিকট যায় এবং চিকিৎসক যে ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করেন তাহা গ্রহণে মন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, ঐ ঔষধ ও পথ্য জড় পদার্থ জন্য মনও জড় জানা যাইতেছে। আত্মা চিন্ময়। আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, আত্মা। মনের ন্যায় বুদ্ধিও জড় অন্তঃকরণের অন্তর্গত একটি করণ। করণ কর্ত্তা হয় না। আমি বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া থাকেন এজন্য আমি বুদ্ধি হইতে পৃথক। কারণ বুদ্ধি আত্মা নহে। নিদ্রা হইতে উঠিয়া লোকে বলে, "আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, বেদনাদি কিছুই জানি নাই।" এখানে 'আমি' কিছুই জানে না বলায় প্রভাকর মতাবলম্বী মীমাংসকেরা আত্মা অজ্ঞানময় বলিয়াছেন। তদুত্তরে প্রতিপক্ষ মীমাংসক স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন, "ওরে, এই যে বলে আমি কিছুই জানি নাই ইহাও জ্ঞান জন্যই বলে।" জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির ভেদজ্ঞান-প্রকাশকারী ঐ বাক্য। বুদ্ধি জ্ঞান নহে, জ্ঞানের প্রকাশক যন্ত্র মাত্র। যন্ত্র কর্ত্তা হয় না। অন্য কেহ বলেন—আনন্দময় কোশই আত্মা। "অন্যের জ্ঞান আছে, আমার জ্ঞান নাই"—এইটুকু জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি অজ্ঞান" বাক্যে রহিয়াছে। সুষুপ্তিকালে মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি প্রাণে লীন থাকে, তাদের কোন ক্রিয়াশীলতা থাকে না, এজন্য সুষুপ্তিকে কেহ কেহ নিত্য প্রলয় বলেন, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর এই যে অজ্ঞানের ভান তাহা আনন্দময় কোশে আবৃত থাকায় ঘটে। এজন্য আনন্দময় কোশই অজ্ঞানের হেতু। আত্মার প্রকাশ মেঘার্কবৎ আচ্ছন্ন রাখে। শ্রুতিও বলেন— "তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতিঃ", সুতরাং আনন্দময় কোশও আত্মা নয়। এজন্য শূন্যবাদী শূন্যই আত্মা বলিয়াছেন। আত্মা সৎ। শূন্যবাদী বৌদ্ধের শূন্য অসৎ। অসৎ হইতে সৎ হয় না কারণ অসতে সতের একান্তাভাব। অসৎ হইতে অসৎ হয় না কারণ এক অভাব হইতে অন্য অভাবের উৎপত্তি বলা ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগ মাত্র। সৎ হইতে অসৎ হয় না। সৎ হইতেও সৎ হয় না। সৎ চির একরূপ অব্যয়, তাহা হইতে অন্যের উৎপত্তি সম্ভবে না। এই অসৎ আনন্দময় কোশের পরে পুরুষ। ইহাই নেতি বিচার। এইটি মহর্ষি আদেশ শব্দের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। যিনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা তিনিই আত্মা। মহা প্রলয়ে কারণ দেহও থাকে না। এজন্য উহা অসৎ। অনিত্য অসৎ জন্য ব্রহ্ম হইতে পারে না, ব্রহ্ম নিত্য সৎ। সৎ বিষয়ে শ্রবণ-মননাদি দ্বারা একত্বে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া সৎই হও এই বাক্য আদেশ বাক্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬।১ যে আদেশ উপদিষ্ট তাহাই বেদান্তের প্রতিজ্ঞা বাক্য। ছান্দোগ্যে তত্ত্বমসি মহাবাক্য বলিতে গিয়া ঋষি জীব ব্রহ্মের একতা স্থাপনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। উদ্ভিজ্জ ও জীব সংজ্ঞাভুক্ত তাহা "জীবাপেতং বাবকিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। জীব বিমুক্ত হইয়াই এই শরীর মরে, জীব মরে না। সন্মূলং, অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি।" মন, বাগ্, প্রাণ এই জড় অন্নত্রয় চিন্ময় পুরুষ প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করতঃ ঋণজালে জড়িত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। ইহা ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে শ্রুতি স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন। ত্রিবৃৎ করণ যাহা হইতে করান হইয়াছে তাহা বলিয়াছেন। "সদেবসোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" এই অদ্বৈতবাদ পূর্ণরূপে স্থাপিত। "কথমসতঃ সজ্জায়তেতি" বাক্যদ্বারা অসদ্বাদ খণ্ডিত হইয়াছে অসৎ হইতে অসৎ বা সৎ উৎপন্ন হইতে পারে না, অসৎ অভাব। এক অভাব হইতে অভাবান্তরের উৎপত্তি সম্ভবে না। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তদুৎপত্তি ঘটিতে পারে না। এই ন্যায় অনুসারে অসতে সতের বীজ না থাকায় অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি ঘটিতে পারে না। তেমনি সৎ হইতে সৎ বা সৎ হইতে অসৎ পারে না। সৎ নিত্য অবিকারী অক্ষয় অব্যয় তাহা হইতে কোন খণ্ড বাহির হইতে পারে না। খণ্ড করিবে কে? দ্বিতীয়াভাবাৎ। খণ্ডিত হইলে নিত্যসত্যের সত্যতা থাকে না। এই আদেশ পাওয়া যায় এবং আচার্য্যবান্ পুরুষে বেদবাক্য হইতে উপায় মিলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিজ্ঞা-বাক্য

প্রতি+জ্ঞা+অঙ্=প্রতিজ্ঞা (promise)। বচ্+ণ্যৎ প্রত্যয়ে বাক্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়। কোন জন প্রতি কোন জ্ঞাপকের জ্ঞাপনীয় বিষয়ের খ্যাপনকে প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলে। জ্যামিতি শাস্ত্রে যে বিষয়টি যুক্তিমূলে স্থাপিত হইবে তাহার নির্দ্দেশক বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বলে। ন্যায়শাস্ত্রে যাহা প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইবে এমন বাক্যকে প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলে, যেমন পর্ব্বতো বহ্নিমান্। একজন বলিল তাহা প্রমাণার্থ পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইতেছে। অগ্নি ধূমধ্বজ, যেখানে ধূম থাকে তথায় অগ্নি থাকে। যেমন মহাকাল পর্ব্বতে ধূম আছে নিশ্চয়। এখানে পর্ব্বতো বহ্নিমান্ এইটি প্রতিজ্ঞা-বাক্য, ন্যায়শাস্ত্রে সত্য নির্দ্ধারণার্থ এই প্রণালী অবলম্বিত হয়। অন্বয়ী—অনিত্য শব্দ ১। প্রতিজ্ঞা —যাহা প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করা হইবে। ২। হেতু— উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ। ৩। উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত—উৎপত্তি ধর্ম্মকং স্থাল্যাদি দ্রব্যং অনিত্যং দৃষ্টং। ৪। উপায়—তথা শব্দ উৎপত্তি ধর্ম্মক। ৫। নিগমন বা সিদ্ধান্ত—তস্মাদ্ উৎপত্তি ধর্ম্মকত্বাদ্ অনিত্যঃ শব্দঃ। ব্যতিরেকী বৈধর্ম্ম যুক্ত উদাহরণ দ্বারা করা হইয়া থাকে। অনুৎপত্তি ধর্ম্মকং আত্মাদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টং ন চ তথা শব্দঃ তস্মাদ্ শব্দঃ ন নিত্যঃ। আবার ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন—এই ধীবর-পালিত কন্যার গর্ভের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তানই হস্তিনাপুরের সিংহাসন পাইবেন, আমি জ্যেষ্ঠত্ব ত্যাগে সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিলাম। যেমন হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞের দক্ষিণা দান করিবেন প্রতিজ্ঞা করেন। তজ্জন্য স্বপচের গৃহে নক্রি স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনে গমন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে মহর্ষি উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র ও শিষ্য শ্বেতকেতুকে যে আদেশবাক্য বলেন তাহাকে বেদান্ত সূত্র ভাষ্যে ১।৪।২৩ সূত্রে বেদান্তের প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই বাক্যটি হইতেছে এই—"যেনা শ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।" অর্থ—যে আদেশ শ্রবণ দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয় অমতং অতর্কিত বিষয় তর্কিত হয় তৎসম্পর্কে সন্দেহ বিদূরিত হয়। অবিজ্ঞাত অনিশ্চিত বস্তু নিশ্চিত হয়। ইহাই ভাষান্তরে একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। এককে জানিলে সব জানা হয়। এক পরমাত্মাকে জানিতে গেলে নেতি বিচারে অগ্রসর হইতে হয়। ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে, বিচার করিতে করিতে পারিশেষ্যাৎ যাহা থাকে তাহা ব্রহ্ম নিশ্চিত হয়। যাহা ব্রহ্ম নহে বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে তাহার স্বরূপ না জানিলে তাহা নেতি করা চলে না। দ্বৈতের স্বরূপ উপাদান জ্ঞানে হয়। সব নেতি করিয়া পরিশেষে যিনি থাকেন তিনিই ব্রহ্ম জানা গেল। যখন ব্রহ্ম জানা গেল সব নেতি করিয়া তাহাদের স্বরূপ জানিতেই তাহা অ-ব্রহ্ম নিশ্চিত হইল। ইহাতে "একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিদিতং স্যাৎ",

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিজ্ঞাবাক্য কিয়ৎ পরিমাণ ধারণা হয়। মুণ্ডকেও বলে—"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি।" এবং বৃ আ মৈত্রেয়ী সংবাদে "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্"। ইহাই প্রতিজ্ঞা হইতেছে। প্রতিজ্ঞা অর্থ সেই বাক্যই প্রতিজ্ঞা যাহা সময়ে সত্যে পরিণত হইবে। সে বাক্যের কদাপি লঙ্ঘন ঘটিবে না। যেমন বলে লোকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা!

ব্রহ্মের রূপ

লোকে বলে নাম-রূপাত্মক জগৎ। রূপের তারতম্যে নামের বিভিন্নতা ঘটে। রূপ নাই যেখানে, নাম নাই সেখানে। রূপের সত্যতায় নামের সত্যতা। নাম বাকময়। বাগিন্দ্রিয় ব্যবহারে নাম উচ্চারিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ জড়, জাগতিক পদার্থসকলও জড়। সুতরাং নামরূপও জড়। জড়মাত্রই বৈকারিক হয়। এজন্য নামরূপ বিকার।

সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অব্যক্ত অরূপ নির্ব্বিকার। অতএব বিকার নামরূপের তথায় স্থান নাই। এইহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং।" ভাগবৎ পুরাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।২৮।৪ "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব বা॥" রামতাপনীয় উপনিষদে বলে—"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥" অশরীর নিষ্কল ব্রহ্মের রূপ না থাকায় নামও সম্ভবে না। এজন্য গীতায় ১৩।১৩ বলিয়াছে "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে", চিহ্নরূপে ব্রহ্ম আত্মা পুরুষাদি শব্দব্রহ্মে প্রযুক্ত হয়। অরূপের রূপ কল্পিত, নামও কল্পিত। কেন উপনিষদে বলে,"তৎ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" নামরূপাত্মক দৃশ্যপ্রপঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জন্য বিদিত। তাহা প্রলয়ে অব্যক্তায় লয় হয়। তখন কোন রূপ বা লক্ষণাদি থাকে না। সব একীভবতি। এজন্য অব্যক্তা তমকে মৃত্যু বলে। সেই অলক্ষণা অব্যাকৃতা তম মহাপ্রলয়ে লয় হইলে যিনি থাকেন তিনিই তৎ। শ্বেতাশ্বতর বলে—"যদাঽতমস্তন্নদিবা ন রাত্রি র্ন সন্নচাসদ্‌শিব এব কেবলঃ।" ।ইহা ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে—"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥" মৃত্যু অর্থ অব্যক্তা প্রকৃতি ।বা তম। তম, তমাবরণরূপ দেহ যুক্ত প্রথমজ দেবতাও থাকে না। রাত্রি-দিন প্রকাশক সূর্য্য-চন্দ্রাদিও থাকে না। অর্থাৎ তখন দেশ-কাল-পাত্র লয়ে সর্ব্বব্যাপী স্বস্বরূপে এককই থাকেন। অন্যকিছু দ্বিতীয় তৎকালে থাকে না। যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে "যদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং" বাক্যে প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সৎ অপ্রাণ হ্যমনাশুভ্রঃ! ইন্দ্রিয়াদি কলাবিহীন। মন বাক্ না থাকায় অমোঘ বাক্ হইয়া স্বেচ্ছায় পুষ্টি করিতে সক্ষম না হন যেমন বাইবেল কি পুরাণে বলে। সৃষ্টির উপাদানস্বরূপ দ্বিতীয় না থাকায় সৃজন ব্যাপার সম্ভবপর নহে। চিন্ময় হইতে মৃন্ময় উৎপত্তি অসম্ভব ব্যাপার। সৃষ্টি রহিয়াছে দেখিতেছি তবে সৃষ্টি কেমনে ঘটিল? সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ সৃষ্টি ঘটিতে পারে। অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে দ্বয়ো। ভাঃ ১১।২।৩৮॥ যদি বল ফিল্‌ম্ পার্শ্বে থাকায় সিনেমার ছায়া দৃশ্য দৃষ্ট হয়। ফিলম্-প্রতি দৃষ্টি দিলে তাহা অলক্ষণ কিছু বলিয়া মনে হয়। যেমন অব্যক্তা অলক্ষণা। অব্যক্তা হইতে ব্যক্ত জগৎ প্রকট হয়। অশরীর পুরুষকে বুঝাইবার জন্য কেন উপনিষৎ বলিয়াছেন, "বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" ইহাতে বিদিতা অবিদিতা আছে তৎ অতিরিক্তও সেই পুরুষ বলা হইয়াছে কি? সিনেমা হলের দৃশ্য আছে বলিয়াই প্রতীত হয় কিংবা রজ্জুসর্পে দৃষ্ট সর্প বস্তুতস্তু নাই। তেমনি এই জগৎ আছে বলিয়া প্রতীত হয় বস্তুতস্তু নাই। ইহাই বলিতে হয়। ফিলম্ লোক-কল্পনা প্রসূত। গীতায় বলে—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।" পরংভামজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ অব্যক্তের ব্যক্ত বা রূপযুত হওয়া অল্পজ্ঞের কপোল-কল্পিত। এইটি গীতায় ৯।৪, ৫ ও ৭।৫ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ৯।৪, ৫ বলে—"ন চ মৎস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। ন চ ভূতস্থো।" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতগণ থাকে না এবং সর্ব্বব্যাপীও ভূতগণে থাকে না। অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী ভূতশূন্য। ৭।৫ বলে—"জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" জীব অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান অবিদ্যা অজ্ঞানবশে কল্পনা করে যে রূপযুত দৃশ্যপ্রপঞ্চ আছে। অতিসূক্ষ্মে বুদ্ধি প্রবেশ করে না জন্য অবিদিতা অব্যক্তার কল্পনা। "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥ ৮।১৮॥" অব্যক্তাকে মায়া, তম, রাত্রি, অবিদ্যাও বলে। ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তম সমাগমে তমাবরণে আবৃতদেহ প্রথমজের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্॥" ইহাই ব্রহ্মের প্রথম রূপ কল্পনা কার্য্যব্রহ্মের তিনটি লক্ষণযুক্ত। প্রথম হিরণ্যগর্ভনামা ইনি হিরণ্যবর্ণ, দ্বিতীয় ইনি তমাবৃত গর্ভস্থ, তৃতীয় ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-সক্ষম। ত্রিভুবনব্যাপী দেহ জন্য ধারণা করা সুকঠিন। বিদ্যালয়ের বালককে পৃথিবীর গোলত্ব বুঝাইবার জন্য যেমন গোলক স্থাপন করে তেমনি উক্ত লক্ষণত্রয় বিশিষ্ট অগ্নিকে হিরণ্যগর্ভের প্রতীক কল্পনা করা হইয়াছে। অগ্নি হিরণ্যবর্ণ, ধূমাবৃত ও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারক। এজন্য ঋগ্বেদের ১।১।১ বলে—অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব ঋত্বিজং হোতারং রত্নধাতবং। শাস্ত্র বলে—"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং হৃদিদেবো মনীষীনাং। প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতো হরিঃ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জৈনবৌদ্ধাদি ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম, বিপ্লবে বৈদিক ধর্ম্মের অগ্নিতে পূজন নিষেদিত হওয়ায় উহার প্রভাব ম্লান হইয়া যায়। কিয়ৎকাল গতে বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধ ও অষ্ট সহস্র প্রাজ্ঞ পরিমিতা জ্ঞান স্বরূপিনীর পাষাণ মূর্ত্তির পূজন আরম্ভ হইলে কালী-করালাদি সপ্তজিহ্ব অগ্নির পাষাণ মূর্ত্তি কল্পিত হইল। উহাই লেলায়মান জিহ্ব চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি। অগ্নি জিহ্বা লোলায়মান কালে আহুতি দিবার বিধি থাকায় কালীমূর্ত্তিতে কালীনামা প্রথম জিহ্বা লেলায়মানা দেখান হইয়াছে। ধূমস্থানীয় কাল রং যুত। গাত্রে লাল ডোরাসকল ভিতরে অগ্নি থাকায় দ্যোতনা করে। এক ভুজে সৃষ্টি এক ভুজে বার বার রক্ষণ (স্থিতি), দুই ভুজে বিনাশ প্রকটিত। যে এই মূর্ত্তিতে প্রীতিযুত দেবী তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দেন। তাহা মুণ্ডমালায় দেখান হইয়াছে। ইহা মধুর মাতৃমূর্ত্তি বলিয়া গৃহে গৃহে পূজিতা হন। পুরুষ "জ্যোতিষাং জ্যোতি সহস্র সূর্য্যসমপ্রভ।" গীতা ১১।১২ শ্লোকে বর্ণিত আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি। বরেণ্যং ভর্গঃ। স্বয়ংজ্যোতিঃ।" সেই জ্যোতিকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণগলে কৌস্তুভমণি বলিয়া কল্পিত। ভাঃ পু ১২।১১ দ্রষ্টব্য। "কৌস্তুভ ব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ।" সেই জ্যোতির ব্যাপিনী প্রভাকে শ্রীবৎস লাঞ্ছন কল্পিত। নানাগুণময়ী স্বমায়ার বন্ধনকে বনমালা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। "স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।" ছন্দ বা বেদত্রয় তাঁর পীত বসন। সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রদ্বয় তার মকরকুণ্ডল বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পনা করা হইয়াছে। অনন্ত শয্যা বা আসন অব্যাকৃতা প্রকৃতি। জ্ঞান ভক্তির প্রকাশক সত্ত্বগুণ তাঁর পক্ষ, ওজ সহ বলযুক্ত মুখ্য (প্রাণ) তত্ত্ব তাঁর হাতের গদা। অপতত্ত্ব শঙ্খ ও তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন বলিয়া কল্পিত। ভূভুর্ব স্বঃ ত্রিভুবনব্যাপী দেহখানি। "মায়াত্মৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকার মায়ো বিরাট্" বাক্যে বলা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী জন্যই বিষ্ণু বলা হয়। মহাভারতে উ।৬৯, গোপাল পূর্ব্ব তাপনীয় উপনিষৎ কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দোনশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ গীতায় ২।৭১ শ্লোকে ব্রাহ্মী স্থিতিই পরমাশান্তি বলিয়াছেন। তাহা মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিলে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি হয়। সর্ব্বকামনা ত্যাগে নিস্পৃহ অবস্থাটি পার্থিব সম্পদ পদদলিত করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থা। পার্থিব সম্পদ মধ্যে পুষ্পশয্যা ও তাহাতে শয়ান যুবকযুবতীর আলিঙ্গনাবস্থা চুড়ান্ত ভোগ সম্পদ। তাহা পদদলিত করিয়া নগ্না ছিন্নমস্তা দণ্ডায়মান। নিজমস্তক স্বহস্তে ছিন্নকারিণী নির্ম্মম বটেন। যে মস্তক ছেদিত হইয়া দেবীর হস্তে স্থিত এবং ছিন্ন গলদেশ হইতে উত্থিত যে রসপানে রত তাহা সত্যকার মস্তক হইতে পারে না। কারণ মস্তক ছেদন হইলে তাহা হাতে থাকিতে পারে না। মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিত। আর কাটামুণ্ডের রসপানও সম্ভবে না সুতরাং উহা রূপক কাটা। অহঙ্কারের মুণ্ডছেদ দেখান হইয়াছে। নিরহঙ্কার অবস্থার দ্যোতক। শ্রুতি বলেন—রসো বৈ সঃ। শ্রুতিহৃদে সেই রস স্বরূপস্থিত। অহঙ্কারের ছিপিতে বদ্ধ থাকায় প্রকাশ পায় না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন সোডার জল ছিপিবদ্ধ বোতলে চুপ থাকে। যদি ছিপি দূরীভূত হয় তবে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উর্দ্ধগামী হয়। তেমনি অহঙ্কার রূপ ছিপি বিদূরিতে সেই শান্ত রস শতধারে উচ্ছলিত হয়। তাঁর একধারা আপনি পানে শান্তিমগ্ন।। এ হেন ব্যক্তির নিকট যে যাতায়াত করে সেও শান্তির ধারা পানে শান্তি লাভ করে। এই ছিন্নমস্তা ও কল্পিত কার্য্যব্রহ্মের প্রতীক। "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং। যদাঽতম তন্ন দিবা ন রাত্রি র্ন সন্নচাসৎ শিব এব কেবল।" সেই শিব অব্যক্ত, অরূপ, অজ, তাহা হইতে কিছু জন্মায় না এবং তাহারও জন্ম নাই। বিষ্ণুও সর্ব্বব্যাপী পুরুষ। শিব বিষ্ণুনাম ভেদমাত্র। ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। পুরুষের রূপ স্ত্রীপুং ভেদে দোষ নাই। শ্রুতি বলেন— "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥" শ্বে ৫।১০॥ এইজন্য দেবীও সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশকারিণী বলিয়া বর্ণিত।

বিশ প্রবেশনাৎ হইতে দ্বৈতবাদী বিষ্ণুশব্দ নিষ্পন্ন করিয়া তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ যেমন কোরানে ও বাইবেলে বর্ণিত আছে। যে ঈশ্বর এক মৃন্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও তাহার নাসিকায় ফুৎকার দেন তাহাতে ঐ মৃৎপিণ্ড সঞ্জীবিত হয়। তখন ঈশ্বর এঞ্জেলগণকে বলেন যে তোমরা ইহার নিকট হাঁটু গাড়িয়া উপাসনা কর কারণ ইহাতে আমার অংশ আছে। শয়তান ব্যতীত সকলেই উপাসনা করে। শয়তান ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করায় স্বর্গভ্রষ্ট হন। পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

তাহার দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণে ভগবান তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। ইহাই দ্বৈতবাদের ভিত্তি। এজন্য শাস্ত্রে আছে যে "দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। ত্যজেদ জ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ॥" হিন্দিতে বলে—ঘট ঘট ওহি রাম। দেহমন্দিরে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু অনুপ্রবিষ্ট ভাবধারাটি লইয়াই নারায়ণের ধ্যান রচিত।

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

ইহার প্রথমাংশ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং সর্ব্বব্যাপীর প্রকাশক। নারায়ণ অর্থ নারা কারণ সলিল অয়ন আশ্রয় যাঁর। বিশ্বজগৎ রূপ যুক্ত। এই রূপের কারণ আকার। আকার অনুসমষ্টির সংযোগ নিবন্ধন ঘটে। সেই সংযোগের কারণ যে সলিল তাহার নাম কারণ সলিল। সেই সলিলে শয়ান পুরুষকে নারায়ণ বলে এজন্য নারায়ণ সর্ব্বব্যাপী। দ্বিতীয়াংশ পরিচ্ছিন্ন হৃদ্‌পুণ্ডরীকস্থ অন্তর্যামী পুরুষ যিনি অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট তাঁহাকে লক্ষ্য করে। প্রথমাংশে নারায়ণ শব্দে সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তীতা দুই প্রকারে হয়। যেমন একব্যক্তি দুগ্ধ জ্বাল দিতেছে। দুগ্ধ উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া যায় তৎ নিবারণার্থে জলের ছিট্ দিতে হয়। যে ব্যক্তি জলের ছিট্ দিবে তাহার হস্তে একটি ঢিলা আংটী ছিল। জলের ছিট্ দিতে গিয়া জলসহ আংটীটিও দুগ্ধে পতিত হইল। এস্থলে ঐ দুগ্ধ মধ্যবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আংটী হাতা দ্বারা দুগ্ধ হইতে উত্তোলিত হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ হাতা দিলেও জল আসে না। জল দুগ্ধের একত্র বিস্তারিত হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে। ইহাতে আংটীর দুগ্ধমধ্যবর্ত্তীতা ও জলের দুগ্ধমধ্যবর্ত্তীতা বিভিন্ন প্রকার। এখন সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষ আংটীটির ন্যায় এক ক্ষুদ্র স্থানে স্থিত অন্য জলের ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত। নারায়ণ শব্দ সর্ব্বব্যাপীত্বের প্রকাশক জন্য সূর্য্যমণ্ডলের সর্ব্বব্যাপী পুরুষ বলিতে হয়। সূর্য্যমণ্ডল অর্থ সূর্য্যও গ্রহ উপগ্রহ বিশিষ্ট হইলে তাহাতে সর্ব্বব্যাপী ব্যাপকরূপেই স্থিত আছেন। সূর্য্যমণ্ডল যদি সূর্য্যসমূহ হয় যেমন বর্ত্তমান জ্যোতিষিগণ বলেন যে সাইরাস্ এলডিবার্ণি, আরক্টুরাস্, কেপেলা, বিটেল গিজ প্রভৃতি সূর্য্যসকল মধ্যে কেহ আমাদের এই সূর্য্য হইতে ৬০০ গুণ, কেহ ৪০০ গুণ, কেহ ৩০০ গুণ, কেহ ২০০ গুণ, কেহ ১০০ গুণ বৃহদায়তনের সূর্য্য। এইসকল সূর্য্যগণেরও গ্রহ-উপগ্রহ আছে। তৎ সমস্তব্যাপী নারায়ণ হইতেছেন। এইরূপ ইন্দ্র বরুণাদি দেবগণ বিষয়েও চিন্তনীয়।

বিষ্ণুর এই অন্তর্যামীত্ব ও সর্ব্বব্যাপীত্ব লইয়া শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক। শালগ্রাম শিলা কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার ও চক্র বা ছিদ্র বিশিষ্ট হয়। কৃষ্ণবর্ণ তমাবরণ, গোলাকার অখণ্ড-মণ্ডলাকার ও ছিদ্র অন্তরে প্রবিষ্ট অন্তর্যামীকে প্রকাশ করে। সিনেমা হলের দৃশ্য যেমন অন্ধকারেই দৃষ্ট হয় আলোক সহ নহে, তেমনি দ্বৈত অজ্ঞান আঁধারে অবিদ্যাবশেই দৃষ্ট হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানালোক সহ নহে। "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা" ন্যায়ে আদিতে অব্যক্ত অন্তে অব্যক্ত মধ্যে ব্যক্ত অবস্থা যখন দৃষ্ট হয় তখনও থাকে না। যেমন সিনেমা হলের দৃশ্য। অন্ধকারে যখন দেখা যায় তখনও থাকে না। এজন্য দ্বৈত যাহা ব্যক্ত মধ্য অবস্থা মাত্র তাহা যখন প্রতিভাত হয় তখনও থাকে না। মন বিভ্রমমাত্র। সুতরাং নামরূপ ও ব্যক্ত-মধ্যাবস্থা চিত্ত বিভ্রমের বিষয় জন্য তুচ্ছ। তুচ্ছ্যা তম বা মায়া প্রসূত জন্য অলীক।

রূপ শব্দ স্বরূপার্থে উপনিষদে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন ঈশা উপনিষদে—"যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি"। কেন উপনিষদে—"তং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং"। এজন্য চণ্ডীর অর্গলা স্তোত্রের "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্॥" বাক্যে জিজ্ঞাসু স্বরূপ লাভার্থ প্রার্থনা করিতেছেন। জয়ং অর্থ কাম, ক্রোধ, লোভ মহান শত্রু তাহার জয়ের জন্য কাতর নিবেদন। যশসি ধবলতা চিত্ত ধবল করিয়া দাও। অথবা "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নামো মহদ্ যশঃ"—শ্বেত। দ্বিষো জহি ইচ্ছাদ্বেষ বিকার ক্ষেত্রের সম্পদ তাহা নাশ কর। "ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চির গেহিনী।" সেই শান্তিকে গেহিনী করিয়া চিরসঙ্গিনী করিয়া দাও। শান্তি হইতে মনোরমা আর কি আছে? গীতা ২।৭১ ব্রাহ্মীস্থিতিকেই শান্তি বলিয়াছে। তম বা মায়ার জন্য জগৎ। জাগতিক পদার্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীতি, স্নেহ ডোরে বন্ধন। মন, বাক, প্রাণ রূপ বৈকারিক দ্রব্য মায়া হইতে গ্রহণে আত্মা তাহার ঋণজালে জড়িত, মায়ার ফাঁসে বন্ধ হন। তখন নাম রূপাত্মক ব্যক্তমধ্য অবস্থার উৎপত্তি কল্পিত হয়। অল্পবুদ্ধিজন তাহা সত্য বলিয়া মনে করেন। এজন্য সত্যস্য সত্যং বাক্য শ্রুতি প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন ঈশা উপনিষদের ১৫ মন্ত্রের সত্যধর্ম্মের দ্রষ্টা আবাল্যে চিরকাল পূষণ দেবতাকে ইষ্ট প্রদানে সমর্থ জানিয়া ইষ্টদেবরূপে সেবা পূজা করিয়া আসিয়াছেন। পূষণে তার শ্রদ্ধাভক্তি যথেষ্ট। কশ্চিৎ বিদ্বানগণের সভায় সত্য কি বিষয়ে বিচার শুনিয়া প্রকৃত সত্য চাকচিক্যময় আবরণে আবৃত থাকিলেও তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। রজঃগুণে নিবদ্ধ চিত্ত জন্য বহুত্ববাদী আপনাকে অসমর্থ বোধ করিয়া আপন ইষ্টদেব পূষণকে সত্যবস্তুর আবরণ উন্মোচনে তাহা দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ইনি রজঃগুণী তাহা বলেন নাই তবে গীতায় ভগবদুক্তি হইতে জানা যায়। "পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথক্ বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥"

এই নীতিমূলে হিরণ্ময় আবরণ জড়। সত্যবস্তু পূষণদেব, যিনি সর্ব্ব অভিলষিত প্রদান সমর্থ। আর দর্শনাকাঙ্ক্ষী অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান। অল্প না হইলে সত্য এক হইবে, তবে বহুত্ব কল্পনা করিবে কেন ? পূষণ উপাসক, পূষণের সমর্থ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় থাকায় শ্রদ্ধার সহিত পূষণের পূজন করিয়া প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন যে সত্য বস্তুর আবরণ উন্মোচনে আমাকে সত্যবস্তু দেখাও ঠাকুর। পূষণঠাকুর অভিলষিত সত্যদর্শনাকাঙ্ক্ষা পূরণ না করায় উপাসক কোন সজ্জনের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন নতুবা পরবর্ত্তী মন্ত্রে আমরা তাঁহাকে একদেবযাজী দেখিতে পাইতাম না। পরবর্ত্তী মন্ত্রে তিনি পূষণাদি দেবগণ সত্যেরই বিভূতি জানিয়া সত্য-দেবতাকেই আপন আবরণ উন্মোচণে তাঁর কল্যাণতম রূপ দেখাইবার প্রার্থী হইয়াছেন। গীতায় বলে—"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥"

এখানে পূষণ, একর্ষি, যম, সূর্য্য, প্রাজাপত্যাদি দেবগণ সেই সত্যেরই বিভূতিরূপে প্রকাশ ইহা জানিয়াছেন। সুতরাং সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধিরূপ চিত্তশুদ্ধি করিলে লোক একদেবযাজী হয়, বিভক্তদৃষ্টি দূর হইয়া অবিভক্তের দর্শন পায়। এখানে উপাসক অবিভক্ত একসত্য দেবতা আছেন ইহা জানিয়াছেন বলিতে হয় যে সজ্জনের উপদেশলাভে রজঃগুণীর সঙ্গ রজঃগুণী আহার্য্যাদি ত্যাগে সত্ত্বগুণীর সঙ্গ এবং সত্ত্বগুণীর আহার্য্যাদির অবলম্বনে সাত্ত্বিক হৃদয়ে একদেবের ধারণা করিতে শিখিয়াছেন। উপাসক এখনও আপনাকে অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান জানেন জন্য একসত্য দেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়াছেন সত্যধর্ম্মকে জানিতে চাই দেখিতে চাই। এখনও উপাস্য উপাসক সমর্থ অসমর্থ ভেদভাব রহিয়াছে। দ্বৈতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিত জন্য "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে নাই, উপাসক যাহাকে সত্যদেব কল্পনায় আবরণ উন্মোচনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি তাহার আশা পূর্ণ করেন নাই। তখন উপায়ান্তর লাভের জন্য কোন সৎপুরুষের সঙ্গ করিয়াছেন। তখন সেই সদ্‌গুরু হইতে মহাবাক্যাদি শ্রবণ, মনন করতঃ সত্য দর্শনে একাগ্র হইয়াছেন। এখন জানিলেন উপাস্য ও উপাসকেও তৎ বাহিরে সর্ব্বত্র একই পুরুষ স্থিত আছেন। "যোসাবসৌ পুরুষঃ।" তৎপশ্চাৎ নিদিধ্যাসনে জানিলেন "সোঽহমস্মি" আমিই এই সত্য পুরুষ। আজ ইনি কৃতকৃত্য। সত্য স্বরূপার্থে রূপ শব্দের প্রয়োগ সতত হয় না। সত্য যাহা তাহা নাম রূপের অতীতে এজন্য কেন বলিয়াছেন "তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"। বিদিত নামরূপযুক্ত অবিদিতা নামরূপের একীভূত ভাব। তাহা হইতে সত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপ

আপ—আপ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অর্থ—আপ্ত ব্যাপ্ত। বৃ-আ ৫।৫।১ "আপ এবেদমগ্র আসুঃ তা আপঃ সত্যং অসৃজন্ত। সত্যং ব্রহ্ম।" ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে প্রথমজ কার্য্য ব্রহ্মের উৎপত্তি বলে। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥" এই মন্ত্রে অগ্রে "ইদং অপ্রকেতং সলিলং আসীৎ"। আপ্ সলিল একই পদার্থকে বুঝায়। তমই আপ। ইহা মনুসংহিতায় ১।৫ দৃষ্ট হয়—"আসীদিদং তমোভূতম-প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" কল্পান্তে প্রলয় ঘটে। তখন বিশ্বজগৎ অব্যক্তা প্রকৃতি গ্রাস করিয়াই প্রলয় ঘটায়। তাহার বর্ণনা মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীতে এইরূপ দেখিতে পাই—"যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যে-কার্ণবীকৃতে। আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥" এখানে একার্ণবীকৃতে অর্ণ—সব এক অর্ণবে পরিণত। অর্ণব সমুদ্র বা মহান্ জলকে বুঝায়। এই মহান্ জলই কারণ সলিল, যাহা হইতে পুনঃ সৃষ্টি ঘটে। সুতরাং বৃহদারণ্যকের লিখিত আপ এই কারণ সলিল। মায়াই কারণ সলিল-কারণ দেহ। কার্য্যব্রহ্মের তৈজসাবরণরূপদেহখানি। চণ্ডীতে পরে বলিয়াছে, নিদ্রিত বিষ্ণুর কর্ণমূলজাত মধুকৈটভ ও নাভিকমলজাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মার উৎপত্তি। মায়াবলে সৃষ্টি ঘটে। বায়ুমণ্ডলে বাষ্পরূপে আপ্, পৃথিবীতে তিন-চতুর্থাংশ ভাগ জল মহান্ সমুদ্র। কঠিন মৃত্তিকা খনন করিলে স্তরে স্তরে জল মিলে, টিউবওয়েল তার সাক্ষী। জল সর্ব্বত্র—আপ্ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। আপ্ পঞ্চভূতের চতুর্থ ভূত। রসগুণযুক্ত তেজ হইতে উৎপত্তি শ্রুতি বলেন। তেজময় জ্বলন্ত বাষ্পরাশি সূর্য্য হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ বাহির হইয়া আইসে। কালে শৈত্যসংযোগে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সেই জ্বলন্ত তেজ হইতে জলপ্রধান পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং তেজ হইতে জলোৎপত্তি শ্রুতি-বাক্য কথার কথা নয়। সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া বর্ষণ করে তাই ধরণী শস্যশালিনী হয়। প্রজা অন্ন খেয়ে বাঁচে। নদী হ্রদের জল পান করে। ঐতরেয় উপনিষদে বলে—"সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য অমূর্চ্ছয়ৎ।" জল হইতে মূর্চ্ছনা দ্বারা পুরুষকে উদ্ধৃত করেন। জল হইতে কঠিন উৎপত্তি বলা হইল। বর্ত্তমান সময় কল-কারখানা, নব নব কত কিছু উৎপন্ন করিয়া থাকে। আমরা কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে বোম্বাই-এ গিয়াছিলাম। তথাকার এক শেঠ বোম্বাই হইতে ৬০ মাইল দূরে কল্যাণ নামক স্থানে এক বৃহদায়তন কারখানা খুলিয়াছেন। তাহাতে কাগজ হইতে নকল রেশম তৈয়ার হয়। সেই শেঠজী আমাদিগকে তাঁর মোটরে করিয়া বোম্বাই হইতে কল্যাণে সেই কারখানা দেখাইবার জন্য লইয়া যান। বৃহৎ হলযুক্ত ত্রিতল বাটী হাঁটিতে হাঁটিতে পাদবলে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার একটী হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাদ পর্য্যন্ত ভর্ত্তি চোষ কাগজ মত কাগজ দ্বারা, উহা তাঁহারা কেনাডা হইতে আমদানী করিয়াছেন। অন্য গৃহে সেই কাগজ কতকগুলি কোন রসায়নিক পদার্থ দ্বারা নরম করে। পরে তাহা জলের চৌবাচ্চায় ছাড়িয়া দেয়, তথায় মেসিন আসিয়া তাহা মথন করিয়া মণ্ডবৎ করে। সেই মণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া তরল করে ও পরিষ্কার করে, তবে সেই কাগজ চিনির সরবতের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন তাহা নল বাহিয়া উপর তলায় লইয়া যায় ও একটী পাতনালায় সাধারণ জল পড়িতেছে, সেই নালায় ঐ সরবৎ রস জল বিন্দু বিন্দু পতিত হয়। তখন সেই জল অঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া চরকায় লাগাইয়া দিলে কঠিন নকল রেশম সূত্র চরকায় জড়াইতে থাকে। জলে জলে দিয়া সূত্র নির্ম্মাণ। এমনি আমরা দেখি মাতার অতি তরল স্তন্য-দুগ্ধ বালকের পেটে গিয়া পিত্তরসযোগে হাড়, মাস, চামড়া, রক্ত, মজ্জা, স্নায়ু, চুল, নখ ইত্যাদিতে পরিণত হয়। তরল পিতৃবীর্য্য মাতৃযোনিতে তরল রক্তসহ সংযোগে হাড় মাসাদি উৎপন্ন হইয়া নরাকার প্রাপ্ত হয়। এজন্য শ্রুতি "আপ্ এব সসর্জ্জাদৌ"। এবং তাহা হইতে সৃষ্টির আরম্ভণ কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য অসম্ভবের সম্ভব নহে। রসোবৈ সঃ পুরুষঃ সহ আপ বা কারণ সলিল সংযোগে দৈত্যাদির উৎপত্তি যাহা পুরাণে বর্ণিত তাহা একেবারে অঘটন ঘটন বলা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ন

অত্তি ইতি অন্নং। যাহা খাদ্য তাহাও অন্ন আবার যে খাদক তাকেও অন্ন বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ক্ষিতিতত্ত্বকে অন্ন বলিয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং।" প্রাণঃ বাক্যে প্রকৃতি বা মায়াকে অন্ন বলিল। প্রকৃতি প্রলয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎ সব গ্রাস করে, এজন্য সর্ব্বপ্রসবকারিণী জীবজগতের মৃত্যুস্বরূপা অব্যক্তা প্রকৃতি খাদক জন্য অন্ন, বিশ্বজগৎকে খায় জন্য বিশ্বজগৎ তার অন্ন। যেমন গীতায় বলিয়াছে—"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥" ব্রহ্মার রাত্রিকালে প্রকৃতি বিশ্বগ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটায়। তৈত্তেরীয়ে বলে—"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে॥ অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি॥" কারণ উক্ত উপনিষদে ব্রহ্মের লক্ষণ করিয়াছেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" অবক্তা প্রকৃতি মানদণ্ড অন্নস্বরূপ গ্রাসকারিণী জন্য অন্ন। গীতা হইতে উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকে প্রলয়ে তিনটি থাকে। অব্যক্তা প্রকৃতি, রাত্রিকাল ও কার্য্যব্রহ্ম যাহার দিবারাত্রি। ঋগ্বেদের ১০।১২৯।২ মন্ত্রে এই তিনের প্রলয় ঘটাইয়া এক অনকে স্বস্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। "নমৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্য অহ্না আসীৎপ্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তাস্মাদ্ধান্যন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরঃ কিং চনাস ॥" এস্থলে মৃত্যু অব্যাকৃতা, অমৃত কার্য্যব্রহ্ম, দিবারাত্র কালে—এই তিনের প্রলয় ঘটাইয়াছেন। সুতরাং এই তিন অনের অন্ন বলা যাইতে পারে। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥" প্রকৃতিই জগৎ রচয়িত্রী ও গ্রাসকারিণী, পুরুষ সাক্ষীরূপেস্থিত। কেননা ইহলোকে অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। চৈতন্যই কর্ত্তা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হন। প্রকৃতি অচেতন তাঁকে কর্ত্রী বলা অল্পজ্ঞতার পরিচায়ক। পুরুষ চেতন সর্ব্বব্যাপী জন্য অচল অকর্ত্তা তিনি জগৎ রচেন না। যেমন ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ১৩৩২—"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥" ১৩৩০—"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানং অকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥" শরীরস্থ জীবাত্মাও অকর্ত্তা। তাই অচিৎ প্রকৃতি চিৎপুরুষের উপর স্থিতা হইয়া চেতন দ্বারা চেতিত হইয়া সৃষ্টি করেন বলা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ স্বীকার করিলে তাঁহার বাহিরে অন্ন থাকে না। নির্দ্দোষ ও সম পুরুষে বৈষম্যের স্থান না থাকায় ত্রিগুণাবৈষম্যকারিণী প্রকৃতি পুরুষের অভ্যন্তরেও থাকা সম্ভবপর হইতেছে না। অর্থাৎ প্রকৃতির স্থিতি স্থানের একান্তাভাব তত্রাচ প্রতীতি হয় যেন আছেন। "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে।" এজন্য ভাগবৎ পুরাণে বলিয়াছেন—"ন যৎ পুরস্তাৎ উতযন্ন পশ্চাৎ। মধ্যেঽচ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।" যেমন রজ্জু সর্প স্থলে অচেতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজ্জু সচেতন সর্প হয় না অজ্ঞান আঁধারে প্রতীতি হয় মাত্র। তেমনি সৃষ্টি প্রতীতি হয় মাত্র। যেমন সিনেমা গৃহেতে দৃশ্য প্রতীতি হয় মাত্র। বস্তু তস্তু থাকে না। তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতীত হয় মাত্র। এজন্য একটী শ্লোক প্রসিদ্ধ আছে তাহা এই— "হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ।" যেমন রজ্জু সর্প স্থলে রজ্জুর তনু ও সর্পের তনু অভিন্ন একই দেহ তেমনি হরির দেহ ও জগতের দেহ একই দেহ। এজন্য বিবর্ত্তবাদে জগদুৎপত্তি বলা হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার পুরুষকে টুক্‌রা টুক্‌রা করতঃ অনন্ত জীব সৃষ্টি হয় নাই। কারণ টুক্‌রা করিতে কুড়াল ও কুড়াল পরিচালন কর্ত্তার উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। এখানে তাহা অসম্ভাব। অদ্বিতীয়ত্বাৎ। এই জন্যই শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন "নেহ নানাস্তি কিং চন।" যাঁহারা এই শ্রুতিবিরোধী সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তন করেন তাঁহারা অবৈদিক সন্দেহ নাই। শ্রুতিতে কর্ম্ম উপদিষ্ট এজন্য কর্ম্মই করিবে। এমন "নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" বলেন। কর্ম্ম অর্থ কি ? কর্ত্তা যাহা করেন তাহাই ক্রিয়া তৎফল কর্ম্ম। অক্রিয় ক্রিয়া করেন না জন্য কর্ম্মের একান্তাভাব। কর্ম্ম রজগুণে হয়। যেমন গীতায় ১৪।৯—"সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।" গীতায় ২।৪৫ স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে—"ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" পুরুষ নিস্ত্রৈগুণ্যে। প্রকৃতি ত্রিগুণ্যা। প্রকৃতির প্রেরণায় যে কর্ম্ম হয় তাহাও ত্রৈগুণ্য এজন্য বৈদিক কর্ম্ম ও ত্রৈগুণ্য। ত্রৈগুণ্য ও নিস্ত্রৈগুণ্য একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ে একত্রাবস্থান করিতে পারে না। পুরুষ সহস্রসূর্য্যতুল্য প্রভাশালী এজন্য তথায় আমাদের এই প্রচণ্ড তাপশালী সূর্য্যও প্রকাশ পায় না। তেমন স্থলে তমের স্থিতি বলা ধৃষ্টতা মাত্র। "তম প্রকাশয়োরেকত্রাবস্থান" সম্ভবপর নহে ইহা আচার্য্য রামানুজ ও আচার্য্য নিম্বার্কের বচনেও পাওয়া যায়। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" শ্বেতাশ্বেতর ৪।১০। মায়া অর্থই মা+আয়া অর্থাৎ যে প্রতীত হইলেই কখনও আসে নাই। মুণ্ডকে প্রকৃতির উৎপত্তি বলিয়াছে। যাহা উৎপত্তিশীল তাহা আদি অন্ত যুক্ত হয়। গীতায়ও বলে—"মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" মায়া ব্যক্ত মধ্য অবস্থা মাত্র। যাহা ব্যক্তমধ্যঅবস্থাগত তাহা "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা", ন্যায়ে যখন দৃষ্ট হয়, তখনও থাকে না সিনেমার দৃশ্যবৎ। অন ও অন্ন শব্দদ্বয়ের অন্নে একটী ন অতিরিক্ত আছে। এই অতিরিক্ত ন উপাধিযোগে অন অন্নবৎ প্রতীয়মান হন। প্রাণীগণ বিনা অন্নে বাঁচে না। গীতায় বলে —"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি"। ছান্দোগ্য ৩।৯।১ বলে—"ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তিএতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।" দেবতা অন্নজলে যে অমৃতস্বরূপ বিদ্যমান্ তাঁহারই দর্শনে তৃপ্ত হন। আমাদের দেহে যিনি অন্তর্য্যামীরূপে স্থিত—যাঁহাকে জীবাত্মা বলে, তাহাও "ন অশ্নন্তি অমৃতস্য দর্শনেন তৃপ্যন্তি"। অন্ন দেহেরই বর্দ্ধক। দেহীর হ্রাস বৃদ্ধি নাই, চিরই একরূপ নিত্য। সত্য তাঁহার কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। দেহাভিমানীর অন্ন তৃতীয় আদরণীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তি

মুক্তি মুচ্ মোচনে ক্তিন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। মোচন অর্থই বন্ধন হইতে মোচন। দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি লাভ। মুচ্ ধাতু হইতে মোক্ষ, শব্দও নিষ্পন্ন। যেমন সূর্য্যাদি গ্রহণকালে বলে রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করেন সেই রাহু-গ্রাস হইতে অব্যাহতিকে মোক্ষ বলে। মোচন শব্দে তিনটি বিষয় স্মৃতিতে জাগে। বন্ধনকর্ত্তা, বদ্ধ ব্যক্তি ও মোচন কর্ত্তা। তবে বন্ধন কর্ত্তা ও মোচন কর্ত্তা এক হইতে পারে। তাহাতেও বিভিন্ন কর্ম্ম-জন্য ব্যবহারে দুইটি পৃথক বটে। তার্কিক বলেন, যেমন—অণ্ড উর্ণনাভ আপনা হইতে রস নির্গতকরতঃ আপনাকে জড়িত করে পশ্চাৎ সেই আবরণ রূপ বন্ধন ভেদ করিয়া আপনি বাহির হইয়া মুক্ত হয়। তথায় দুইজনেরও প্রয়োজন নাই। তবে প্রশ্ন হইতেছে যে রসরূপবন্ত অন্ন উর্ণনাভকে আবৃত করে—সেই রস ও উর্ণনাভরূপী জীব পৃথক কি না? যদি পৃথক হয়—তবে দ্বৈত অনিবার্য্য। অণ্ড উর্ণনাভ আবরণ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, সুতরাং আবরণ ও পোকা পৃথক। দ্বৈতেই বন্ধন সম্ভবে তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।" ঋ ১০।১২৯।৪—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥" ঋ ১০।৭২—"ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ।" ঋ ৬।৪৭।১৮—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" যখন সেই পুরুষ তমাক্রান্ত হইয়া তম হইতে মন্, বাক্, প্রাণ এই অন্নত্রয় ঋণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করেন, তখন অসতের ঋণজালে জড়িত সেই পুরুষ কামনা করেন "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। ইহাই অসতের দ্বারা সতের বন্ধন বলিয়া উক্ত। অমৃত দেবগণের কল্পান্ত-স্থায়ী দেবত্ব ভদ্রা মায়ার বন্ধন জনিত। গীতার ভাষায় উহা ব্যক্ত মধ্য অবস্থা মাত্র। স্বর্গের দেবতার স্বর্গ ভোগভূমি বলিয়া উক্ত হয়। দেবগণের ভদ্রার (সুভদ্রার) প্রদত্ত ভোগ তথায় ভোগ করেন। মোহিত হইয়াই করেন। যেমন কেহ কখন হিপ্নোটাইজ্‌ড্‌ হয়। তেমনি মায়ার কুহকে যেন ভোগ করেন বলিয়া অভিমানী হয়েন। উহা তাঁদের স্বরূপাবস্থা নহে। যেমন অপগণ্ড শিশু মাতৃকোলে থাকিয়া মাতার স্তন্য পান করিতেছিল। মাতা পুত্রকে শয্যায় রাখিয়া কার্য্যান্তরে যাইবেন তখন একটি লালরঙ কাঠের ঝুমঝুমি বালকের চক্ষুর নিকট উপস্থিত করেন বালক লাল রঙে মোহিত হইয়া মাতার ক্ষীরধারা ত্যাগে ঐ কাঠের টুক্‌রা লইয়া মহা খুসী। দেবগণের দেবত্বও তদ্রূপ। আনন্দ-স্বরূপের রসস্বরূপের রসের বিষয় ভুলিয়া মায়া প্রদত্ত রস, অপ্সরাদির ভোগকেই অমৃত মনে করিয়া থাকেন। মর্ত্ত্য সাধন ভূমি। মর্ত্ত্যের ভোগ্যপদার্থ মাত্রই কেবল নশ্বর নহে কোন না কোন দোষযুক্ত। কারণ স্বর্গস্থ মায়া শুদ্ধ সত্ত্বা ইহলোকে মলিন সত্ত্বায় জীবভাব। মাণ্ডূক্য কারিকায় বৈতথ্য প্রকরণে ১৯ শ্লোকে বলে—"প্রাণাদিভিরনন্তৈস্তু ভাবৈরেতৈর্ব্বিকল্পিতঃ। মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্॥" শ্বেতাশ্বতরে ১।৩—"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্, দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। যঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥” মায়া সম্বন্ধে ভাগবৎ পুরাণে ২।৯।৩৩ বলে—“ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥” এখানে মায়ার বিশেষণ “আত্মানো মায়াং” অথচ আত্মাতে থাকা প্রতীত হয় না। আত্মা সর্ব্বব্যাপী জন্য মায়া তাঁহার বাহিরে থাকিতে পারে না। আত্মা সমরস জন্য আত্মাতেও ত্রিগুণার স্থান হইতে পারে না। ত্রিগুণামায়া ভেদকারিণী। অভেদে সর্ব্বত্র সম অখণ্ডৈকরস পুরুষে তমের স্থান নাই। “তম প্রকাশয়োরেকত্রাবস্থানমসম্ভবাৎ” কারণ পুরুষ জ্যোতির্ম্ময়, তম জ্যোতিহীন। জ্যোতির ও অজ্যোতির একত্রাবস্থান সম্ভবে না অথচ “নাম আত্মনো মায়াং”। এক বাড়ীর ত্রিতলের কার্নিশ কিছু চওড়া থাকায় তথায় আরণ্য-কবুতর বাস করিত। প্রতিবাসী ছাদে ধান শুকাইতেছিল, ঐ কবুতরেরা ধান খাইলে পড়শী বলিতেছেন—‘ওগো তোমার কবুতরে আমার ধান খাইয়াছে।’ ঐ কবুতরেরা সেই ত্রিতল বাড়ীওয়ালার প্রজা নহে, পালিত নহে। অথচ পড়শী বলিতেছেন—‘তোমার কবুতর’, কারণ, তাঁহার ত্রিতলের কার্নিশে থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এমনি মায়া আত্মনো মায়া শব্দবাচ্য। পুরুষে স্থান নাই বাহিরেও স্থান নাই যথায় মায়া থাকে। তত্রাচ মায়া তস্য দেবস্য। যাহার অবস্থিতির স্থানাভাব, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার মায়ার কুহক মাত্র। সেই কুহকিনীর আবরণে আবৃত অবস্থার নাম বদ্ধাবস্থা। তাহা হইতে মুক্তিই মুক্তি বা মোক্ষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'নাই নাই চাউল ডাইল খিচুড়ী পাকায়'—এও তেমনি মুক্তি যাহাকে মোক্ষ বলে তাহাতে মায়ার অভাব ঘটে। মায়া তাহার আবরণ উঠাইয়া নিয়া চলিয়া যাওয়ায় ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশবৎ অবস্থা ঘটে। ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লয় পায়—তেমনি জীব দেহাভাবে সর্ব্বব্যাপীতে একীভূত হইয়া যায়। জল বুদ্‌বুদে জলাবরণে যেমন ক্ষুদ্র বায়ুকণা আবদ্ধ থাকে আবরণ ফাটিলে মুক্ত হয়, তেমনি দেহ কারণ সলিলের বুদ্‌বুদ্ জানিবে। সদা নিরস্ত কুহক অবস্থাগত ইহা অদ্বৈত বিষয়ক কথা। দ্বৈতে ও মুক্তি কল্পিত হয়। সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তি বাইবেলাদিতেও বলে। ঈশ্বর সহ একলোকে ঈশ্বরের সমীপে বাস করা সালোক্য ও সামীপ্য বলিয়া উক্ত। পুরাণে সারূপ্য ও সাযুজ্য বলিয়া আরও দুইটী মুক্তি স্বীকৃত। সারূপ্য অর্থ সমান রূপ লাভ। যেমন একজন দ্বিভুজ নর চতুর্ভুজ বিষ্ণুর উপাসনা করিল সে মৃত্যুর পর বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজ হইবে। তার হস্তে তেমনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম থাকিবে; পীতবসন ধড়াচূড়াদি লাভও ঘটিবে। কেহ যদি শিবার্চ্চনপরায়ণ হন তিনি মৃত্যুর পর শিবলোকে গিয়া চতুর্ভুজ ত্রিনয়ন হইয়া শিবের রূপতা বা সারূপ্য লাভ করিবেন। সাযুজ্য সম্বন্ধে মহাভারতে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ময়দানব নির্ম্মিত রাজসূয় যজ্ঞ সভাগৃহে শিশুপালকে চক্র দ্বারা বধ করিল। তৎপর শিশুপালের তৈজস দেহখানি শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবিষ্ট হয়। ইহা ভাগবৎ পুরাণের সপ্তম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েও পরিদৃষ্ট হয়। তথায় মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসা করেন শ্রীকৃষ্ণদ্বেষবুদ্ধি প্রযুক্ত চেদীরাজ শিশুপাল চক্র দ্বারা হত হন। সেই দুষ্টের তৈজস দেহ শ্রীকৃষ্ণদেহে কেন প্রবিষ্ট হইল। তদুত্তরে নারদ বলিয়াছেন—"ন তথাভক্তিযোগেন যথা বৈরানুবন্ধনে।" ভক্তিযোগ অবলম্বনে তন্ময় হওয়া দুর্ঘট। বৈরদ্বারা তন্ময় হওয়া সহজ। ভগবানের দ্বেষ্য হৃষ্য কেহ নাই, যে তন্ময় চিত্ত সেই তাঁর কৃপা লাভ করে। "কামাদ্ গোপ্যঃ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাদ্ চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ম্ বিভো"। ইহাতে কাম প্রবৃত্তি জন্য গোপীগণ, ভয়প্রযুক্ত কংস শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তাপরায়ণ হন। চেদীরাজ ও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণদ্বেষবুদ্ধি প্রযুক্ত তন্ময় চিত্ত হন। বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ জন্য তদ্‌গত চিত্ত হন। আপনি যুধিষ্ঠিরাদি স্নেহবশে তদ্‌গত আর আমরা নারদাদি ভক্তিপথে শ্রীকৃষ্ণচিন্তন-রত। এই যে শ্রীকৃষ্ণদেহে প্রবেশ ইহাই সাযুজ্য। দেহ সহ দেহের যোজনা। দ্বৈতবাদী মধ্যে জীবের নিত্য কৃষ্ণদাসত্ববাদী তাঁদের মতে মুক্তিতেও সে দাসত্বচিহ্ন পার্থক্য রহিয়া যায়। একীভূত হয় না। যেমন গঙ্গাজল কালবর্ণ যমুনাজল বা অন্য কোন জল মিলিলে তাহা গঙ্গা হইয়া যায়—তেমন কৃষ্ণ সহ একীভূত হয় না। এজন্য কেহ বলেন, গঙ্গাজল অন্য জলকে গঙ্গা করিবার শক্তি রাখে। শ্রীকৃষ্ণ অন্য জীবকে আপনাতে একীভূত করিবার শক্তিহীন। নতুবা একীভূত হইতে বাধা কি? নতুবা তিনি আপনাকে ডিক্‌টেটররূপে প্রবল রাখিবার ব্যাকুলচিত্ত। সব সমান হইলে ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে না। এই মতবাদ শ্রুতিবিরোধী বলিয়াই মনে হয়। শ্রুতিতে দেব উপাসনা করে সেই দেবত্ব লাভের জন্য। যদি সাধন জন্য অনীশভাব বিদূরিত হইয়া ঈশভাবের সঞ্চার হয় তখন একত্ব বুদ্ধি জাগে। পুরাণেও বলে ঈশ্বর যজনকারী প্রথমাবস্থায় মনে করে—হে ভগবান্ আমি অতীব ক্ষুদ্র দীনহীন আমাকেও একটু দেখিও আমিও তোমারই একজন "তবৈবাহং"। পশ্চাৎ উপাসনায় অগ্রসর হইলে হৃদয়ে বল আসে তখন বলে—"মমৈব ত্বং"। তুমি ত আমারই ঠাকুর আমার হৃদয়ে রয়েছ যাবে কোথায়। উপাসনায় চিত্ত একাগ্র হইলে সমাধিদশা ঘটে। সেই সমাধিকালে আমি উপাসক তুমি উপাস্যভাবে লয় হয় তখন বলে—"ত্বমেবাহং" তুমিই আমি। ইহাই মুক্তি। কেহ বলেন—এক পরম পুরুষই আছেন, নানা নেই। সুতরাং সৃষ্টি ঘটে নাই। বদ্ধ কেহ কখন হয় নাই বা হইতে পারে না। অতএব মুক্তি ঘটিবে কার? মুক্তি কথার কথা? মনের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। ভাগবৎ পুরাণে ৭।১—যদি চ লিখে কামাদ্ গোপ্যঃ ভগবানকে লাভ করে তত্রাচ উহার ১০।৮২।৪৭ শ্লোকে গোপীগণ পবিত্র কুরুক্ষেত্র তীর্থে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবানের মুখে অধ্যাত্ম বিদ্যা শ্রবণের পর মননাদি করতঃ পঞ্চকোষাতীত ব্রহ্মলীন অবস্থাগত হন। সুতরাং ভগবৎ চিন্তাতে সেই স্বরূপাবস্থা মিলে না। গীতাও ৮।২৮ বলে—"বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্। অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥" ব্রহ্মলীন হন অর্থাৎ মোক্ষ ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞান

অজ্ঞ+অন=অজ্ঞান। অন=ন+ন যাহা নাস্তি নহে। অর্থাৎ যাহার সত্ত্বা চির অবাধিত। সেই সৎই অন পদবাচ্য। অন বিষয়ে অজ্ঞতা যার জন্য ঘটে তাহার নাম অজ্ঞান। ন+জ্ঞান অজ্ঞান বলিতে বাধা কি? সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। যাহার সত্ত্বা চির অবাধিত তাহার কদাপি কুত্রাপি না থাকা কল্পনাতীত। গীতায় বলে—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" জ্ঞান যাহার আবরণ জন্য প্রকাশ পায় না, জ্ঞানের অভাব নাই। ছান্দোগ্যে বলে—"অনৃতেন প্রত্যুঢ়া।" ঈশায় বলে—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" যেমন কুয়াসা রাত্রির আঁধার সূর্য্যালোকে লয় পায়। যদি জ্ঞানের উদয়ে লয় পায় বল, তবে জ্ঞান সদাই আছে তবে অজ্ঞান আবৃতে জ্ঞানের প্রকাশ হয় না বলাটা কেমন কথা! যেমন ঘনাচ্ছন্ন অর্ক। খণ্ড মেঘ ক্ষুদ্রাবরব পরিচ্ছিন্ন হয় তাহা সূর্য্যকে আবৃত করে বলা যায় বস্তুতঃ আবৃত হয় কি? পৃথিবী হইতে ১৪ লক্ষগুণ বৃহৎ সূর্য্যকে মেঘখণ্ড আবৃত করিতে পারে কি? যখন এখানে সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন জন্য পরিদৃষ্ট হয় না তখন দু চার মাইল দূরে সূর্য্য মুক্তাবস্থায় তীব্রালোক দিতেছেন দেখা যায়। আবরণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃভেদে পৃথক হয়। যেমন বাল্‌বের পাতলা কাঁচের আবরণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বাল্‌ব ডুমদ্বারা আবৃত, আবার সেই ডুমটি কাল ভেলভেটের থলিয়া দ্বারা আবৃত কর, আলোক দৃশ্য হইবে না। ইহা তমাবরণ, ডুমের আবরণ রজঃগুণের আবরণবৎ এবং বাল্‌বের আবরণ সত্ত্বাবরণ মত। ইহা ইংরাজীতে Transparent, Translucent and opaque বলিয়া উক্ত হয়। শুভ্র অভ্রের পাতলা আবরণ ঈষৎ কৃষ্ণমেঘের আবরণ এবং গাঢ় কৃষ্ণমেঘের আবরণবৎ জানিবে। সর্ব্বব্যাপী অচল, নিষ্কল, নির্ব্বিকার, অক্ষয়, অব্যয় পুরুষকেই ব্রহ্ম বলে। ইনি স্বয়ং জ্যোতিঃ। ইঁহার জ্যোতিঃতেই জ্যোতিষ্কাদি জ্যোতিষ্মান হয়। ইঁহার জ্যোতি সম্বন্ধে গীতায় বলে—"দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" সহস্র সূর্য্য তুল্য প্রভাবিশিষ্ট জন্য শ্রুতি বলেন "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" আমাদের চক্ষুর দৃষ্টিভঙ্গী বড়ই দুর্ব্বল, আমরা এই ক্ষুদ্র সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি দিলে চক্ষু অন্ধকার দেখে। যখন এই সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হয় তখন সূর্য্যের কিরণ এত অল্প যে যেন আকাশে সন্ধ্যা উপস্থিত। অথচ যদি রাহু কতখানি গ্রাস করিল দেখিতে ইচ্ছা করে তবে কাঁচখণ্ড কালি মাখাইয়া তবে সেই রাহুগ্রস্ত সূর্য্য দেখিতে হয়। এজন্য যেমন পেচক দিবাকে রাত্রি মনে করে। তেমনি ব্রহ্মকে আমরা আঁধার বলিয়া মনে করি। অভয়ে ভয়দর্শী হয়ে পাড়। অনই আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক ব্যক্তির স্বরূপ। আমি তাহা হইতে অপৃথক এই রূপ চিন্তাধারা রাখিতে গেলে আমিটি অকর্ত্তা অভোক্তা হইয়া পড়েন। অথচ অজ্ঞানবশে আমরা আমিকে কর্ত্তা ভোক্তা দেখি। আমি অন হইলে সকল অকেজো হইয়া পড়ে। দেহ ইন্দ্রিয়াদি রহিত আমি কোন কার্য্যকরী হয় না। পঙ্গুদশা কেহ লাভ করিতে রাজি নহে। দেহহীন আমি, মৃত দেহস্থ আমি তুল্যাতুল্য হইয়া যায়। আমাদের প্রিয় দেহখানি অচল হইয়া থাকিবে এমন চিন্তা পোষণ করিতে ভয় হয়। অচেতন দেহ যদি অচেতন জগৎ মতই হয় তবে ভোগ্য, ভোগ, ভোক্তৃভাবের স্থান কোথায়? এইরূপ ভাবধারা অজ্ঞান বশেই আমি যে দেহ মন বুদ্ধির অতিরিক্ত একটা কিছু এমন ভাব চিত্তে জাগেই না। জ্ঞান হৃদয়ে থাকা সত্ত্বেও কেন এমন ভাবটা জাগে না। অনৃত অজ্ঞানের আবরণ এমনই ঘন যে ঘনাচ্ছন্ন উহার প্রকাশ ঘটে না। মানুষ বিচারশীল জীব। ঈষৎ বিচার করিলেই বুঝিতে পারে মনটা কিরূপ, আমিটা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। বাহিরে ইন্দ্রিয়গণ যাহা দেখে তাহা অচেতন দৃশ্য। চেতনকে কেহ ইন্দ্রিয়দ্বারা দেখিতে পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়দ্বারা যিনি দেখেন সেই আমিটাকে চেতন কর্ত্তা মনে করে। কারণ পৃথিবীতে অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। দর্শনকর্ত্তা দ্রষ্টা সুতরাং চেতন হইবেন। মন ও চক্ষুর দ্বারা দর্শনীয় নহে। তত্রাচ মনের বিকার ঘটে, পরিবর্ত্তন ঘটে বুঝিতে পারে। যেমন মন কখন কামার্ত্ত, কখন শোকার্ত্ত, কখন ক্রোধান্বিত, কখন বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হর্ষান্বিত হইয়া থাকে। এই যে মনের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা দেখে কে? বলিতেই হইবে আমি নামক ব্যক্তি এই মনের অবস্থান্তরের দ্রষ্টা তাহার অর্থ মন দৃশ্য, আমি দ্রষ্টা। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্ হয় এজন্য আমি মন হইতে পৃথক্। দ্রষ্টা চেতন কর্ত্তা দৃশ্য সবই অচেতন সুতরাং মনরূপ দৃশ্যও অচেতন। যেমন অচেতন ফুটবল চেতন খেলোয়াড় দ্বারা চালিত হয় তেমন অচেতন মন আমি নামাব্যক্তি দ্বারাই চালিত হন। আমিই মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের পরিচালয়িতা। আমি নামক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনরূপেও জানা যায়। ২৪ ঘণ্টা দিনের চতুর্থ ভাগ ৬ ঘণ্টা অনেকেই নিদ্রাতে কাটান। গাঢ় নিদ্রাকালে মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার থাকে না। দাঁতের বেদনায় কাতর ব্যক্তির নিদ্রা হইলে সে উঠিয়া বলে আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, বেদনাদি কিছু জানি নাই। যেই নিদ্রাভঙ্গ হয় অমনি দাঁতের বেদনা হাজির আছে। সুতরাং মন বুদ্ধি দেহ হইতে আমি স্বতন্ত্র। আমি যখন একক থাকেন মন দেহাদি উপাধি বিরহিত অন তখন আনন্দময় হন সুতরাং আমির স্বরূপ আনন্দময়। সুখতুঃখ মনের ব্যাপার। যখন যখন মনের ক্রিয়া রুদ্ধ থাকে তখন তখন সুখ তুঃখ বোধ থাকে না। যেমন ক্লোরফরম করিয়া সার্জ্জন অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। ক্লোরফরম নামক বায়বীয় পদার্থ মনের ক্রিয়া রুদ্ধ করায় মন জানে না যে কাটিতেছে, বা তজ্জন্য তুঃখ হইতেছে। যখন ক্লোরফরম শ্বাস প্রশ্বাস সহ বাহির হইয়া যায় তখন মন গা মোড়া দিয়া বলে—বড় তুঃখ বড় যাতনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি মূর্চ্ছাকালে মনের ক্রিয়া রুদ্ধ থাকায় সুখতুঃখাত্মক জগৎ ভাসে না। আমি নামক ব্যক্তি সার্জ্জন অস্ত্র করা কালীন বিত্যমান থাকিলেও সুখ তুঃখ বোধ করেন না অর্থাৎ আমি নামা ব্যক্তি আনন্দময়, সুখ তুঃখ অজ্ঞানকৃত দেহের সুতরাং আমি ও মন দেহাদি স্বতন্ত্র। চেতন অচেতনের পার্থক্য ও প্রকট। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ—এই বাক্যটী আমরা বাল্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর বিরচিত "বোধোদয়" নামক পুস্তকে প্রথম দেখিতে পাই। যাহা সর্ব্বব্যাপী হয় তাহা অচল হয়। যেমন একটি টিন কেনেস্তারা তৈলে ভর্ত্তি। একটুকুও ফাঁক জায়গা নাই। উক্ত টিনস্থ তৈলের বাহিরে ফাঁক না থাকায় উহার চলাচল সম্ভবে না এজন্য উক্ত টিনের তৈল বহনকালে ঢকর ঢকর শব্দ করে না ; কারণ ঐ তৈল তখন টিনের সর্ব্বব্যাপী। চলিতে হইলে ফাঁকা জায়গা চাই। যদি উক্ত টিনে একটুও কম তৈল থাকে অর্থাৎ ফাঁক থাকে তবে বহনকালে ঢকর ঢকর শব্দে শব্দায়মান হয়। এই নিয়মানুসারে সর্ব্বব্যাপী অচল ইহা অনুমান করিতে হয়। যাহা অচল তাহা নিক্রিয় হয়, নির্ব্বিকার হয় তখন অব্যয় হয়। কর্ত্তা সচল হয় অচল কর্ত্তা হয় না। এজন্য সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর অচল অকর্ত্তা। সর্ব্বব্যাপী জন্য একাই সব স্থান দখলকারী হওয়ায় দ্বিতীয়ের অভাবও স্বীকৃত হইয়া পড়ে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে ঈশ্বরত্বই থাকে অনীশ্বরত্বের তথায় স্থান নাই। অর্থাৎ অনীশ্বরত্ববিশিষ্ট ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর ঈশ্বর, অনীশ্বর অচেতনের তথায় স্থান নাই। নিরাকার জন্য সাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্থ সঙ্গরহিত যেমন মহান্ সমুদ্রের বাহিরে বায়ুমণ্ডল চন্দ্রাদি গ্রহ উপগ্রহগণ বিরাজিত থাকায় তাহাদের প্রকোপে সমুদ্রের তরঙ্গাদি ঘটিয়া থাকে তেমন কিছু উপাধি সর্ব্বব্যাপীর বাহিরে না থাকায় সর্ব্বব্যাপীতে কোন ক্রিয়া ঘটিতে পারে না। অর্থাৎ তিনি সদাই নিষ্ক্রিয় অচল। চলনাভাবে ক্রিয়া করিতে না পারায় অকর্ত্তা হইতেছেন। সুতরাং দ্বিতীয়ের উপস্থিতি সম্ভবপর হইতেছে না। "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"। দোষ অর্থ ত্রিগুণের বৈষম্য সমব্রহ্মে নাই। দোষ সর্ব্বব্যাপী সতের বাহিরেও থাকিতে পারে না। দোষ আশ্রয়হীন অসৎ। গীতায় বলিয়াছে —"ন অসতো বিদ্যতে ভাবো"। দোষের বিদ্যমানতা নাই। দোষই অজ্ঞান। সৎপুরুষ আনন্দস্বরূপ। এজন্য অসৎ অজ্ঞান আনন্দবিহীন দুঃখস্বরূপ। গীতায় বলে ৬।২৩—"তং বিদ্যাদ্দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্"। দুঃখের সংযোগে দেহাবৃত জীবের সংসার তাহার বিয়োগে জীবব্রহ্মের যোগ বা একতা। ঘটভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে লয়বৎ। অজ্ঞানই জীবের আবরণ যেমন মৃত্তিকা ঘটের আবরণ। অজ্ঞান কামকর্ম্ম বীজরূপা। কামনা প্রথমে হয় যে এইরূপ জিনিষ চাই। পশ্চাৎ তাহা লাভার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। গীতায় বলে— "রজঃকর্ম্মণি ভারত"। যত কর্ম্ম সবই রজগুণে ঘটে। তমঃ রজঃ সত্ত্ব গুণত্রয় অজ্ঞানের সম্পদ। বিকৃতিকারক অজ্ঞানের নির্দ্দোষ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে স্থান নাই। এজন্য বলে—"অবিদ্য-মনোঽপি অবভাতি হি দ্বয়োঃ" (ভাঃ পুঃ ১১।২।৩৮)। ভাঃ পুঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২।৯।৩৩ বলে—"ঋতেঽর্থ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তং বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥" মায়া বা তম বা অজ্ঞান অবিদ্যা একই কথা। "মা+আয়া=মায়া"। যাহা কভু আসে নাই। অর্থাৎ যাহা না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। যাহা পূর্বে পরে থাকে না, মধ্যে দৃষ্ট হয় তৎসম্বন্ধে ভাগবৎ পুরাণে ১১।২৮।২১ বলিয়াছে—"ন যৎ পুরস্তাৎ উতযন্ন পশ্চাৎ। মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্॥" যেমন সিনেমা হলে দৃষ্ট পদার্থ নিচয়। যখন দ্রষ্টা গৃহে প্রবেশ করেন আলো জ্বলে দেখিয়া নিজ আসন পরিগ্রহণ করেন তখন তথায় কিছু নাই যখন খেলা শেষে আলোক জ্বলে দ্রষ্টা আসন ত্যাগে সিঁড়ি দেখেন তখনও কিছু নাই। মধ্যে আঁধারে বসিয়া খেলা দেখা যায়। যখন দেখা যায়, তখনও তথায় হাতী, ঘোড়া, রেল, নদী, সমুদ্রাদি কিছুই নাই। "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে।" না থাকিলেও দেখা যায়। তেমনি রজ্জুসর্পস্থলেও অজ্ঞান আঁধারে অচেতন রজ্জুতে সচেতন সর্প দেখে। অজ্ঞান জন্যই ব্যক্তমধ্য অবস্থা। সৃষ্ট জীবজগৎ বা সৃষ্টিও ব্যক্তমধ্য অবস্থা। এজন্য উহাও যখন দৃষ্ট হয় তখন নাই বিচারে সাব্যস্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম

হিন্দুধর্ম্ম অর্থ হিন্দুজাতির আচরিত ধর্ম্ম। ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও উৎপত্তি বিনাশ হইয়া থাকে। হিন্দুজাতির উৎপত্তি থাকায় উহা সনাতন হইতে পারে না। হিন্দু শব্দ বেদাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট না হওয়ায় ও উহার অর্ব্বাচীনত্ব করে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মও অর্ব্বাচীন সন্দেহ নাই। বেদ নিত্য তাহাতে নির্ণীত বৈদিকধর্ম্ম সনাতন বলিতে বাধে না। যখন হিন্দু শব্দের উৎপত্তি সহ উহা জাতির বিশেষণ হইয়াছে তখন বৈদিক ধর্ম্ম কোথায়? জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান ধর্ম্ম জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। তাহাদের সংস্পর্শে আবিলতাপূর্ণ পুরাণ, তন্ত্র, পঞ্চরাত্রাদির ধর্ম্ম উপধর্ম্মে বিজড়িত হইয়া বৈদিক সংস্কার বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বিকৃতির নাম হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মে যে বৈদিক ধর্ম্মের পেয়ারা তত্ত্বাংশ মিশ্রিত আছে তাহা নগণ্য বলা চলে না।

ঋগ্বেদ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃতি দেখা যায়। তাহাতে একেশ্বর বাদ সুস্পষ্ট, অদ্বৈতবাদও অস্পষ্ট নহে। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" একই পরমাত্মা মায়া-যোগে বহু বলিয়া প্রতীত হন। ইহা ঋগ্বেদের ৬।৪৭।১৮ "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" বাক্যে বলিয়াছেন। এবং যিনি সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাত্মাকে জানেন না তাঁর কর্ম্মপর মন্ত্র সকল কণ্ঠস্থ করিয়া কি ফল ইহাও বলিয়াছেন। এবং যিনি তাঁকে জানেন তিনি তাঁহাতেই একীভূত হন। ঋ ১।১৬৪।৩৯—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

এ কারণ বেদান্তবেদ্য পুরুষ চিন্তনই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থ জ্ঞান ও আত্মাবাচী। কেবল পুণ্যকর্ম্মকে বুঝায় না। আত্মহন্ হইয়া কর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া দোষাবহ। আত্মবান্ হওয়াই ধর্ম্ম। একই মায়াযোগে বহুরূপে দৃষ্ট হন। ইহা কথার কথা নয়।

যদি একখানি আয়না এমন আকৃতি বিশিষ্ট হয় যে তাহার এক চতুর্থ ভাগ সমান তৎপর এক চৌথাই concave তৎপর একভাগ convex তৎপর একভাগ তেরচাকাটা। সেই আয়নাতে যদি কেহ মুখ দেখেন তবে একই সময়ে সেই মুখখানি নানারূপে প্রতিভাত হয়। কোনটা ঠিক কোনটা অতিশয় চেপ্টা কোনটা অতীব সূক্ষ্ম কোনটা আর কিছু। তেমনি মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিতের দশা। একেশ্বর বাদে ঈশ্বর একাধারে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা। পুরাণে স্রষ্টা ব্রহ্মা, পাতা বিষ্ণু ও সংহর্ত্তা শিব কল্পিত হন। ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, জরাসুর, কালভৈরব, মঙ্গলচণ্ডী, সত্যপীর, নাটাই, পাটাই প্রভৃতি অসংখ্য দেবগণ বিভিন্নরূপে ধন জন বৃদ্ধি কারক বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণ পৃথকত্বের হেতু এমন গীতায় বলে। তৎ যথা গীতা।১৮।২১—

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথক্ বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥

সুতরাং এই সকল উপাসক রজঃগুণান্বিত। রজগুণের বৃত্তি হইতেছে অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও লোভ। এজন্য সমাজে ইহার প্রাবল্য থাকায় সমাজ দুর্দ্দশাগ্রস্থ। কাম ক্রোধ লোভ বশে যা করিবার কর নামাবলি কাঁধে রাখিয়া করিবে। এ জন্য কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—'যদি খান বিলাতি বিস্কুট আগে দেন হরির লুট।' শালিক শকুন মানে না তাঁরা এমনি বিষম পণ। এহেন ত্যাগীগণের বিষয়ে অন্যত্র প্রবাদ আছে যে তারা যা তা খান না। যেমন জলস্থ জাহাজ, আকাশস্থ ঘুড়ি ইহা তাহাদের অভক্ষ্য।

কেহ বলেন খাওয়ার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। হাতে মুখে যাবে। জিহ্বা নাম করবে। ইহাতে কোন বাধা নাই। খৃষ্টান মুসলমানাদি সর্ব্বভূকগণ ও নাম জপ ধ্যান করিয়া থাকেন। এদেশেও দৃষ্টান্ত মিলে বুদ্ধদেব অহিংসা ব্রতধারী। অহিংসা প্রচারক হইলেও শূকর মাংস ভক্ষণে দেহত্যাগ করেন। এবং বর্তমানেও তির্ব্বত, সিংহল, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ মাংসাশী দৃষ্ট হয়। বৈদিক আচার স্বায়ম্ভূব মনু নিজ সৃষ্ট প্রজাগণের আচরণের জন্য আপন স্মৃতিশাস্ত্রে নিবদ্ধ করেন। এজন্য শ্রুতিতে বলে—"যদ্মনুনা উক্ত তৎ ভেষজং।" আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজে চিরই সত্ত্ব রজঃ তমগুণী ব্যক্তিগণ বাস করেন। এজন্য কর্ম্মাচরণ বিষয়ে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন—"অজৈর্যষ্টব্যম্"। অজের দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এখন মাংসপ্রিয়গণ বলেন এই শ্রুতিবাক্য অর্থ অজ মাংসদ্বারা যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞাবশেষ অজ মাংস ভক্ষণ করিবে। যজ্ঞাবশেষ ভোজী সর্ব্ব কিল্মিষ হইতে মুক্ত হন। অতএব শ্রুতি অজ হিংসার অনুজ্ঞা করিয়াছেন। অন্যে বলেন শ্রুতির তাৎপর্য্য ইহা নহে। শ্রুতিতে যজ্ঞের অপর নাম অধ্বর। ধ্বর= হিংসায়াং। সুতরাং অধ্বর অহিংসাত্মক হইবে। শ্রুতি অজবধের আম হুকুম দেন নাই। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ৩৩৮ অধ্যায়ের একটি শ্লোকে বলে—

অজৈর্যষ্টব্যমিতি যদ্ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজ সংজ্ঞানি বীজানি নত্বং ছাগং হন্তুমর্হথ ॥

যে শস্য ধান্য অজ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।তাহার দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এই বাক্য দ্বারা তুমি শ্রুতি কর্ত্তৃক ছাগ বধের অনুজ্ঞা লাভ কর নাই। যে বীজের আপনি বিনষ্ট হইয়াছে যাহা হইতে আর নূতন অঙ্কুর উৎপত্তির আশা নাই তাহাকে অজ বলে। এ হেন পুরাতন ধান্যের চাউল করিয়া যজ্ঞ করিবে। যজ্ঞের প্রতিশব্দ অধ্বর। "ধ্বর হিংসায়াং"। ন+ধ্বর=অধ্বর। "যজ্ঞ অহিংসায়াং"। এ পক্ষ হিংসা বিরোধী। প্রথম পক্ষ রজঃগুণী মাংসলোভী। দ্বিতীয় পক্ষ সত্ত্বগুণী মাংসত্যাগী। এই বিষয় লইয়াই সেই দিন আর্য্য সমাজীগণ দুই ভাগ হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদল মাংস পার্টি ও অপর ঘাস পার্টি নামে আপনাদিগকে অভিহিত করিতেছেন।

তৃতীয় অন্যে বলেন, "অজৈর্যষ্টব্যম্" বাক্যার্থ উহাদের একটিও নয়। অজবাহন অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ করিবে। কেবল ফুল ফল জল দ্বারা দেবার্চ্চন করিলে হইবে না। "অগ্নির্দেবো-দ্বিজাতীনাং" অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতঃ যজ্ঞ করিতে হইবে। শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন—"যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহোত"।

চতুর্থ কেহ বলেন—এও "অজৈর্যষ্টব্যম্" বাক্যার্থ নহে। উহার অর্থ "অজচিন্তা সহিতৈর্যষ্টব্যম্"। যেমন ছান্দোগ্যে বলে —"যদ্ বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তৎ বীর্যবত্তরং ভবতি"।

উপনিষদে উক্ত পুরুষকে বর্জ্জনে অন্য দেবয জন করিবে না। যেমন পূর্ব্বমীমাংসাবাদিগণ বলেন, বেদে ও দুচারটি জ্ঞানবিষয়ক শ্লোক দৃষ্ট হয় উহা অব্যবহার্য্য উহার কোন বিনিয়োগ নাই সুতরাং তাহাদের চিন্তন না করিয়া কর্ম্ম কর। মানবজীবন সফল হইবে। যেমন গীতার ভাষায়—"বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তি ইতি বাদিনঃ।" পুরাণ ও মহাভারতাদিতে ও কর্ম্মদক্ষ দক্ষ;প্রজাপতি অজ পুরুষ শিবের যজ্ঞভাগ না করিয়া শিবহীন যজ্ঞে ব্রতী হইলে তাহার যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয় পশ্চাৎ ব্রহ্মার উপদেশে অজপুরুষের চিন্তাধারা তাঁহার মুণ্ডে স্থান পাইলে যজ্ঞফল প্রাপ্তি ঘটে। যেমন ইংরেজ কবি বলেন—Act act in the living present heart with in and God over me. হৃদয়ের যতই উৎসাহ উদ্যম সাহস বল থাকুক না কেন ঈশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তাসহ কর্ম্ম করিবে। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"। আহার্য্য সহ দেহ মনের সংস্পর্শ থাকায় রজঃগুণ উৎপাদক আহার্য্য মনের বৃত্তি রজঃগুণী করিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার বলদর্প চিত্তে স্থান নিবে। ইহার অন্যথা হয় না। মদ্যমাংসাদি রজঃগুণীর আহার্য্য। যেমন মিশ্রি, গাঁজা ও আফিং—এই তিনটিই উদ্ভিজ্জ। তত্রাচ তাহা গ্রহণে ফলের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আফিং খাইলে তাহার চিত্ত নিদ্রা আলস্য তন্দ্রাপরায়ণ হয় অর্থাৎ তমঃ আক্রান্ত হয়। যদি কেহ গাঁজায় দম দেয় তবে শীতকালেও পচা পুকুরের পানা তুলিয়া ফেলিতে ভ্রূক্ষেপ করে না রজঃ প্রবল থাকে। আর যদি মিশ্রির জল খায়, মন স্ফুর্ত্তিযুক্ত হয়। আনন্দ হয়। আবার দেখ মুগ ও মাষ উভয়ই উদ্ভিজ্জ। কোন ডাক্তার বা কবিরাজ কোন রোগীকে মাষের যূষ খাইতে বলেন না সবাই বলেন মুগের যূষ খাও। মাষ সস্তা মুগ দুর্মূল্য। তত্রাচ বিধি অচল। কেননা মুগ ত্রিদোষ নাশক। মাষ ত্রিদোষ বর্দ্ধক। এজন্য আহার্য্য সহ ধর্ম্মের সংস্রব আছে।

কেহ কেহ বলেন সর্ব্বভূক খৃষ্টান ও মুসলমানগণ ও ঈশার উপাসনা করিয়া ফল পায় সুতরাং আহারের সঙ্গে ভজনের কোন সংস্রব নাই। ইহা বিচার সহ নহে। মন জড় তাহা কার্য্য চিন্তন ও স্মরণ। মন দুর্ব্বল হইয়া তাহার ব্যাঘাত হয়। তখন চিকিৎসার উপদেশে ঔষধ ও পথ্য খেয়ে মন হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। ঔষধ পথ্য ও জড় অন্ন। শ্রুতি বলিয়াছেন জলময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ, অন্নময় মন, তেজময় বাক্। সুতরাং অন্নের বিকৃতি মনে বিকৃতি আনয়ন করে।

শাস্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকের জন্য বিভিন্ন আহার্য্যাদি বলিয়াছেন। অন্য প্রকারেও দেখা যায় একজন টাইফয়েডের রোগীকে ২১ দিনের দিন ডাক্তার অন্ন পথ্য দিতে বলিয়াছেন। মাতা রোগীর জন্য ৯টার সময় বাসমতী চাউলের অন্ন রন্ধন করিয়াছেন। লঘু পথ্য পটল পত্রাদির ঝোল রান্না করিয়াছেন। বলিলেন—এস বাবা খাবে এখন। পুত্র বলিলেন—পেট কেমন করিতেছে টাট্টি হইতে আসি। সে টাট্টি হইতে আসিয়া শুইয়া পড়িল অন্ন আহার করিবে না। মাতা বলিলেন—কি হইল। সে বলিল—পেটে মোচড় দিতেছে। মাতা ডাক্তার আনার জন্য লোক পাঠাইলেন কিন্তু ডাক্তার বেলা ৩টার পূর্ব্বে আসিল না। ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিল—কোন ভয় নাই, গরম ভাত রাঁধিয়া খাওয়াও। সকালবেলার অন্নের কথা বলিলে ডাক্তার বলিলেন উহা রোগীর আহারের অযোগ্য হইয়াছে।

ঐ ভাতে জল দিয়া রাখিলে পরদিবস বেলা ৯টার সময় উহা রোগীর পথ্য থাকে কি? পান্তাভাত তমগুণীর আহার্য্য। সুতরাং ধর্ম্মপথে চলিতে আহার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বড়ই হুঁসিয়ার। তাঁহারা অনেক দেবপূজন দিবসেই উপবাসের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। উপবাস অর্থ না খাওয়া নহে। উপবাস অর্থ উপ=নিকটে অর্থাৎ দেবতার নিকট বাস করা। নিজ শয়নকক্ষ ও তৎসহিত ভোগ্য পদার্থের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গ ত্যাগে ভগবানের সঙ্গসুখে বিভোর থাকাই উপবাস। শয়ন বা ভোজন কক্ষে না যাওয়ায় আহার ঘটে না। অনাহার ব্রত নহে বা ব্রতাঙ্গ বা ব্রতের উদ্দেশ্যও নহে। বস্তুতঃ বলিলে গীতার ভাষায় অসঙ্গ অভ্যাসের উপায়ভূত উপবাস ব্যাপারটি।

খৃষ্টান্‌গণের মধ্যেও দেখা যায় বিবাহ না করিয়া কোন কোন পাদরি সাহেব ভগবানের নাম নিয়া পড়িয়া থাকেন। তাহাই জীবনের ব্রত বলিয়া জানেন। যৌন সম্বন্ধ পুত্রোৎপাদনাদি প্রাণী সাধারণের ধর্ম্ম জানিয়া তাহা মানবের পক্ষে ত্যাজ্য ইহা কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দেন। মুসলমানের মধ্যেও শুন্নীগণ ঈশ্বরের নাম নিয়া পড়িয়া থাকেন, সংসার করেন না। ইহাতে দেখা যায় সর্ব্বত্রই উপাসনা মানবের বিশেষ সম্বন্ধ যাহা আচরণে মানব দেবলোকে দেবভোগ্য ভোগ করিয়া থাকেন। ইহলোকেও দেবচিন্তনে নিশ্চিন্ততা জন্য সুখে জীবন যাপন করেন।

পূজন অর্থ পূ পূর্ণতা জন জন্ম অর্থাৎ এই যে আমাদের জন্ম-লাভ হয় তাহার পূর্ণতা কোথায় ? দেবপূজনে। ঐতিহাসিকগণ বলেন সপ্তসিন্ধু বলিয়া ইরাণ প্রান্তে অসুর উপাসকদের এক স্থান ছিল তাহা ইন্দ্রোপাসক অঙ্গিরা মন্যু ধ্বংস করেন। সেই বিজিত সপ্তসিন্ধু বা হস্ত হেন্দুতে বাস করিলেন। তাঁহারা হিন্দু আখ্যা প্রাপ্ত হন। জয়শীল হিন্দু সাদরে হিন্দু আখ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আচার-ব্যবহার যদি মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্ণয় করেন তবে কোন গোল হয় না। কিন্তু তাহার প্রতি ব্যতিক্রম অন্য কিছু গৃহীত হয় তবেই গোলযোগের কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষোত্তম

পুরুষোত্তম অর্থ যিনি উত্তম পুরুষ। পুরুষ অর্থ সর্ব্বব্যাপী অথবা দেহপুরবাসী। নরাকার মূর্ত্তিকেও পুরুষ বলে। পুং নরকেও পুরুষ বলে। গীতায় বলে—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৫।১৮॥

নেতি বিচারে ক্ষর ও অক্ষর হইতেও "অহং" নামা উত্তম এজন্য লোকে ও বেদে "আমি" পুরুষোত্তম। ন+হন্তি গচ্ছন্তি ইতি অহং। যাঁর গমন নাই অচল। "ক্ষর সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।" অনুবাদ—সর্ব্বভূত ক্ষর ও কূটস্থ যিনি তিনি অক্ষর। যেহেতু আমি ক্ষরের পরে অক্ষর হইতেও উত্তম জন্য অহং পদবাচ্য। আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভূতানি প্রাণী জাতকেও বুঝায়। পঞ্চভূতকেও বুঝায়। যদি প্রাণীজাত অর্থ গৃহীত হয় তবে ক্ষর জীব আর যদি পঞ্চভূত অর্থ গৃহীত হয় তবে ইদং সর্ব্বং বাচ্য জগৎ। যাহাকে ঈশোপনিষদে—"জগত্যাং জগৎ" বাক্যে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়াছেন তাহাই ক্ষর হইতেছে। ইহাতে অব্যক্তা অক্ষর ও ব্যক্তা প্রকৃতি ক্ষর। অক্ষর ক্ষরিত ভাব প্রাপ্তেই সৃষ্টি করে। "কূট" অর্থ যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঞ্চনাকারী মায়া হয় তবে তাহাতে স্থিত যিনি হিরণ্যগর্ভ তিনিও জীব হইতেছেন। ইনি বশী জন্য অব্যাকৃতা জগতের নিয়ন্তারূপে গৃহীত হয়। আর "কুট" অর্থ যদি নির্ব্বিকার পর্ব্বত শিখরবৎ অচল হয় তবে নির্ব্বিকারই পুরুষকে কূটস্থ বলে। হিরণ্যগর্ভ বশী জন্য মায়ার বিকার তথায় সক্রিয় নহে। অর্থাৎ ক্ষর জীব বা জগৎ হইতে স্থিত। গীতায় বলে—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।" ভাগবৎ পুরাণে বলে—"অব্যাকৃতমনন্তাখ্যং আসনং যদধিষ্ঠিতঃ।" তাহাতে হিরণ্যগর্ভ কূটস্থ হন। প্রকৃতি অধিষ্ঠানে সৃজন কর্ত্তা হন। এতদুভয় হইতে উত্তম পরম ব্রহ্ম পুরুষোত্তম। কেনোপনিষদে বলে—"তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" অক্ষর অর্থ অক্ষোভিতা প্রকৃতি। যেমন মুণ্ডকোপনিষদে ২।১।২ বলে—"অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো-হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" ক্ষর প্রকৃতি ক্ষোভিতা বিদিতা এবং অক্ষর অক্ষোভিতা অবিদিতা হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। কূট মায়া যখন কূটবৎ স্থিত বিকার দশাগ্রস্ত হয় নাই অক্ষোভিতা তখন কূটস্থ শব্দে অক্ষর প্রকৃতি বলা দোষাবহ নহে। ক্ষর অক্ষর প্রকৃতি হইতে উত্তম। জীব জগৎ হইতে উত্তম। জীব ঈশ্বর হইতে উত্তম। যে অর্থই গ্রহণ করা যায় তিনি পুরুষোত্তম হইতেছেন।

পুরাণে উড়িষ্যা প্রদেশের পুরীধামের জগন্নাথকে পুরুষোত্তম বলে। "পুরী শয়নাৎ পুরুষঃ।" দেহে দেহরূপপুরে শয়ান বা অবস্থিত যিনি তিনিও পুরুষাখ্য হন। জগন্নাথ হিরণ্যগর্ভরূপেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষোত্তম। জীব ব্যষ্টি অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।"

জীবজগতের পতি বশীপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান জন্য পুরুষোত্তম। আমরা যেমন "নারায়ণং নমস্কৃত্য" কার্য্যারম্ভে করিতে বলি, বৌদ্ধগণ "ধর্ম্মায় নমঃ, সংঘায় নমঃ, বুদ্ধায় নমঃ" বাক্য উচ্চারণান্তর কার্য্য আরম্ভ করেন। কেহ কেহ বলেন পরাক্রান্ত বৌদ্ধগণ পুরীতে মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ ধম্ম, সংঘ ও বুদ্ধ এই তিনের চিহ্নরূপে ত্রিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। ধর্ম্ম শব্দ অপভ্রংশ হইয়া পালি ভাষায় ধম্ম হইয়াছে। সঙ্গ স্থলে সংঘ হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং" ইত্যাদি বলে ঋষিশব্দ হিরণ্যগর্ভকে বুঝায়। ঋষি অর্থ—মন্ত্রদ্রষ্টা। নারায়ণ প্রথম ঋষি। সেজন্য "নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং" পাঠ দৃষ্ট হয়। শ্বেতাশ্বতরে "যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ" বাক্যও আছে। উপনিষদে ধর্ম্ম জীবকে বলে। নির্ব্বিশেষ পুরুষ মায়া সংযোগে সবিশেষ ধর্ম্মযুক্ত হন জন্যই জীব ধর্ম্ম শব্দ পদবাচ্য। সংঘ শব্দটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে— "অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্।" সংঘ ঋষিরা বিদ্বান্ সজ্ঘ জ্ঞাপক। সজ্ঘ সঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ হইলে সৎসঙ্গ অর্থে গৃহীতব্য। বুদ্ধ শব্দ প্রবুদ্ধ বা জ্ঞানলব্ধকে বুঝায়। অর্থাৎ ধর্ম্মরূপ অজ্ঞান জীব জ্ঞানিগণের সজ্ঘে তাহাদের সেবা করতঃ জিজ্ঞাসু হইলে কালে প্রবুদ্ধ বা বুদ্ধ হন। একই আত্মা কখন জীব অজ্ঞ কখন জ্ঞানী আবার কখন বুদ্ধ বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিহিত হন। একেরই তিন রূপ। তমাবৃত হইয়া জগতের স্থষ্টি স্থিতি বিনাশকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ হন। ঋগ্বেদে ১০।৭২।৫— "ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ" বাক্য রহিয়াছে। ভদ্রা অমৃতের দেবতার বন্ধনের হেতু। ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে বলে—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥

অর্থ—প্রলয়ান্তে পুনঃ স্থষ্টির প্রারম্ভে অন (সৎ পুরুষ) মায়া হইতে মন-বাক-প্রাণ রূপ অন্ন গ্রহণে কামনা করিলেন বহু হইব, প্রাণ স্থষ্টি করিব এবং তৎপর মানস স্থষ্টি আরম্ভ করেন। তখন শুদ্ধচিত্ত কবিগণ বিচার করিয়া বলিলেন এইবার সৎপুরুষ অসৎ মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। ঋণজালে জড়িত হইলেন। এখানেও তিন মূর্ত্তি সৎ অসৎ বন্ধনদশাপন্ন হিরণ্যগর্ভ। বৃ. আ. ১।৩।২৮—"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।" অসৎ তম মৃত্যুরূপিণী।

চণ্ডীতে বলে—"প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাম্।

অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥"

অব্যাকৃতা প্রকৃতিই ভদ্রা সুভদ্রা দেবগণের সুষ্ঠু প্রকারে বন্ধনের হেতু। ভদ্রকালী মহামায়ার নামান্তর। ভদ্রকালীর কাল ছায়াপাতে শুভ্রপুরুষ বলরাম কৃষ্ণবর্ণ জগন্নাথ হইয়াছেন। হিরণ্যগর্ভ মায়া গর্ভে স্থিত। গর্ভ আবরক আবরার্দ্ধ। তাহাতে অবস্থিত হইয়া সম্ভবামি আত্মমায়য়া বাক্যের সত্যতা খ্যাপন করিতেছে। বলরাম বর রাম রলয়োরভেদঃ। রময়তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি রামঃ। সচ্চিদানন্দ পুরুষই রাম, ভদ্রা আবৃত হইয়া অসতের দ্বারা বন্ধন দশাপন্ন হইয়া প্রথমজ হইয়াছেন। যেমন ঋ.১০।১২৯।৩ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং।" তুচ্ছা তমদ্বারা যখন আভু সর্ব্বগত পুরুষ আবৃত হইলেন তখন তার তপস্যার মহিমায় একং অজায়ত। কেহ কেহ সুভদ্রা অর্জ্জুন পত্নী কৃষ্ণের ভগিনী বলিতে চাহেন। কোন পুরাণে বা উপপুরাণে সুভদ্রার পূজা ধ্যানাদির পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয় না। বরং মহামায়াকে নন্দালয় হইতে আনিয়া দৈবকী পুত্রী বলিয়া কংসকে প্রদান বিবৃত আছে। ইহাতে মায়া দৈবকী পুত্রী কৃষ্ণের ভগিনী হইতে বাধা হয় না। ইনি শুম্ভাসুরাদি হইতে দেবগণের রক্ষণবৎ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণার্থ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সেই মহামায়াকে সুভদ্রা বলিয়া গ্রহণ সমীচীন মনে হয়। বেদ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ ব্যাখ্যান করাই সুধীগণোচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈক্ষণ্

ঈক্ষ্ দর্শনে+অনট্ প্রত্যয় যোগে ঈক্ষণ্ শব্দ হয়। ঈক্ষণ্ দর্শন আলোচন অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন—"স তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" এস্থলে ঈক্ষণ্ মানে আলোচন করিয়া বাক্যে প্রকাশ করেন, "বহুস্যাম্", বহু হইব। প্রজা সৃষ্টি করিব। সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা বাক্য। সাধ্য নির্ণীত হইল এখন তাহার সাধন অনুষ্ঠান হাতে-কলমে করিতে হইবে। চেতনেরই মন সংযোগে ঈক্ষণ্। অচেতনের ঈক্ষণ্ সম্ভবে না। চেতন কর্ত্তা, মন করণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করেন। এজন্য বেদান্ত সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম সূত্রে বলে—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্।" ইহার ব্যাখ্যানে বিদ্বানগণ বলেন—"প্রকৃতিঃ ঈক্ষতে কিম্ ন অশব্দম্। অবৈদিকম্।" জড় প্রকৃতির ঈক্ষণ্ অবৈদিক। শ্রুতিসম্মত কথা নহে। বৈষ্ণব চূড়ামণি বল্লভাচার্য্য বলেন—"প্রকৃতি ঈক্ষতে ন অবৈদিকং।" বেদে দেখা যায়, প্রকৃতিজাত প্রাণ, মন, চক্ষু, শ্রোত্রাদি কে শ্রেষ্ঠ? এই ঝগড়ার নিষ্পত্তির জন্য প্রজাপতির নিকট যান। প্রজাপতি বলেন, যে দেহে না থাকিলে দেহ পাপিষ্ঠতম হয়, সেই শ্রেষ্ঠ। তখন শ্রোত্র উৎক্রমণ করিলেন, বর্ষপর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, দেহ তেমন কিছু বিকৃত হয় নাই। তখন চক্ষু উৎক্রমণ করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেহের তেমন কিছু বিকৃতি ঘটে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন মন উৎক্রমণ করিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেহ তেমন কিছু বিকৃত হয় নাই। তখন প্রাণ উৎক্রমণ করিতে গেলে ইন্দ্রিয়গণ দেখিলেন যে সবাইকে দেহ ত্যাগ করিতে হয়। তখন তাহারা বলিলেন, প্রাণ তুমি উৎক্রমণ করিও না, তুমিই শ্রেষ্ঠ। তখন প্রাণ বলিলেন, আমাকে বলি প্রদান কর (রাজার প্রাপ্য খাজনাকে 'বলি' বলে ; বলি অর্থ উপহার), তখন জল আবরণ ও সর্ব্ব প্রাণীর আহার্য্য অন্ন এবং জল বস্তু স্বরূপে প্রাণকে বলি প্রদান করে ও স্তুতি পাঠ করে।

ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখা যায়, দেবতাও ঈক্ষণ্ করিলেন, তাহা হইতে তেজ হইল, সেই জড় তেজ ঈক্ষণ করিলেন, অপ্ হইল, সেই অপ ঈক্ষণ্ করিলেন, অন্ন হইল। বৃহদারণ্যকে দেখা যায় ছয় দেবতা কে কে? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—তিন ভুবন ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্রয়। পুনঃ প্রশ্নে শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তিন দেবতা কে? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তিন ভুবন, তৎপর দুই দেবতা কি কি? অন্ন ও প্রাণ; অন্ন জড় সন্দেহ নাই। তৎপর দেড় দেবতা, অধ্যর্দ্ধ বলিয়াছেন, এক দেবতা স্ফীত হইয়া দেড় হন। তাহা বিভক্ত হইয়া দুই হয়। এক দেবতা "প্রাণ ব্রহ্ম তৎ"। ইহাতে দ্বৈতের নিরসন জন্য শ্রুতি আক্ষেপ করিয়াছেন, বলিতে হয়; যেমন ঋগ্বেদের ১০।১২৯ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে—"সতোবন্ধুমসতি" আছে। ইহাতে দেবতা চেতন হয়, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এইজন্য বল্লভাচার্য্য জড় প্রকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈক্ষণ্ অবৈদিক নহে বলিয়াছেন, সীতারাম, রাধেশ্যাম রূপে তাঁহারা প্রকৃতি ও পুরুষের উপাসনা করেন।

ঈক্ষণ্ মন দ্বারা হয় এজন্য অচেতন। তেজ, আপাদির ঈক্ষণ্ জন্য মন থাকার প্রয়োজন। মন অন্নময় জড়। অচেতন তেজে মন থাকা বলা প্রমাদ বলিয়া মনে হয়। কারণ তেজাদি পঞ্চভূতের 'সত্ত্বাংশ হইতে মনাদির উৎপত্তি বলে। সাংখ্য মতেও প্রধানা হইতে উৎপত্তি স্থলে মহৎ, অহঙ্কার ও মন সৃষ্টি বলে। শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে যে চেতনের মন প্রাণাদি নাই। চেতনে জড় মন থাকিলে নির্দ্দোষ ও সমব্রহ্ম বলা যায় না। চিন্ময়, মৃন্ময়, চিৎ বলিতে হয়।

স ঐক্ষত কথা অনৃত, কেন না অমনা চিতের মন থাকা স্বীকার করা দোষ নহে কি? অচেতন তেজাদির মন থাকাও তেমনই দোষাবহ। সৃষ্টি ঘটে নাই, ঘটিবে না, ঘটিতে পারে না। ইহাই নিকষ সত্য। সেই স্থলে, সৃষ্টি স্থাপন করিতে হইলে, কিছু আবোল তাবোল বলিতেই হইবে। এইজন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লীলা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। লীলা শব্দ উচ্চারণের পর আর যুক্তির স্থান নাই। তেমনি মায়া বা তম "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী" মায়ার অধিষ্ঠান নাই। তত্রাচ আছে। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং।" ছাঃ ৬।১।৪ ॥ ভাগবদ্ পুরাণে ১১।২৮।৪ বলে—"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতাস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতং এবচ।" সৃষ্টির জন্য প্রথম ঈক্ষণ্, তৎপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" বাক্যে তাহার প্রকাশন, এবং অমোঘ বাক্ তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়। উপদেশাদির নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ বাক্যেরও প্রয়োজন দেখেন না। প্রভুর ইচ্ছায় সৃষ্টি। ঈক্ষণ্ করেন, অর্থাৎ মনে করেন হউক আর অমনি হয়। যেমন ভাগবদ্ পুরাণে ব্রহ্মা গো ও রাখাল অপহরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় গো ও রাখাল হয়। রাসলীলা কালে ১৬ হাজার গোপী ও ১৬ হাজার কৃষ্ণ উৎপন্ন হয়, ভগবানের ইচ্ছায়। সর্ব্বপূর্ণের নিস্পৃহের ইচ্ছা কেন হয়? লীলা॥

অসতো মা সদ্গময়

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১।৩।২৮ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। এই প্রার্থনা বাক্যটি "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা-ঽমৃতং গময়" ইতি। এবং এই মন্ত্রেই বলা হইয়াছে এই প্রার্থনা বাক্যের অসৎ, তমস্ ও মৃত্যু শব্দ একই পদার্থকে বুঝাইয়াছে। উহা একেরই তিনটি বিশেষণ মাত্র। তেমনি সৎ জ্যোতিঃ ও অমৃত একই বস্তু। অসৎ—যাহার অস্তিতা ব্যপদেশ মাত্র। সৎ, অসৎ বিপরীত ভাবাপন্ন শব্দদ্বয়। সৎ অর্থ—অস্তি এজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসৎ নাস্তি হইতেছে। সৎ জ্যোতির্ম্ময়—অসৎ তমোময়। সৎ অমৃতস্বরূপ, অসৎ মৃত্যুস্বরূপ। অনেকে মনে করেন সৎ অসৎ শব্দাদি পূর্ণ দর্শন যুগেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্য সূত্রকার বলেন তাঁহার প্রধানা সৎ। তাহার বিকৃতি তস্য বিকৃতি তস্য বিকৃতির বিকৃতি সবই সৎ। বৈশেষিক বলেন—তাঁর পরমাণু সৎ তাহার সমষ্টি জন্য যে পদার্থ জাত হয় অসৎ। কেহ মনে করেন, কারণ সৎ কার্য্য অসৎ। অসৎ নাস্তিধারণায় শূন্যবাদী অসৎ শূন্যার্থে প্রয়োগ করিয়াছে। অসৎ শূন্য হইতে এইসব দৃশ্য প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। অন্য সকল মতবাদী এই শূন্যবাদকে নিন্দা করিয়াছেন। কারণ শূন্য কার্য্য বলা বুদ্ধিমানের যোগ্য নহে। উহা বৌদ্ধ মতবাদ। বৌদ্ধগণের চারিটি শাখাভেদ দৃষ্ট হয়; 'বৈভাষিক', 'সৌত্রান্তিক', 'যোগাচারী' ও 'মাধ্যমিক'। মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী। সকলেই ইহার প্রতিবাদী বলেন—"কথমসতঃ সজ্জায়তেতি।" কার্য্য স্থূল, দৃশ্য হয়, কারণ সূক্ষ্ম অব্যক্ত হয়। যেমন বটবীজে বটবৃক্ষ, বটবীজে মাইক্রোস্‌কোপ দিয়া বটবৃক্ষ দৃষ্ট হয় কি? কার্য্য কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং কারণেই লয় পায় যেমন মৃত্তিকা ঘটের কারণ, ঘট ভঙ্গে উহা মৃত্তিকায় লয় হয়। যেমন হ্রদ, পুষ্করিণীর জল বাষ্প হইয়া মেঘ হয়। উহা মেঘের কারণ। পুনঃ মেঘ ভাঙ্গিয়া জল হ্রদের জল হ্রদ পুকুরে পতিত হইয়া উহা জলপূর্ণ করে। পিতৃবীর্য্যে মাইক্রোস্‌কোপ দিয়া নখ চুল দাড়ি বিশিষ্ট নরাকার দৃষ্ট হয় কি? কেহ বলেন,—কার্য্য কারণ রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎ কার্য্যরূপে অসৎ। বৌদ্ধ মধ্যে প্রথম তিন দল বিজ্ঞানাত্মা-বাদী অর্থাৎ বুদ্ধিই আত্মা বলেন। বৈভাষিক অন্তরে বাহিরে যাহা দৃষ্ট হয় তাহার অস্তিতা স্বীকার করেন। সৌত্রান্তিক অন্তরে যাহা ভাসে তাহা সত্য, বাহিরে যা ভাসে তাহা অসত্য বলেন। যোগাচারিগণ বাহিরে কিছু নাই অন্তরে যাহা ভাসে তাহা ব্যপদেশ মাত্র বলেন। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিই আত্মা, মন নাই। কেননা মন যে সঙ্কল্প করে তাহা বুদ্ধি বিচার করে। ভাল মন্দ নির্ণয়ে মনকে কখন উৎসাহিত করে কখন বিকল্প করাইয়া থাকে। এজন্য বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং আত্মা। চার্ব্বাকগণ দেহই আত্মা বলেন। দেহাতিরিক্ত কোন কিছু নাই। স্বর্গ নরকাদি বা পুনর্জন্ম মানেন না। বলেন—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" মাইক্রোস্‌কোপ দিয়া জল H এবং O দেখা যায় কি ? এজন্য ব্যক্ত অব্যক্ত হইতে জন্মে স্বীকার্য্য। ঋ. ১০।৭২ সূক্তে দুইবার বলিয়াছে—"অসতোসদজায়ত।" তথায় অসৎ ব্যক্তাবস্থাগত বুঝাইয়াছে। তৈত্তীরিয়েও বলে—"অসদ্ব ইদমগ্র আসীৎ। ততোবৈ সদজায়ত।" ছান্দোগ্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলে —"সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ইদমগ্রের পূর্ব্বে সৎ ছিল কিংবা অসৎ ছিল ? ছান্দোগ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে বলিলেন—"আদিত্যো ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ। তস্য উপ-ব্যাখ্যানম্। অসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎসদাসীৎ তৎ সমভবৎ। তৎ আণ্ডং নিরবর্তত। তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত। তৎ নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্। তদ্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদ্ রজতং সা ইয়ং পৃথিবী। যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌ। অথ যৎ তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যঃ।” এখানে অজ ব্রহ্মের আদিত্যরূপে জন্ম বিবৃত। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে ঃ

One theory put forth by the Belgian cosmologist Abbe Lemaitre, proposes that the Universe originated from a single stupendous primeval atom which exploded and thus precipitated the expansion which we still perceive. An analogous theory, made public recently by Dr. George Gamow of George Washington University, reconstructs in detail how the constituent elements might have been forged in the dense flaming core of the Universe before it started to expand.

ঋষিগণ Universe কেমনে বিস্তৃত হইল তাহা চিন্তা করিয়াছেন। ঋ. ১০।৭২ সূক্তে Mist or Nebula হইতে সৃষ্টি বলিয়াছে। Atom ফাটিয়া expand Universe হয় তাহা পূর্ব্বে উক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত।

ব্রহ্ম “নেতি” করিয়া স্থাপিত হয়, অনুমেয় নহে। সেজন্য যত বস্তু, অব্যক্ত ও ব্যক্ত তাহার কোনটিই ব্রহ্ম নহে বলিতে গিয়া যাহাকে নিষেধ করা তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না নির্দ্ধারিত করেন। এজন্য শ্রুতিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাকৃতিক তত্ত্বের আলোচনা যথেষ্ট আছে। তাহা নব্য বিজ্ঞান-বাদিগণের দ্বারা চিন্তিত নব বিষয় নহে, প্রাচীনতম ঋগ্বেদেই তাহা চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন। ঋ. ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে সৎ অসৎ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় এবং মৃত্যু, অমৃত, কালাদি বিচারিত হইয়াছে। উক্ত প্রার্থনা মন্ত্রের মৃত্যুকে, অসৎকে তমকে নিষেধ করিতে গিয়া তম বা প্রকৃতিকে "মৃত্যু" বলে কেন, তাহার সন্ধান করিয়াছে। দ্বৈতবাদে স্তরভেদ আছে, তাহার কোন স্তরে প্রলয় বলিতে গিয়া বলিয়াছে কার্য্য কারণে লয় হয়। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হয় কার্য্য-ব্রহ্মের সাক্ষাতে দিবা রাত্রিকাল। রাত্রে প্রলয় হয় তখন প্রকৃতি জীব-জগৎ গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটান। আপনি ঠিক থাকেন।

কার্য্যব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ দেবতা থাকেন। যেমন গীতার ৮।১৮ শ্লোকে বর্ণিত—"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্য-হরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।" উহা ঠিক প্রলয় নহে, খণ্ডপ্রলয়মাত্র সে জন্য ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলিয়াছেন—"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।" তদা অর্থাৎ পূর্ণ প্রলয়কালে অব্যক্তা, সাক্ষী কার্য্য ব্রহ্ম ও কাল নাশ পায়। খণ্ডপ্রলয়ে গ্রাসকারিণী জন্য প্রকৃতি বা তম জীব-জগতের মৃত্যুস্বরূপিণী, এজন্য অব্যক্তা মৃত্যু শব্দ-বাচ্য। অনেকে "ওম্" মন্ত্র জপ করেন। "ও" অর্থাৎ বক্রা এবং "ম্" অর্থাৎ মরণ। বক্রার যথায় মরণ ঘটে তথায় "ওম্"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দবাচ্য পুরুষ প্রকাশ পান। বক্রা উহার আবরক ছিল। যেমন ঈশায় বলিয়াছেন—"হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং।" যেমন মাণ্ডূক্যে—"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্" ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ আবরণ বটে। সূর্য্য আবৃত হয় না। দ্রষ্টার নেত্র মেঘাবৃত হয়, তাই দৃষ্ট হয় না। দ্রষ্টা অর্থ চক্ষু দ্বারা দর্শনকারী —চক্ষু দ্রষ্টা নয়। চক্ষুর সহকারী মন দ্রষ্টা নয়। আমি-নামা চেতন দ্রষ্টা। চক্ষু, মন অচেতন। মন অন্নময়; তাহারা করণ, কর্ত্তা নয়। চেতন কর্ত্তা ব্যতীত অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। এই axiomটি মনে না থাকায় অনেকে ভ্রান্ত হন।

সত্য

সৎ+ষ্ণ্য প্রত্যয় যোগে সত্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অস্+শতৃ প্রত্যয়ে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অস্ অস্তিতা জ্ঞাপক। সৎ অর্থ যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব চির অবাধিত, নিত্য। যাহার সত্তা বাধিত হয় তাহা অসৎ। যেমন সুষুপ্তিকালে মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে লীন হয়। এজন্য উহারা বাধিত সত্তার জন্য অসৎ। ব্যবহারে যাহা নিত্য, সত্য তাহা সৎ শব্দবাচ্য। আবার যাহা নাম-রূপাত্মক মূর্ত্ত তাহাকেও সৎ বলে। কারণ ব্যবহারিক সত্তায় যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাকে সত্য মনে করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তজ্জন্য সৎ বলিয়া থাকে। বায়ু চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জন্য সৎ। ভালকে সৎ ও মন্দকে অসৎ বলা যায়। শ্রুতিতে ব্রহ্ম সত্য, সচ্চিদানন্দ বলায়—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলে। ব্রহ্ম অর্থ—যাহা হইতে বৃহৎ আর নাই। এজন্য ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী বলে। বৃন্হ+মন। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা সৎ নহে। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন সত্য। যাহা সত্য নয় তাহাকে মিথ্যা বলে। যাহা চর্ম্মচক্ষুর গোচর তাহা সত্য। এই হিসাবে এই জন্য ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না অসত্য। চার্ব্বাক দর্শনে এইরূপই বলিয়াছেন। পূর্ব্ব মীমাংসাবাদীও কর্ম্মই শ্রুতির বিষয় তদ্‌ব্যতীত অন্য কিছু বেদে নাই বলেন। শ্রুতি যাহাকে বস্তু বলেন তাহা অপ্রমেয় তাহার অর্থ যে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্তবাক্য। এই প্রমাণ চতুষ্টয় ব্যবহারে যতই কার্য্যকরী হউক না কেন পারমার্থিকে উহার কোন স্থান নাই। পারমার্থিক শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। দৃশ্য প্রপঞ্চে লইয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্র। দৃশ্য প্রপঞ্চাতীত পারমার্থিকের বস্তু। মেজরিটী ব্যবহারিকে স্থিত। অতীব ক্ষুদ্র সংখ্যক দুচার জনের মতিগতি পারমার্থিক তত্ত্বে যায়। সত্য কি? যাহা নিত্যকাল অবিতথ থাকে অবিনাশী তাহাই সত্য। যাহা বিকারী, উৎপত্তিমান, বিনাশশীল তাহা অসত্য। এই যে সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি ইহারাও উৎপত্তিমান, বিকারী, বিনাশশীল তাহাও এই হিসাবে অসত্য। ঈশা শ্রুতি—"জগত্যাং" জগৎবাক্যে ইহাদের ক্ষণভঙ্গুর বলিয়াছেন। যাহা উৎপত্তিমান ও বিনাশশীল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে ভাষান্তরে বলা হয় উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না। প্রলয়েও থাকে না। অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ থাকে না। তৎসম্বন্ধে ভাগবত পুরাণে ১১।২৮।২১ বলিয়াছেন—"ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যাপদেশমাত্রং॥" যেমন সিনেমার দৃশ্য। অন্য কেহ বলেন—"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা"। গীতায় বলেন—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥" যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শন। জাগ্রতেই এই দর্শনটী ঘটে। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়াই দৃষ্ট হয় অথচ দৃষ্টকালেও থাকে না। অর্থাৎ চক্ষু দিয়া দেখিলেই সত্য হয় না। যেমন সন্ধ্যাবেলা পুকুরের জলে লোকে চাঁদের নাচনি দেখে। জলে তরঙ্গ উঠিলেই চাঁদ নাচিতে থাকে। এই দর্শন একেবারেই সত্য নহে। চিত্তবিভ্রম মাত্র। কারণ তৎকালে আকাশের চাঁদ আকাশেই রহিয়াছে। এই পৃথিবীতে কেবল একটী মাত্র চন্দ্র। সুতরাং আকাশের চাঁদ জলে ডুব দিয়া নাচিতেছে বলা যায় না। একই সময়ে একই চাঁদ আকাশেও থাকিবে আবার জলের নীচে গিয়া নাচিবে ইহা সম্ভবপর নহে। অন্য বলেন চাঁদ না নাচুক তার প্রতিবিম্ব জলের নীচে নাচে। ইহাও অসম্ভম ব্যাপার কারণ বিম্ব যদি নাচে তবে প্রতিবিম্ব নাচে। এখানে বিম্ব আকাশের চাঁদ আকাশে নাচে নাই সুতরাং তার প্রতিবিম্ব জলের নীচে নাচে নাই। অথচ দিবাকালে জাগ্রদবস্থায় স্বচক্ষে সবাই দেখিতেছে। তাহা কি মিথ্যা হইবে? মানুষ বিচারশীল প্রাণী। সে বিনা বিচারে কিছু করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন একটি সদ্যজাত শিশু রোদন করিতেছে—মাতা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখে মাতার স্তনের বোঁটাটী প্রবিষ্ট করিয়া দিল। তখন সেই শিশু এই কার্য্যের প্রতিবাদে মুখ ফিরাইয়া নিতে পারিত। সে তাহা করে নাই। সে জিহ্বা দ্বারা সেই বোঁটাটি চুষিয়া যে রস মিলিল তাহা সে ইচ্ছা করিলে থুক্ করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া সে সেই স্তন্য দুগ্ধ গলাধিঃকরণ করিল। ক্ষুধার শান্ত হইল। এস্থলে বালকের চোষণ, চিন্তন ও গলাধঃকরণ কার্য্যত্রয় সে বিচারপূর্ব্বক করিয়াছে কি না? মানুষ ত দূরের কথা একটী ছাগের বাচ্চাও জন্মিয়াই নিজে অনুসন্ধানপূর্ব্বক মাতৃস্তন্য বাহির করিয়া তাহার চোষণাদি করে কি না? যদি বলি Intuition তবে তাহার অর্থ যে অন্তরেস্থিত জ্ঞান জন্যই করিয়াছে। অজ্ঞান জন্য নহে। যদি বলি Nature। Nature জড় কি চেতন তাহা বল। যদি Nature জড় হয় তবে তাহা কর্ত্তা হয় না। পৃথিবীতে অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। চেতনই কর্ত্তা হয়। যদি Nature চেতন হয় তবে জ্ঞান জন্যই ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। বিচার বুদ্ধিকে সংস্কৃতে বিজ্ঞান বলে। কঠোপনিষদে ১৷৩৷১৩—"যচ্ছেৎ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞঃ তদযচ্ছেৎ জ্ঞানমাত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি।" বুদ্ধিকেই 'জ্ঞানমাত্মনি' বলিয়াছে। যদি বালকের জ্ঞান অন্তরে নিহিতই থাকে তবে 'জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তুর্বিষয় গোচরে' কথাটি সত্য। একটি গো যাইতেছে, তুমি যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকে ঘাস হস্তে ডাক—'আয়, আয়' ; তবে সে নির্ভয়ে আসে, ঘাস খায় ; আর যদি তুমি লাঠি হস্তে ডাক—'আয়, আয়, আয়' ; তবে সে আসিবে না—বিচার করিয়া বুঝিয়াছে, লাঠি দ্বারা প্রহার করিবে ! বিচার কিছু সূক্ষ্ম বটে। মোটা বুদ্ধি জলের নীচে চাঁদের নাচনি দেখে সত্য বলিয়া মানে। সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাহা চিত্ত বিভ্রম বলিয়া জানে, ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না। এ কারণ যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা বিচারকেই শ্রেষ্ঠ পদ দেন এবং চাক্ষুষ দর্শনকে অনাদর করেন। এক ব্যক্তি রেলগাড়ীতে বেঞ্চে বসিয়া যাইতেছে। দেখিল, লাইনের পার্শ্বস্থ পুকুর ও তৎতীরস্থ তালবৃক্ষ সকল দৌড়াইতেছে। সে আর কখনও পুকুর বা তাল গাছের গতিশীলতা দেখে নাই। তাজ্জব হইল এ কেমন কথা হইল। যে পর্যন্ত তাহার বিচারবুদ্ধি তাহাকে না বুঝাইয়া দেয় যে সে বসিয়া নাই, রেলগাড়ী সহ ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে যাইতেছে। নিজেকে বসিয়া থাকা কল্পনায় পুকুর ও গাছের গতি দেখিল। যখন সে কল্পনা বিচারে কাটিয়া দিল অমনি বুঝিল গাছ পুকুর দৌড়ায় নাই আমি দৌড়াইয়াছি। দিন দুপুরে এই দর্শন সিনেমায় দেখিলেও সত্য নহে মতিভ্রমমাত্র। চক্ষুতে দেখিলেই সত্য হয় না। যদি এই কথা লইয়া সংশয় চিত্তে জাগে তবে চাক্ষুষ দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্ত্তব্য।

চক্ষু মাংস পিণ্ড পাতলা চর্ম্মাবরণে আবৃত ; তাহা খুব মসৃণ সেই মসৃণ চর্ম্মে বাহিরের দৃশ্যের প্রতিবিম্বপাত হয় তাহা মন বুদ্ধির নিকট পেশ করে ; বুদ্ধি বিচার করিয়া বলে ইহা অমুক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু। মন বুদ্ধি চক্ষু ইহারা সকলেই জড়পিণ্ড অচেতন। অচেতনের নিজের কোন সংজ্ঞা নাই। অন্তরস্থ চেতন সহায়ে বুদ্ধির বিচার খোলে। তখন সেই স্ফুটিত বুদ্ধিবৃত্তি চেতনবৎ কার্য্য করে। অচেতন কর্ত্তা হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত নাই। এজন্য চেতন কর্ত্তা স্বীকার্য্য। এইটি বিচারে শ্রুতি কি বলেন, সর্ব্বদেহে স্থিত চেতনই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা। গীতার ভাষায়—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" সর্ব্বদেহে একই চেতন, দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা।

অর্থাৎ চেতন চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, মন দ্বারা মনন করে, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে। ঋ ৩।৩৯ মন্ত্রে বলে—ইন্দ্রিয়ানি শতক্রতো যানি জনেষু পঞ্চষু তানি ইন্দ্র ত আবৃনে। অর্থাৎ শতক্রতু ইন্দ্র যত প্রাণীর যত ইন্দ্রিয় তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া তুমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা হও। মন জড় তাহার সম্বন্ধে শ্রুতিতে এক আখ্যান আছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ডে বলে, "অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ স্তেজোময়ী বাগিতি"। শিষ্যকে এই কথা বলিলে সে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই। তখন গুরু তাহাকে পনর দিবস অন্ন গ্রহণে বারণ করিলেন, জলপানের আদেশ দিলেন, ষোড়শ দিবসে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি চারিবেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছ এখন অমুক বেদের অমুক সূত্রটি বল। সে বলিল—জলপানে বাঁচিয়া আছি,অন্ন না খাওয়ায় মন এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে স্মৃতি জাগিতেছে না সূত্র বলিতে পারিব না। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু বলিলেন—'যাও, অন্ন গ্রহণ কর'। দশদিন অন্ন খাওয়ার পর তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অমুক সূক্ত বল'। সে বলিল। তখন শিষ্যের হৃদবোধ হইল। অন্নময় মন, জলময় প্রাণ ও তেজোময়ী বাক্। বর্ত্তমান কালেও যদি কাহারও মন দুর্ব্বল হয় তবে স্মৃতি জাগে না, চিন্তা করিতে গেলে মাথা ঘুরায়, তখন সে চিকিৎসকের নিকট যায় এবং চিকিৎসকের নির্দ্ধারিত ঔষধ পথ্য সেবন করিয়া মনকে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। পুনঃ স্মরণশক্তি হয়; চিন্তন করিতেও সমর্থ হয়। এই যে ঔষধপথ্য গ্রহণ করিল তাহা জড় কি চেতন? ঔষধ পথ্য জড় তাহা গ্রহণে মন হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হইয়াছে। সুতরাং মন জড় পদার্থ। এক দেহে একাধিক চেতন থাকে না। আমি নামক চেতন বাস করে! ইহা স্বীকার্য্য। আমি ও আমার এই বিচারে যাহা আমার বিশেষণে বিশেষিত তাহা আমি নহে যেমন আমায় দেশ আমি নহে, আমার বাড়ী আমি নহে, আমার গৃহ আমি নহে, আমার শয্যাদি আমি নহে, আমার হাত আমি নহে, আমার পা আমি নহে। কোন কারণে হাত, পা কাটা গেলেও আমি থাকে, আমির কোন হ্রাস, বৃদ্ধি হয় না। তেমনি আমার চক্ষু, আমি নহে, চক্ষু না হইলেও অন্ধ জীবন যাপন করে তার আমিত্বের কোন হানি হয় না। তেমনি অন্য ইন্দ্রিয় আমার বলিয়া অভিহিত হয় তাহা আমি নহে। তেমনি মনকে আমার মন বলে আমি নহে। মন জড়, আমি চেতন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন একটি যুবতী দর্শনে কামার্ত্ত হইল, একজন আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইল, একজনের ব্যবহারে ক্রোধান্বিত হইল, একজনের ব্যবহারে হর্ষান্বিত হইল, এই সকল পরিবর্ত্তন অন্তরেই ঘটে তাহার দ্রষ্টা আমি, দৃশ্য হইতে দ্রষ্টা স্বতন্ত্র হয়। মনের এই পরিবর্ত্তনের দ্রষ্টা আমি, সেই মন হইতে স্বতন্ত্র ইহা অস্বীকার করিবার হেতু নাই। দ্রষ্টা চেতন দৃশ্য মাত্রই অচেতন হয়। এই যে দৃশ্য মন ও অচেতন হইবে। আমি তিন কালেই থাকে। মন তিন কালে থাকে না। জাগ্রতে আমি কর্ত্তা ভোক্তা। স্বপ্নেও আমি স্বপ্ন দ্রষ্টা। সুষুপ্তিতেও আমি সুখময়, সুখ দাতা। সবাই নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বলে, আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। তখনও আমি থাকে। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ থাকে না যাহা কখন থাকে কখন থাকে না তাহা ক্ষণভঙ্গুর অধ্রুব। যাহা অধ্রুব তাহা অসত্য। যাহা ধ্রুব তাহা সত্য।

সার্জ্জন যখন কাহাকে ক্লোরফরম্ করিয়া অঙ্গচ্ছেদ করে তখন তাহার মনাদির ক্রিয়া থাকে না, জগৎও ভাসে না। যখন মন জাগে তখন জগৎ ভাসে। মন নাই ত জগৎ নাই। মূর্চ্ছাকালেও মন নাই, জগৎ নাই ঘটে। মন বুদ্ধি জাগ্রতে বাহিরে টেবিল চেয়ার নিয়া বসিয়া আফিস করে কি? জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয়কালে মন বুদ্ধি অন্তরে থাকিয়াই কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের কার্য্যস্থল অন্তরে বাহিরে নহে। স্বপ্নে যেমন মায়ার কুহকে মনে হয় বাহিরে সব দেখিতেছে তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগ্রতে মন বুদ্ধি যাহা অন্তরে করে মায়ার কুহকে মনে হয় বাহিরে দেখিতেছি। তিনকালে থাকেন আমি সত্য চেতন কর্ত্তা। দ্বিকালে থাকে মন অচেতন অকর্ত্তা করণ মাত্র। সেই মনে ভাসে যে জগৎ তাহা উভয় কালেই একই মনের কার্য্য। যেমন একটি ঘোটক যখন সওয়ার লাগাম কষিয়া ঘাত ও বুটের ঠোক্কর বুকে মারে তখন সে কদমে চলে আর যখন এই দুই উপাধি থাকে না অর্থাৎ লাগাম কষে না বা ঠোক্কর মারে না তখন সে ধাপে চলে। দুই একই ঘোটকের ক্রিয়াশীলতার জন্য এক শ্রেণীর কার্য্য। তেমনি স্বপ্ন ও জাগ্রতে একই মনের কার্য্যতা। জাগ্রতে দশ ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি থাকে, স্বপ্নে তাহা থাকে না। একই মনের ক্রিয়ার জন্য একই শ্রেণীভূক্ত। স্বপ্ন যদি অনৃত হয় তবে জাগ্রত ও অনৃত হইবে। শ্রুতি বলেন—"নহি অধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ"। কর্ম্ম, কর্ম্মফল অধ্রুব। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" ধ্রুবই সত্য।

এই প্রসঙ্গে মনে হয়, বঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজে দুটি Slogan রচিত হইয়াছে। একটি "সত্যং শিবং সুন্দরং" অপরটি "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"। অনেকের ধারণা উহা উপনিষদ্ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। সুন্দর শব্দ কুৎসিৎ শব্দের প্রতিযোগী বটে। সৌন্দর্য্য সাবয়বের রূপে ফুটে নিরবয়বের সৌন্দর্য্য হয় না। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় তাঁর কৃপা ভিখারী যাঁরা তাঁরা আপনাদিগকে অনীশ, অক্ষম দুর্ব্বল জানিয়াই এবং ব্রহ্ম বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম জন্যই তাঁর কৃপাভিখারী হইয়াছেন। গীতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫।১৫ বলে—"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ"। সত্য, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ। তাহার বিশেষণ সংযোগ করিলে দোষ হয়। এজন্য একটি শ্লোক আছে—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ, নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ ! তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥

আনন্দ

আ সমন্তাৎ নন্দয়তি আহ্লাদয়তি ইতি আনন্দ ! শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলে। আনন্দ ব্রহ্মের এক নাম। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী এজন্য শ্রুতি বলে—"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। ইহা ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্য বিদ্যায় মহর্ষি শাণ্ডিল্যের উক্তি। সুতরাং আনন্দ ও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। আনন্দ সর্ব্বত্র ছড়ান রহিয়াছে। কুড়াইয়া নিলেই হইল।

যেমন একজন একটি ফুলের বা ফলের কলম রোপণ করিল। সার, জল দিল, কিন্তু দেখিল একখানি ডালে পত্রোদ্‌গম নাই যেন মরিয়া যাইতেছে। তখন দুঃখ হয়। দু দিন জলাদি দিবার পর দেখিল ঐ ডালখানার চারি অঙ্গুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচে বাকল মধ্যে একটি সাদা মত কিছু দৃষ্ট হইতেছে। পরীক্ষা করিলে তাহা মৃত্তিকা তদ্বৎ কোন কিছু নহে। তখন উহাতে অঙ্কুর নির্গত হইবে, তখন এই চিন্তায় আনন্দ হইল। পরদিবস দেখিল, ঈষৎ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; উহা শাখাবিশিষ্ট পত্রোদ্গম, আরও বেশী আনন্দ হইল। পরদিবস উহাতে লাল পত্রের কুশী দেখা দিল, চিত্তে আনন্দ ভাসিল। দুই দিন পর শাখা ও সবুজ পত্র দৃষ্ট হইল, চিত্ত আনন্দে ভরিল। পনর দিন পর সেই শাখায় একটি ফুলের কুড়ি দেখা দিল, কত আনন্দ চিত্তে এল। বাজারে পয়সা দিয়া ফুলফল কিনা যায়। কিন্তু এই যে পত্রোদ্গমের স্তরে স্তরে আনন্দ তাহা বাজার হইতে পাওয়া যায় না। যদি ঐ কুসুম কলিকা কীটদংষ্ট হয়, তবে কত দুঃখ। যেমন পুত্র কন্যাদির শরীরে বিকৃতি ঘটিলে দুঃখ হয়, ইহাও তেমনি নয় কি? যাহার পুত্র কন্যা নাই, অর্থ আছে, তেমন লোক বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া চবুতরা বাঁধিয়া ফুলমাল্যাদি দ্বারা শোভিত করে ঢাকঢোল বাজাইয়া পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বিবাহ দিয়া থাকে। কেহ কেহ কদলী বৃক্ষে পৈতা জড়াইয়া পূজন করে। কেহ আমলকী বৃক্ষে পৈতা পূজাদি, ভোগরাগ দিয়া প্রসাদ পায়। পঞ্চবটি করিয়া উৎসব করিয়া থাকে, আনন্দ উঠায়। নব শস্য গৃহে আসিলে নবান্ন করিয়া উৎসব করে। জলাশয় খনন করিতে গিয়া প্রথম ক্ষেত্রমাপ হয়; ক্ষেত্রে দেবতার পূজা হয় পশ্চাৎ খনন কার্য্য সুরু হয়। যখন জল মিলিবে অনুমান করে তখন প্রথম জলের উৎস দেখার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য ভিড় বসিয়া থাকে ; যখন জল ফুটে বাহির হয় তখন কত আনন্দ ; গঙ্গা পূজা দেয়। ফুটবল খেলায় হাজার লোক আনন্দ ভোগ করে! তেমনি পাহাড় পর্ব্বত, নদী, হ্রদ সমুদ্রাদি দর্শন-স্পর্শনে, তীর্থে তীর্থে কত আনন্দ, লক্ষ লক্ষ লোকে আনন্দ ভোগ করে। দেব বিগ্রহাদির স্থাপন, পূজন দর্শনে কত লোকে কত আনন্দ উঠায়। কত দৃশ্য, কত শব্দ কবি, যাত্রাদিতে দর্শন শ্রবণে কত আনন্দ হয়। গ্রামোফোন, রেডিও দ্বারা কত লোক কত আনন্দ পায়। কোকিল, বৌ কথা কও, আদি পক্ষীর ধ্বনি শ্রবণে কত জনে কত আনন্দ উঠায়। নদী সমুদ্রের তরঙ্গ দৃষ্টে, জলপ্রপাত দৃষ্টে কত আনন্দ হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতির দর্শনে কত আনন্দ তবু ও কি বলিব না আনন্দ ছড়ান রহিয়াছে কুড়াইয়া নিলেই হয়। ইং কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ একটি ডেফোডিল্ দর্শনে আনন্দ ফুটাইয়াছিল। টেনিসন্ স্কাইলার্ক্ ছলে বিশ্ব জড়পিণ্ডের কক্ষ ভ্রমণে যে বিশ্ব সঙ্গীত হয় তাহার আনন্দলোকে ছড়াইয়াছেন। যেখানে ভয় সেখানে আনন্দ নাই। নির্ভয়ে আনন্দ। শ্রুতি বলেন—"দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" এজন্য দ্বৈতে ভয়, দুঃখ। আনন্দ মনের সম্পদ নয়। মনের সম্পদ বিকার দুঃখ। জাগ্রৎকালে অধিদৈব (ভূমিকম্প, জলপ্লাবনাদি) ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা জন্য দুঃখ লাগিয়াই আছে। সেই দুঃখ আংশিক স্বপ্নেও থাকে। কিন্তু যখন লোক স্বপ্নের রাজ্য ত্যাগে সুষুপ্তিতে যায় (গাঢ় নিদ্রা) তখন আমি নামক ব্যক্তি একা থাকেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় সুখ মিলে। যেই মন জাগে অমনি রোগ, শোক আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ দুঃখের পশরা মন বহন করে। আমি নয়। আমি সুখময়, সুখপ্রদ। চব্বিশ ঘণ্টায় দিবা রাত্রি তাহার এক তৃতীয়াংশ আট ঘণ্টা। এই আট ঘণ্টা গাঢ় নিদ্রা ভোগ সবাই করিয়া থাকে। এখানে রোগী, ভোগী, ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সবাই বড় সুখ পায়। নিদ্রা ত্যাগে সবাই উঠিয়া বলে—'আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।' পয়সা দিয়া এই সুখ মিলে না। ছড়ানো আনন্দ সবাই সমভাবে ভোগ করে। প্রতিদিন ভোগ করে অথচ সংসারের ঝামেলায় ভুলিয়া যায়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ইতি"। বিচারশীল পুরুষ মরণেও আনন্দ দেখেন কেন না প্রত্যেক ব্যক্তি তিনটি বন্ধনে আবদ্ধ। যেমন কোন অঙ্গে আঘাত পাইলে ডাক্তার প্রথম এন্টিফ্লোজেষ্টিন্ গরম করিয়া প্রলেপ দেয় তাহার উপর তুলা দেয়, তাহার উপর নেকড়া দিয়া বন্ধন করে। ক্রমে মোটা হয়, তেমনি, প্রথম কারণ সলিলের পাতলা আবরণ যাহাকে আনন্দময় কোষ বলে। তাহার মধ্য দিয়া আনন্দ পরিস্ফুট হয়। তদুপরি সূক্ষ্ম শরীরের বন্ধন। উহা বুদ্ধি, মন ও প্রাণের তিনটি আবরণবিশিষ্ট এবং স্থূল শরীর যাহা চিতায় জ্বলে তাহা। অন্য দুইটি আবরণের বন্ধন অস্ত্রে ছেদন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, তাহা জ্ঞানাসি দ্বারাই ছেদিত বা জ্ঞানাগ্নি দ্বারাই বিনষ্ট হয়। দেহত্রয় ত্যাগে স্বরূপে স্থিতি পরম আনন্দ লাভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহনাশ অর্থ বন্ধন খণ্ডন। এই জন্য বঙ্গভাষায় একটি গান আছে। তাহা এই—"তোরা ভাবছিস্ বিকারে বা করছি আমি এপাশ ওপাশ। পাশ ফিরে দেখছি রে ভাই, ছিঁড়লো কিনা মায়ার ফাঁস॥" অন্যটি "আমি চল্‌লেম রে ভাই সে আনন্দ কাননে। সংসারের লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে॥ আনন্দতরুতে পাখি আনন্দ সঙ্গীত গায়। আনন্দের ফুল আর ফল তুল্‌ছে আনন্দেরই বায়॥ নিত্যানন্দ ধাম সে যে কি শুনায় আনন্দ বই। পিতা সদানন্দ আমার, মাতা যে আনন্দময়ী॥"

প্রতিদিন গাঢ় নিদ্রায় যে আনন্দ তাহাতে কি শিক্ষা দেয়? আনন্দ ছড়ান রয়েছে কুড়িয়ে নিলেই হয়। যখন জাগ্রত স্বপ্নের সাক্ষীগণের সঙ্গ ত্যাগ হয় তখনই আনন্দ। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি উপাধির সঙ্গই দুঃখের হেতু। সেই উপাধিরূপ সঙ্গ যখন ত্যাগ হয়, তখন বড় সুখ আনন্দম্। এই সঙ্গসুখ সার বোধই সংসার। সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষ কল্পনায় গীতায় ১৫।৩ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্ অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্‌গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ"॥ তখন কৈবল্য লাভ। "কৈবল্যানন্দতুন্দিলম্।" তুন্দিল অর্থ বৃহৎ। আনন্দ সম্বন্ধে মহর্ষি সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" সানন্দে আনন্দ স্বরূপ পরমানন্দ চিন্তনই আনন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্রা

বক্র অর্থ বেঁকা। সম ও বিষম শব্দ স্থলে অবক্র (সরল) ও বক্র প্রয়োগ হয়। শ্রুতিতে "অবক্রচেতসঃ" বাক্য বলিয়াছেন, বক্রা বৈষম্যাধার, এজন্য তাহা হইতে জাত জগৎ বৈষম্যপূর্ণ। বৈষম্য সম্পাদনের নাম সৃষ্টি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সব গোলাকার বক্রাকার। তাহাদের কক্ষ ও গতি সম নহে। কক্ষ ও বক্র এবং গতিও বক্রবিশিষ্ট। কূট মায়া বক্রচিত্ত দ্বারাই অর্থাৎ কৌটিল্য দ্বারাই দুনিয়া চালাইয়া থাকেন। যেমন ঈশায় বলিয়াছে—"যুযোধি অস্মৎ জুহুরাণ মেনো।" সব গ্রহাদি বাঁকা চলে। পরস্পরের বৈষম্য জন্য নামের বৈষম্যতা। আকৃতি প্রকৃতি সবই বৈষম্যপূর্ণ। যতক্ষণ চিত্ত বক্রা বা তাহার কার্য্যে স্থিতিশীল হয়, ততক্ষণ দুঃখ দৈন্যপূর্ণ সংসার। যতক্ষণ চিত্ত নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিযুত হয় ততক্ষণ শান্তি। তাহারই নাম অবক্রচেতসঃ। ন বক্র অবক্র। যাহা বক্র নহে সম, নির্দ্দোষ, বৈষম্যহীন তাহাই অবক্র। পুরুষ অবক্র। প্রকৃতি বক্রা। ডাঃ আইনষ্টাইন সাহেব ইউক্লিডের জ্যামিতি সরলরেখাঙ্কিত ক্ষেত্র বিষয়ক জন্য বক্রার রাজ্যে স্থান নাই বলয়ে তাহা আর পাঠ্য নহে। বাজারে উহা বিক্রয় হয় না। কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠ ও বক্র ও বৈষম্যযুত। সমপুরুষকে ওঁ শব্দে অভিহিত করে। তাহা ও+ম্ অক্ষরদ্বয় সংযোগে হয়। "ও"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্রা এবং "ম" মরণ, যেখানে বক্রার মৃত্যু স্থান তথাই সম ব্রহ্ম বিরাজমান। ব্রহ্মকে অন বলে। অন অর্থ ন+ন। যাহার নাস্তিতা নাই অর্থাৎ চির অবাধিত অস্তিতাযুত তিনিই অন। ঋগ্ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে এই অন প্রকৃতিরূপ অন্নগ্রাসে ইনি স্বস্বরূপে বিদ্যমান। ইহাই অন। অন্ন অনর অন্ন। এই অন্ন প্রকৃতি। যেমন মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছে—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নং অভিজায়তে, অন্নাৎ প্রাণঃ।"

এখানে ইহাও প্রণিধানযোগ্য বহু শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়প্রাণ সংবাদ আখ্যানটি পরিদৃষ্ট হয়,তাহাতে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব উপগীত। শ্রেষ্ঠ প্রাণকে উপহার স্বরূপে অন্ন ও বস্ত্র দান করা হইয়াছে। সেই অন্ন ও বস্ত্র কিরূপ সামগ্রী তাহাও বর্ণিত আছে। অন্ন আহার্য্য এবং বস্ত্র দেহাবরণ, সর্ব্বপ্রাণীর আহার্য্যই প্রাণের অন্ন। এবং জল তাহার বস্ত্র। জল অর্থ জ+ল—"জ" জন্ম ও "ল" লয় অর্থাৎ যাহা হইতে জন্ম ও লয় ঘটে তাহার নাম জল। উহার নামান্তর কারণ সলিল। দেহমাত্রই কারণ সলিলের বুদ্‌বুদ্। কার্য্যব্রহ্মের দেহখানিও কারণ সলিলের বুদ্‌বুদ্ অর্থাৎ মায়ার আবরণ। তাহাই প্রাণের বস্ত্র। এবং প্রাণ অর্থ মুখ্য প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ। সর্ব্ব প্রাণের আহার্য্য অর্থ কি? শাস্ত্রে বলে—"জীবো জীবস্য জীবনং", এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। নিরামিষাশী যিনি তিনিও উদ্ভিজ্য ও শস্যভোজী। শস্যবীজেও প্রাণ বা জীবনীশক্তি রহিয়াছে। অন্ন যাহা গ্রাস করা যায়। অন প্রলয়ে জীব জগৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রাসকারিণী জন্য মৃত্যুস্বরূপিণী অব্যক্তা কে? অব্যক্ত্যার কারণ জলাভরণরূপ দেহবিশিষ্ট অমৃত স্বরূপ দেবতা হিরণ্যগর্ভকে (কার্য্যব্রহ্ম) এবং রাত্রি দিবারূপ কালকে গ্রাস করতঃ অন একাই শম্ভুরূপে থাকেন। উহাই অনর অন্ন। জীব জগৎ প্রকৃতির অন্ন। জীবপ্রাণী সাধারণ ব্যষ্টি ও হিরণ্যগর্ভকে সমষ্টি বলে। ব্যষ্টিপ্রাণী সমূহের অন্ন অর্থ—সহস্র মুখে কার্য্যব্রহ্ম সেই অন্ন গ্রহণ করেন। কার্য্যব্রহ্মই মুখ্য প্রাণ (প্র+অন্ প্রকৃষ্ট আবরণযুক্ত অন)। এজন্য কার্য্যব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা বলা হয়। তাহার আবরণমায়িক দেহরূপ বস্ত্র। প্রলয়ে সব গ্রাস করেন জন্য সর্ব্বভুক। কল্পান্ত প্রলয়ে কার্য্যব্রহ্ম, কাল ও অব্যক্তা থাকেন।

কেহ কেহ "ওঁ" এই একাক্ষরে তিনটি ভাগ দেখেন। "ও" বক্রাজাত দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহার উপরিস্থ বক্ররেখা যাহা মাত্রা স্বরূপেস্থিত তাহাই বক্রা অব্যকৃতা অব্যক্তা প্রকৃতির প্রকাশক। তদুপরি বিন্দু বলে কিছু আছে। কিমস্তি? শ্রুতি বলেন—"অনির্দ্দেশ্যং পরমংসুখমস্তি"। বিন্দু নিরুপাধিক সমব্রহ্মের প্রকাশক। এইটি কেনোপনিষদের "তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতা-দধি" বাক্য হইতে পাওয়া যায়। বিদিত দৃশ্যপ্রপঞ্চ হইতে অন্য তাহার কারণ অব্যক্তা বক্রা হইতে অধিক সেই তৎ যাহা মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের প্রেরয়িতা। বক্রাও তৎকার্য্য ত্রৈগুণ্যে আর বিন্দু অধিক নিস্ত্রৈগুণ্যে। ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম নেতি নেতি করিয়া অবশেষে পাওয়া যায়। কারণ ইনি ইন্দ্রিয়াতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য মনের অগোচর। দৃশ্য প্রপঞ্চ তৎ নহে, তাহার কারণ অব্যক্তা তৎ নহে, তাহা নেতি করিয়া পারিশেষ্যাৎ যে বিন্দু মিলে উহাই বস্তু তৎ।

ডাঃ আইনষ্টাইন বলেন, ইউক্লিডের মতে সরলরেখাঙ্কিত ত্রিভুজের তিন কোণ একত্র দুই সমকোণ; কিন্তু পৃথিবীতে সরল কিছু হয় না।

যাহাকে মেরিডীয়ান্ দ্রাঘিমা বলে, তাহা সব মেরুতে গিয়া মিলিত হয়। দুইটি দ্রাঘিমারেখা মেরু হইতে নির্গত হইয়া যখন Equator মহাবিষুব রেখায় উপনীত হয়, তখন একটি triangle গঠিত হয়। ঐ ত্রিভুজের বিষুবরেখাস্থ দুইটি কোণ দুই সমকোণ হয়। মেরুতে যে কোণটি থাকে তাহা দুই সমকোণের অতিরিক্ত। এজন্য বক্র মেরিডীয়ান্ কৃত ত্রিভুজই চিন্তনীয়, তখন সরল রেখাঙ্কিত ত্রিভুজ নিরর্থক হয়।

এই বক্রার রাজ্যে কোন রেখা অবক্রা নহে। হৃদয়স্থ কাম, ক্রোধ, লোভাদিও অতীব বক্র। তাহার জন্য সমাজে সরলতা স্থলে কুটিলতার প্রাধান্য হইয়া থাকে। রাজনীতি দ্বারা রাজ্য চলে তাহার অর্থ ই কুটিলতা। কুটিলতার ব্যবহারে যে যতটুকু তৎপর, সে তত বড় রাজনীতিবিদ্ হইয়া থাকে। এই বক্রতা সম্বন্ধে একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়, তাহা এই—"সরলয়ঃ সখি সখ্যমনারতং কুটিলয়ো ঘটনৈব ন জায়তে। যদি ভবেৎ সরলে কুটিলয়োর্ব্বা ন চিরমস্তি ধনুসরলয়োরিব॥" বর্ত্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞানবিদ্‌গণমতে এই সব বক্র গ্রহাদির বক্রকাক্ষ বক্রগতি আদি যদৃচ্ছা ক্রমেই ঘটে। কোন নিয়ন্তা নাই।

আমরা দেখি, রেলের ইঞ্জিন যেখানে রাস্তা বক্রভাবাপন্ন তথায় যদি পরিচালক (Driver) ব্রেক না করে, তবে জড় ইঞ্জিন inertia বশে সরলভাবে চলিয়া লাইন চ্যুত হইয়া খাদে পতিত হয়, বহু লোক হত ও আহত হয়। তেমনি গ্রহগণের বক্রা পথে চলিতে কোন ব্রেক কষিবার পরিচালনাকারী থাকা আবশ্যক। জড় গ্রহ সম্বন্ধেও সেই law হওয়া সমীচীন মনে হয়। আমাদের বেদে "তৎ" সূত্রাত্মারূপে, 'সূত্রে মণিগণা ইব' পিণ্ডে পিণ্ডে প্রবিষ্ট থাকিয়া জড়ে গতি নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহাকে এইজন্য অন্তর্যামী বলে। তিনি Absolute নহে। এই দেহ পিণ্ড ও জড়। ইহাও এক অন্তর্যামী দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। ইনি চ্যুতি নিবারক। বাহিরে গ্রহাদির চ্যুতি নিবারক, আবার ভিতরেও সূক্ষ্ম দেহের চ্যুতি নিবারক। সূক্ষ্ম দেহে ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধাদি কলা বটে, তাহাদের গতি সেই অন্তর্যামী নিয়মিত করিয়া তাহাদের চ্যুতি নিবারক। মন বুদ্ধি জড় তাহা স্বতঃ চলিতে পারে না, এজন্য পরিচালক স্বীকৃত। কেন উপনিষদে শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করিয়াছেন—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ। কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।" চিৎ অচেতন জড়ের পরিচালয়িতা হয়। জড় জড়কে পরিচালিত করার দৃষ্টান্ত নাই। কোন চেতন চেতায় তবে জড় চলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন ফুটবল, ক্লক। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহা ন্যায়মতে অনুমিত হয় না। বক্রার কার্য্য দৃষ্টে তাহা কারণ ইহা অনুমেয়। বক্রাকে চক্ষুরাদি দেখে না। অব্যক্তা বক্রার কারণ-রূপে স্থিতি অনুমিত হয়। যদি সর্ব্বব্যাপী একের অস্তিত্ব সত্য হয়, তবে বক্রার তৎ বাহিরে বা সম নির্দ্দোষ সেই একেও তাহার স্থান নাই। বক্রা অধিষ্ঠানবিহীন পদার্থ দ্বৈতপ্রবণচিত্তে ইহার অধিষ্ঠান বলিতে হয়। অধিষ্ঠান-হীন বক্রা চিরকাল থাকে না জন্য অবিনাশী নহে। জাগ্রতে স্বপ্নে বক্রার স্থিতি পরিদৃষ্ট হয়। সমাধি, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছাদি কালে মন বুদ্ধ্যাদি সহ অদৃশ্য হয়। তখন অনুমান অচল। বস্তুতঃ বক্রা অসৎ। অসতের বিদ্যমানতা ইহা গীতা ২।১৬ বলিয়াছেন।

অবতার

অব রক্ষণ, তার তারণ, ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। এই ভূমণ্ডলে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই সেই ধর্ম্মরক্ষণার্থ যিনি আবির্ভূত হন তিনিই অবতার। যেমন গীতায় ৪।৭।৮ বলিয়াছেন—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" সেই সম্ভব কিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটে তাহাও বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" ৪।৬ ॥ যেমন ত্রেতাযুগে রাবণাদি রাক্ষসগণের দৌরাত্ম্যে গঙ্গার দক্ষিণকূল সমগ্র দাক্ষিণাত্যে যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানে রাক্ষসগণ বাধা দিতেছিল। শ্রীরামচন্দ্র দুইবার দক্ষিণদেশে গিয়া রাক্ষসাদির বধ করতঃ দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মকর্ম্ম অনায়াসে নির্ব্বাহের উপযোগী করিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর শেষে অবতীর্ণ হন এবং দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়কুল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ও প্রভাসে মুষলযুদ্ধে বধ করিয়া ভূভার হরণ করেন।

ভাগবত পুরাণের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যত অবতার হইয়াছেন, তাহাদের পর্য্যায়ে বর্ণিত দেখা যায়। কল্পে কল্পে নূতন সৃষ্টি হয় ও প্রলয়ে সব লয় হয়। যখন লয় হয় তখন পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না। যেমন মাণ্ডূক্যোপনিষদে অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে—"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং।" যখন প্রলয়ে দৃশ্য প্রপঞ্চ লয় হয়, তখন অদ্বৈত শিব মাত্র থাকেন। শ্বেতাশ্বতরে ৪।১৮ মন্ত্রে—"যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসঞ্ছিব এব কেবলঃ ॥" যখন তম লয় পায়, দিন-রাত্র-কাল লয় পায়, সৎ অসৎ কিছু থাকে না, তখন শিবই কেবল থাকেন। ঋগ্বেদে ১০।৮১।১ মন্ত্রে—"য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ। স আশিষাদ্রবিমিণচ্ছমানঃ প্রথমাচ্ছদ বর॑া আবিবেশ ॥" এই বিশ্বভুবন যিনি প্রলয়ে আপনাতে যজ্ঞীয় হোতার ন্যায় আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ গ্রাস করিয়া সব বিনাশ করেন সেই আমাদের রক্ষাকারী পিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনঃ নব কল্পে উক্ত প্রলয় যজ্ঞের আশিষ (ফল স্বরূপ) দ্রবিণং (দৃশ্য প্রপঞ্চ) সিসৃক্ষু হইয়া প্রথম আপনাকে মায়া আবরণে আচ্ছাদিত করতঃ অর্থাৎ (হিরণ্যগর্ভরূপে) অবর (নিকৃষ্ট দেহ) নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে প্রবেশ করেন।

ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে মায়া ও তৎকার্য্যময় কাল গ্রাস করিয়া অণ স্ব-স্বরূপে একাই থাকেন, আর অন্য অপর কিছু থাকে না বলিয়াছেন। "ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং নতর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস।" কল্পে কল্পে যে প্রলয় ঘটে তাহাকে খণ্ডপ্রলয় বলে। তাহাতে অব্যক্তা (জগৎ কারণ) কাল ও মায়াকৃত কার্য্যব্রহ্ম অমৃত-স্বরূপ দেবতা থাকেন। সৃষ্টির জন্য যাঁর সাক্ষী স্বরূপে উপস্থিতি অত্যাবশ্যক নতুবা সৃষ্টি ঘটিতেই পারে না। এই তিন বাঁচিয়া থাকেন। ইহা গীতার ৮।১৮ শ্লোকে এইরূপ বিবৃত আছে—"অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্য-হরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥" প্রলয়ে জীবজগৎ গ্রাসকারিণী তাদের স্বরূপিণী অব্যক্তা প্রকৃতি ও কার্য্যব্রহ্ম তাঁহার রাত্রিকাল সহ উপস্থিত থাকেন। যখন কার্য্য ব্রহ্মের আয়ুষ্কাল শেষ হয়, তখন মহাপ্রলয় ঘটে। তৎকালে কার্য্যব্রহ্ম, কাল ও মৃত্যুরূপিণী অব্যক্তা এই তিনেরও লয়, তবে কি শূন্য থাকে ? না অন (ন+ন অর্থ নাস্তি কিং উত্তর অর্থাৎ যাঁর কভু নাস্তিতা ঘটে না অর্থাৎ যিনি চির অবাধিত সত্ত্বা বিশিষ্ট) থাকেন। অব্যক্তা বা অন্ন এই অনর অন্ন। অন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বত্র গ্রাস করিয়া একাই থাকেন। অন্য অপর কিছু থাকে না। বেদান্ত শাস্ত্র দুটি মহাবাক্যে আস্থা সম্পন্ন। এক হইতেছে— "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং ॥ ছা ৬।২।১ ॥" পরটি হইতেছে—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ কঠ ২।১।১১ ॥" এই উভয়ে এক ঋক্ মন্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই ঋক্ মন্ত্রই বেদান্তের সম্বল।

ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে—"তমঃ সমাগমে" প্রথমজ কার্য্যব্রহ্মের উৎপত্তি বর্ণিত। "তম আসীৎ তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং ॥ তুচ্ছেনাভ্য পিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিমা জায়তৈকং ॥" যখন আভু (সর্ব্বব্যাপী) স্বচ্ছ বা কারণ সলিল দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেন তখন তপস্যার মহিমায় "একঃ হিরণ্যগর্ভঃ অজায়ত।" তপ অর্থ ত+প অর্থাৎ তমের পরবশতা। 'ত' অর্থ তম এবং 'প' অর্থ পরবশতা। কিংবা 'ত' তৎ তাহার পরতন্ত্রতা, অথবা 'ত' তৎ তাহার 'প' পরিচ্ছিন্ন আপন্নতা জন্য যে তাপ তাহার নাম তপস্যা। বা তৎ-এর পতন জন্য তপস্যা।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে কল্পান্তে যখন সব একার্ণবীকৃত, তখন যোগনিদ্রাগত বিষ্ণু অনন্তনাগকে অধিষ্ঠান করিয়া শয়ন হন। সেই অবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার কর্ণমূল হইতে মধুকৈটভ ও নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটে। ইনি প্রথম অবতার ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মা রজোগুণে সৃষ্টি করেন। কেন না, প্রকৃতি তাঁহার সাম্যাবস্থায় অক্ষরা থাকে। কালে ক্ষোভিতা হইলে ক্ষরণশীলা হয়। ক্ষরণ করেন রজের আধিক্য জন্যই বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুলরজসে বিশ্বের উৎপত্তি ঘটে। কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, বল, দর্প—এই সকল রজোগুণের বৃত্তি। কাম দিয়াই যৌন সম্বন্ধ ঘটাইয়া সৃষ্টির পুষ্টি সাধিত হয়।

তৎপর কৌমার সৃষ্টি। সনৎকুমারাদি চতুষ্টয় সংসারত্যাগী চিরকুমার।

তৃতীয় শৌকর বপু রসাতল হইতে দন্তদ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলিত করেন ও হিরণ্যাক্ষ বধ করেন।

তৎপর দেবর্ষি নারদ অবতার। যিনি সাত্ত্বতসংহিতা বলেন।

তৎপর নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়।

পঞ্চম কপিল সাংখ্যবক্তা। আসুরীকে সাংখ্যতত্ত্ব বলেন।

ষষ্ঠ দত্তাত্রেয় মহামুনি। অনসূয়া ভার্য্যা জাত। ইনি অলর্ক ও প্রহ্লাদাদি (যদু হৈ-হয়)-কে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা প্রদান করেন।

সপ্তম যজ্ঞ আকুতির গর্ভে রুচির ঔরসে জন্ম। ইহার পুত্র যাম নামক দেবগণকে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়া পালন করেন।

অষ্টমে নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ জাত। পরমহংস হন।

নবম বেণের পুত্র পৃথু। পৃথ্বী আদি দোহন করেন অনেক যজ্ঞ করেন। প্রজাগণের মনোরঞ্জন করায় প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা আখ্যা দেন। ঋষিগণ বেণের মৃত দেহ মথন করিয়া পৃথুর উৎপত্তি ঘটান।

তৎপর মৎস্য অবতার। চাক্ষুষ মন্বন্তরে জলপ্লাবন ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন বৈবস্বত মনু নৌকায় সর্ব্ব বীজ রক্ষা করিয়া হিমালয়-শৃঙ্গে অবতরণ করেন। তথায় মৎস্যরূপী ভগবান্ স্বশৃঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া সেই নৌকা ভাসাইয়া রক্ষা করেন সে স্থানকে 'মনোরম সর্পণং' বলে। "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং"। অন্যত্র দেখা যায় মৎস্যই প্রথম অবতার। দ্বিতীয় কূর্ম্ম ও তৃতীয় শূকর অবতার। কবি জয়দেবকৃত স্তোত্রে—"মৎস্যঃ কূর্ম্মাবরাহশ্চ নৃসিংহবামনস্তথা। রামো রামশ্চ রামেতি বুদ্ধং কল্কি ইতি দশাঃ ॥"

একাদশে তিনি কূর্ম্মরূপ ধারণে সমুদ্র মন্থনার্থ দেবাসুরগণ মন্দার-পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করেন। সেই দণ্ড ইনি পৃষ্ঠে ধারণ করেন।

তৎপর দ্বাদশে ধন্বন্তরীরূপে সমুদ্র হইতে অমৃতভাণ্ড হস্তে উত্থান করেন এবং মোহিনীরূপে সেই সুধা হইতে অসুরগণকে বঞ্চিত করেন।

চতুর্দ্দশে নৃসিংহ অবতার প্রহ্লাদের পিতা প্রথম-দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। "নিম্নার্দ্ধ নরবৎ, উপরার্দ্ধ সিংহবৎ মূর্ত্তি। নখদ্বারাই দৈত্যরাজের হৃদি বিদীর্ণ করেন।

পঞ্চদশ অবতার বামন। "ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত-বামনঃ, পদনখনীর জনিত জনপাবন। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলী। বলীর পুত্র বাণ। বলী ত্রিভুবন জয় করিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই যজ্ঞ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাগণের স্বর্গ দখলার্থ। বামন ত্রিপাদ রাখার জন্য ভূমি যাচ্ঞা করেন। বলী ভূমি দানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকৃত হইলে বামনের পদ অতিশয় দীর্ঘ হইল। এক পাদে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ দখল হইল, অপর পদে স্বর্গ আক্রমণ করিলে তৃতীয় পদ কোথায় রাখিবেন বলীকে জিজ্ঞাসা করিলে সেই পদ বলী মস্তকে রাখিলে পদভরে বলী পাতালস্থ হইলেন। দেবগণ স্বস্থানে স্থিত হইলেন।

ষোড়শ অবতারে পরশুরাম ভৃগুবংশীয় জমদগ্নির তনয়। হৈহেয়বংশীয় সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নির গোগ্রহণ ও তৎপুত্রগণ জমদগ্নির বধ সাধন করেন। রুষ্ট হইয়া পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু ছিন্ন করিয়া তাহাকে সবংশে বিনাশ করেন এবং পৃথিবীর উদ্ধত ক্ষত্রিয়কুল একবিংশতিবার নাশ করিয়া তাহাদের রুধির দ্বারা পাঁচটি হ্রদ পূর্ণ করতঃ পিতৃগণের তর্পণ করেন।

"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥" বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাস সপ্তদশ অবতার।

অষ্টাদশ অবতার দাশরথি রামচন্দ্র। যিনি সমুদ্রকে বন্ধন করিয়া রক্ষকুল বিনাশ করেন।

"একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিযুপ্রাপ্য নামনি। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবান্‌হরদ্ভরম্॥ ভাগ ১।৩।২৩॥" ভূভার হরণ করেন।

একবিংশে বুদ্ধ হইবেন।

তৎপর কীকটদেশে (মগধে) কলি সত্যযুগ সন্ধ্যায় বিষ্ণুযশের ঔরসে কল্কি অবতার হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার দশম অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে "মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা। মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকা ইমাঃ প্রজাঃ ॥" ইহাকে এখানে বিভূতি বলা হইয়াছে। পশ্চাৎ আদিত্যগণ মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্ক মধ্যে রবি, মরুদ্‌গণ মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রগণ মধ্যে শশী, বেদ মধ্যে সাম, দেব মধ্যে বাসব (ইন্দ্র), ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে মন, ভূতগণের মধ্যে চেতনা, একাদশ রুদ্র মধ্যে শঙ্কর, রক্ষ-যক্ষ মধ্যে কুবের, বসুগণ মধ্যে পাবক, পর্ব্বত মধ্যে মেরু (মেরুশৃঙ্গে দেবগণের বাস), পুরোহিতের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতি মধ্যে স্কন্দ, জলাশয় মধ্যে সাগর, মহর্ষি মধ্যে ভৃগু, বাক্যে একাক্ষর (ওঁ), যজ্ঞ মধ্যে জপযজ্ঞ। স্থাবর মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষি মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি, অশ্ব মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা (অমৃত সমুদ্রজাত), গজ মধ্যে ঐরাবত, নর মধ্যে নরাধিপ, আয়ুধ মধ্যে বজ্র, ধেনু মধ্যে কামধেনু (কপিলা), প্রজনন শক্তি মধ্যে আমি (কন্দর্প), সর্প মধ্যে বাসুকী, নাগ মধ্যে অনন্ত, সমুদ্রে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্যমা, সংযতগণ মধ্যে আমি যম, দৈত্য মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারী মধ্যে আমি কাল, মৃগ মধ্যে সিংহ, পক্ষী মধ্যে গরুড়, দেবতা মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীর মধ্যে রাম (দাশরথি), মৎস্য মধ্যে মকর, নদী মধ্যে জাহ্নবী, সৃষ্টির আদি অন্ত মধ্যে সর্ব্বত্র আমি, বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, তর্কে আমি বাদ (যখন উভয় পক্ষ নিরহঙ্কার ভাবে সত্যানুসন্ধানশীল হন), অক্ষরের মধ্যে অ-কার, সমাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বন্দ্ব সমাস (অন্য সমাসে কোনটির হানি ঘটে ; কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসে পদদ্বয়ের সমতা থাকে), আমি কাল, ধাতা, বিশ্বমুখ, মৃত্যু উদ্ভবও আমি। কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা (ধর্ম্ম-পত্নী সাতজন), সাম মধ্যে বৃহৎ সাম (রথান্তরাদি নানা সাম গ্রন্থ আছে), ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), ঋতু মধ্যে বসন্ত, ছল খেলায় মধ্যে দ্যূত (পাশা খেলা), তেজস্বীর মধ্যে তেজ আমি, আমি জয় মধ্যে ব্যবসায় (অধ্যবসায়, নিশ্চয়তা), গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ, বৃষ্ণি বংশে বাসুদেব, পাণ্ডব মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনি মধ্যে ব্যাস, কবি মধ্যে উশনা (শুক্রাচার্য্য), দমনকারীর মধ্যে দণ্ড, জয়শীলের নীতি, গুহ্য বিষয় মধ্যে মৌন, জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞান, সর্ব্বভূতে আমি বীজস্বরূপ(কারণ)। যেখানে শ্রীমদ্ তাহাই আমি। ইহাতে আসে যে তিনিই জগৎ বা সৃষ্টিরূপে স্থিত !

সর্ব্বশেষে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" বাক্যটি রহিয়াছে। যাহা ঋ ১০।৯০ সূক্তের "পদোঽস্য বিশ্বা ভুবনানি ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি।" এই জগৎ কি উহাতে অধ্যস্ত।না বিপরিণামে স্থিত। অক্ষয় অব্যয় পুরুষের বিপরিণাম সম্ভবে না। সুতরাং অধ্যস্ত বলিতে হয়। যেমন রজ্জুতে সর্প। ইহারই অপর নাম বিবর্ত্তবাদ। স্বর্গ হইতে আসিয়া মর্ত্ত্যলোকে সশরীরে অবস্থান ব্যাপার বিবর্ত্তবাদের কথা। অর্থাৎ জাগ্রত দৃশ্য প্রপঞ্চে অবতারবাদ স্বপ্নে দৃশ্য প্রপঞ্চের তুল্য ব্যাপার। দ্বৈত যতক্ষণ ভাসে, ততক্ষণ অবতারও ভাসে। যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বৈতলুপ্ত তখন অবতারবাদ কথার কথা মাত্র। জীবত্ব যতক্ষণ স্থিতিশীল ততক্ষণ অবতারবাদও স্থিতিশীল। কল্পকল্পস্থায়ী সৃষ্টি কল্পকল্পস্থায়ী অবতার। যে জগৎ তিনি সৃষ্টি করেন তাহার কারণ জন্য উপস্থিত থাকেন (যেমন দেহস্থ নয়-ভাগকারী আবার বিনাশ করেন তখন মহাযুদ্ধ মহামারী করিয়া বিনাশ করেন। ইহা গীতা ১১।৩২ শ্লোকে বলিয়াছেন—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ॥" গীতা ১৩।১৭—"ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভাবিষ্ণু চ॥" যতক্ষণ ক্ষেত্র ক্ষেত্রী, প্রকৃতি পুরুষবাদ ভাসে ততক্ষণ অবতারের চ্যুতি নিবারণের জন্য থাকা অতীব আবশ্যক।

মহাশালা

মহান্ শালাবাসীকে মহাশালা বলা হয়। মহান্ গৃহস্থ। যাহারা গরীব তাহারা পর্ণকুটীরে বাস করে। বাঁশের খুঁটী, বংশ নির্ম্মিত চাটাই-এর বেড়া, ছন পত্রাদি আচ্ছাদিত ক্ষুদ্রায়তন গৃহের নাম পর্ণকুটীর। আর মহান্ শালবৃক্ষের খুঁটী, শালের তক্তা দিয়া আচ্ছাদিত, তাহা দ্বারা সুসজ্জিত বৃহৎ আয়তন গৃহকে শালা বলে। পাঠশালা, অতিথিশালা, রন্ধনশালা, রসায়নশালা, গোশালা, অশ্বশালা, হস্তিশালা, ধর্ম্মশালাদি নামযুক্ত গৃহ বৃহদায়তন ও সুদৃঢ় শাল কাটিয়া ঝাটিয়া, জুড়িয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানালা, কবাট, টেবিল, চেয়ার, চৌকী, খাটাদি ব্যবহার সামগ্রী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মহান্ শাল উপাদানে নির্ম্মিত জন্য মহাশালা।

সংস্কৃতে কোন কোন দ্রব্যের সঙ্গে 'মহা' শব্দ দিতে বারণ করে। যেমন—"শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো।ন দীয়তে॥" মহাশঙ্খ-মালা অর্থ নর অস্থিমালা। কিন্তু গীতায় ১।১৫ শ্লোকে আছে—"পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ।" এখানে বৃহদায়তনার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাব্রাহ্মণ সমূহ জুষ্টং সামবেদী তান্ত্যব্রাহ্মণকে মহাব্রাহ্মণ বলে। মুণ্ডকোপনিষদের শ্রোতা মহাশাল শৌনক এবং আঙ্গিরস বক্তা। শৌনকের আশ্রম অতি বৃহৎ ছিল। তথায় সহস্র ঋষি বাস করিতেন। দীর্ঘসত্র সম্পাদিত হইত। সত্রের অবসরকালে পুরাণ-কথক মুখে সকলে পুরাণের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিতেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডে কৈকয়রাজ অশ্বপতি বৈশ্বানর বিদ্যার আলোচনা করেন। তাঁহার নিকট মহাশালা, মহাশ্রোত্রিয় ঋষিগণ বৈশ্বানর-বিদ্যা শ্রবণ করেন। এই বৈশ্বানর মূর্ত্তিমান দেবতা সপ্তাঙ্গাবশিষ্ট কেহ কোন অঙ্গের উপাসনা করিতেন। ইনি সপ্তাঙ্গ দেবতার উপাসনা উপদেশ করিয়াছেন।

মুণ্ডকে শৌনক প্রশ্ন করিয়াছেন—"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" ১।১।৩॥ অর্থ—হে ভগবন্! কাহাকে জানিলে এই সব দৃশ্য প্রপঞ্চ জানা হয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতি বলেন—"একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাত।" এককে জানিলে সব কিছু জানা হয়। এই একটা কি? "সদেব সৌম্য ইদমগ্রাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।।" ছাঃ ৬।২।১।। হে সৌম্য সৎ-ই এই সব সৃষ্টির পূর্ব্বে দ্বিতীয় রহিত একা ছিলেন। দ্বিতীয় রহিত সর্ব্বত্র, সম এক ছিলেন। সে কেমন কথা? শ্রুতি বলেন—"নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।" কঠ ২।৪।১১।। ইহলোকে নানা বলিয়া কিছু নাই। নানা থাকায় একাই ছিলেন। এমন নয় একাই আছেন, একাই থাকিবেন। "দ্বিতীয়াভাবাৎ একক।" যদি দ্বিতীয় কিছু নাই-ই থাকে, তবে তাহার আবার জানা জানি কি? সুতরাং প্রশ্নই গোলযোগ পূর্ণ।

কঠোপনিষদে নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করিয়াছেন—"অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ॥ অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তদ পশ্যসি তদ্বদ ।।" ১।২।১৪ ।। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম, ত্রিকাল ও কার্য্যকারণ হইতে অন্য, যাহা দেখিতেছ তাহাই আমাকে বলুন। অর্থাৎ নচিকেতা যাহা জানিতে চাহেন, তাহা কার্য্য বা কারণ হয় না, কালাতীত; সুতরাং কর্ম্মের তথায় স্থান নাই। এমন যে তৎ নামক পদার্থ জ্ঞানিগণ দেখেন তাহাই জানিতে চাহিতেছেন।

যেখানে কারণ নাই, কার্য্য নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, কাল নাই অর্থাৎ কালের হেতু চন্দ্র-সূর্য্যাদি নাই, তাহা শূন্য বই আর কি হইবে? কারণ প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতা রহিয়াছেন, করা কাল ও তাহার পশ্চাৎ উত্তর প্রদানের কাল রহিয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা না থাকিলে যদি কিছু থাকে তাহা অব্যবহার্য্য জন্য জানারও কোন প্রয়োজন নাই।

এই মহাশালের প্রশ্ন প্রসঙ্গে মনে পড়ে বদ্রীবিশালা, বদরী নামক স্থানে বিষ্ণুশালা, বদরীতে নারায়ণের গৃহ বদরীনারায়ণ। ইতিহাস বলেন—চারিভাগে বিভক্ত বৌদ্ধগণ সুদীর্ঘ দ্বাদশ শত বর্ষকাল ভারতে সপ্রভাবে দেশকে প্রভাবান্বিত করিয়া অধিষ্ঠিত ছিলেন, শেষভাগে সৌত্রান্তিক, বৈভাসিক, যোগাচারি, মাধ্যমিক (শূন্যবাদী) স্থলে দুই ভাগ মাত্র ছিল। তাহাদের নাম হীনযান ও মহাযান। তন্মধ্যে মহযান মহান প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহারা তন্ত্রমতবাদ গ্রহণে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ দেব বুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ পারমিতা দেবীর পূজা করিতে থাকেন। ইহাদের প্রভাবে বৈদিক ধর্ম্ম ম্লান হইয়াছিল। সংখ্যাও লঘু হইয়াছিল, তখন বদ্রীনারায়ণের মন্দিরে দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য অলকানন্দায় স্নান করিতে গিয়া সেই মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন ও স্থাপন করেন। এই বদ্রীনারায়ণে থাকিয়া তিনি দশখানি উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা করেন। যাহার প্রচার ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রবৎ ম্লান হইয়া যায়। বদ্রীবিশালা এই বিশাল ফলপ্রসূ। পাঠশালা, ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা সর্ব্বজন হিতার্থ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ

গ্রহ+অনট্ প্রত্যয়ে 'গ্রহণ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। গ্রহণ অর্থ লওয়া। কুম্ভীর যে গ্রাস করে তাহাও দেহের গ্রহণ বা দেহখানি লইয়া যায়। প্রতিপক্ষ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লইয়া যায় তাহাও গ্রহণ। বর সাদরে কন্যাকে পত্নীত্বে বরণার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহার নাম পাণিগ্রহণ। একজন ধান বিক্রয় করে অন্যে তাহা টাকা দিয়া লইয়া যায় তাহাও গ্রহণ। রাহু চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করে তাহার নাম গ্রহণ। গুরু হইতে শিষ্য বিদ্যা বা জ্ঞান গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ বালক উপনয়ন সংস্কারপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে। গ্রাহক টাকা দিয়া সংবাদপত্র গ্রহণ করে। আমি তোমার বাক্য গ্রহণ করিলাম অর্থ স্বীকার করিলাম। লোকে মন্ত্র গ্রহণ করে। যদি কেহ কাহাকে বশীকরণ মন্ত্রদ্বারা বশীভূত করে, তাহাকেও গ্রহণ করা বলে। ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি গ্রহণ করে। কেহ কাহারও অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। অধীনতা স্বীকার করে। যজমান দেবতা হইতে বর গ্রহণ করে। হস্তকে গ্রহণ ইন্দ্রিয় বলে। হাতে হাতে গ্রহণ করে। রাজপদ গ্রহণ মন্ত্রিপদ গ্রহণও বলে। বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে। স্বয়ংবরে কন্যা সভায় উপস্থিত অভ্যাগত যুবকমণ্ডলী মধ্যে কাহাকে পতিত্বে গ্রহণ করে। দেবগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করেন। অতিথি গৃহস্থের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তাহাকে ডাকাতি বলে। মালিকের অজ্ঞাতে গ্রহণকে চৌর্য্য বলে। অর্ঘ্য গ্রহণ, পূজা গ্রহণ স্বীকারার্থে প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ পরান্ন গ্রহণ করেন না। ঋণ গ্রহণ মহাপাপ। ঈশ্বর মায়া হইতে মন, বাক্, প্রাণ গ্রহণ করিয়া ঋণজালে জড়িত হন। যাহা ঋ. ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে শ্রুতি বলিয়াছেন—"সতো বন্ধুমসতি।" অসতের দ্বারা সতের বন্ধন। এই সেদিন ঋণগ্রহণকারী ইংরেজ ঋণদাতা মার্কিণের ভ্রূভঙ্গীতে তাহাদের প্রশংসিত মন্ত্রী ইডেনের পদচ্যুতি ঘটিয়াছে। গ্রহ-শব্দে পাত্র বুঝায়। সৎপাত্রে যদি পাত্রস্থ দ্রব্য দান করিলে তাহা নেওয়াকে দানগ্রহণ করা বলে। কুম্ভীরাদি গ্রাসকারীকেও গ্রাহ বলে। যদি গ্রাসকারী কিছু গ্রাস করেন, সেই ব্যাপারটিও গ্রহণ। লোকে মনে করে রাহু গ্রহে সূর্য্যাদিকে গ্রাস করেন, যেমন পুরাণে অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেন।

যখন কেহ কোন পদার্থ মুখে ফেলিয়া গ্রাস করে তখন তাহা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সর্ব্ব দিকের লোকের নেত্রের অগোচর হয়। সূর্য্যাদির গ্রহণ তেমন গ্রাস বলিতে পারা যায় না। কারণ, যখন পৃথিবীর এক প্রান্তে গ্রহণ হয়, তখন অন্য প্রান্তিয় জনগণ সেই সূর্য্য বা চন্দ্রকে নিত্য যেরূপে দেখে সেই স্বরূপেই দেখিয়া থাকেন। এজন্য গ্রহণ কোন স্থানে দৃশ্য কোন স্থানে অদৃশ্য বলিয়া পঞ্জিকায় লিখে। তবে রাহুগ্রস্ত দিবাকর ও ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ আচ্ছাদিত হইলেও তাহা পরিচ্ছিন্ন প্রাদেশিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপার। মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য মেঘদ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত হয় অনেক লোকে মনে করেন তাহা ভ্রম। ধ্রুবতারাবৎ নিশ্চল সূর্য্য যাহা পৃথিবী হইতে বহু বহু সহস্র যোজন দূরে স্থিত, যাহার সহিত গ্রহগণের দেহ বিস্তার তুলনা করিলে পৃথিবী একটি বিন্দুদ্বারা নির্দ্দেশিত হন। সেই বিন্দুসদৃশ ধরার উপরে যে বায়ুমণ্ডল তাহার বিস্তার কতটুকু, এবং সেই বায়ুমণ্ডলে যে মেঘের টুকরা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে তাহা কত ক্ষুদ্র। এ হেন ক্ষুদ্রতম মেঘ সূর্য্য হইতে কত নিম্নস্থিত তাহা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে না। নিকটস্থ দ্রষ্টার চক্ষু আচ্ছন্ন করে। দ্রষ্টার ক্ষুদ্র চোখের আচ্ছন্ন ভাবটি মহান্ সূর্য্যে আরোপিত করিয়া বলে মেঘ দ্বারা সূর্য্য পরাজিত হইয়াছে। ইহাতে সূর্য্যগ্রহণ কথার কথা মাত্র হইতেছে। তবে যত ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সময় করা যায় তত ভাল, এই উপলক্ষে সংসারের ভোগ্য ভোগ ত্যাগে মন ভগবানে লীন করা অতীব সুন্দর ব্যাপার। শ্রুতি ভোগ্য ভোগ ত্যাগার্থ বলিয়াছেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" ভোগ্য ভোগ মৌমাছি, পিপীলিকা, ইন্দুর, বানর প্রাণিসাধারণের ধর্ম্ম। মানব স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, সে সাধারণ প্রাণী নহে। বিচার-বুদ্ধির দ্বারা সে আপন স্বরূপ লাভে সমর্থ হয়। ভোগ্য ভোগ মায়ার মনোহারী সামগ্রী ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে আস্থাবান্ হওয়া বিষম ভ্রান্তি। পার্থিব সম্পদ হস্তগত হইলে তাহা দান করতঃ স্বপদে স্থিতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য প্রযত্ন করিতে হয়। এজন্য বৃ. আ. শ্রুতিতে ৫।২ ব্রাহ্মণে—প্রজাপতির নিকট দেব, রক্ষ, নর উপদেশপ্রার্থী হইলে প্রজাপতি "দ" এই একাক্ষর পৃথক্‌ভাবে তিন জনকেই উপদেশ করেন। দেবতা বুঝিলেন—ইন্দ্রিয়দমন করা চাই, নর বুঝিলেন—দান করা কর্ত্তব্য, রক্ষ বুঝিলেন—দয়া করা উচিত। দয়া করিলে মায়া যায় না, অহিংসক হইতে হয়। পার্থিব সম্পদ ত্যাগ, ইন্দ্রিয় দমন ও অহিংসা দ্বারাই মানুষ স্বরূপের অনুভূতি করিতে সমর্থ হয়। যদি সৎপাত্র দান গ্রহণ না করেন তবে দানধর্ম্ম ব্যর্থ হয়।

পুরাণে আখ্যান আছে, এক সমাবর্ত্তন-স্নানার্থী গুরু-দক্ষিণার টাকার জন্য রঘুরাজার নিকট উপনীত হয়। সমাবর্ত্তনের তিথি অতি নিকটবর্ত্তী। গুরু শিষ্যকে বলেন—"তুমি দুটি হরিতকী দ্বারা দক্ষিণান্ত করিয়া স্নান কর।" শিষ্য বলিল—"আমি লোকমুখে শুনিয়াছি সুবর্ণ দ্বারা দক্ষিণা করিতে হয়।" তখন গুরু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"যাও, চৌদ্দ কোটি সুবর্ণ দক্ষিণা দাও।" শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া চৌদ্দ কোটি সোনা সংগ্রহার্থ বহির্গত হইলেন। তিনি যে গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, তিনি বনবাসী ছিলেন। সেই বন হইতে বহির্গত হইয়া শিষ্য ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পৃথিবীতে রঘু মহারাজ চক্রবর্ত্তী, এত সুবর্ণ তনি ভিন্ন আর কেহ দিতে সমর্থ হইবেন না। এজন্য শিষ্যটি রঘুরাজার গৃহে গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার কতিপয় দিবস পূর্ব্বে রাজা সর্ব্বস্ব দক্ষিণ যজ্ঞ করিয়া মৃৎপাত্র দ্বারা ব্যবহার চালাইতে ছিলেন। ব্রাহ্মণ-কুমার শুনিয়াছিলেন স্নানার্থী গেলে রাজগণ তাহাকে রৌপ্য-নির্ম্মিত আধারে পাদ্য, অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। রঘুরাজ ঘেটে, ঘট ও মালসা সহ আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারকে অর্চ্চনা করিলে সে বুঝিল রাজার সামর্থ্য নাই যে চৌদ্দ কোটি সুবর্ণ দেয়। সে তৎক্ষণাৎ রঘুরাজকে বলিল—"মহারাজ! এখন আসি, আমার গুরুদক্ষিণার টাকা এখানে হইবে না। সময়ও অল্প, অন্যত্র চেষ্টা করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন—"দু'দিন বস, আমি অর্থ সংগ্রহ করিয়া তোমাকে দিতেছি।" ব্রাহ্মণকুমার যজ্ঞাগারে রহিলেন। রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—"স্নানার্থীর গুরুদক্ষিণা চৌদ্দ কোটি সোনা দিতে হইবে।" মন্ত্রী বলিলেন—"চৌদ্দ টাকা আপনার কোষে নাই।" রাজা বলিলেন—"প্রজাগণের উপর চাঁদা করিয়া টাকা উঠাও।" মন্ত্রী বলিলেন—"এই সেদিন যজ্ঞকালে তাহারা বহু অর্থ দিয়াছে, এখন চাঁদা চাহিলে প্রজার কষ্ট হইবে। যদি চাঁদা দেয় তবে তাদের দুঃখের দীর্ঘশ্বাসে আপনার রাজ্য ছারখার হইবে।" রাজা বলিলেন—"সামন্ত-রাজগণ হইতে টাকা সংগ্রহ করুন।" মন্ত্রী বাললেন—"তাহারা টাকা দিবে; কিন্তু তাহা তাহাদের প্রজাপীড়ন করিয়া কোষ পূর্ণ করিবে। সেই প্রজাগণের দীর্ঘশ্বাস মহারাজ চক্রবর্ত্তীকেও পৌঁছাইবে।" তখন রাজা বলিলেন—"ইক্ষ্বাকুকুলে আমার জন্ম, সে বংশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ স্নানার্থীর টাকা দেয় নাই, এমন ঘটনা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই।" মন্ত্রী বলিলেন—"বেশ কথা, কাল কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া টাকা আনিয়া দান করুন। ক্ষত্রিয়গণ বাহু-বলেই বলীয়ান হইয়া থাকেন।" রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, পর দিবস কুবের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিবেন। এই সংবাদ আকাশগামী দুইটি যক্ষ শুনিতে পায়। তাহারা গিয়া কুবেরকে বলিল—"যক্ষরাজ! মহারাজ রঘু যার প্রতি ইন্দ্রের বজ্রপ্রহার ব্যর্থ হইয়াছিল, সে কাল চৌদ্দ কোটি সুবর্ণের জন্য আপনার সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে।" যক্ষরাজ বলিলেন—"চৌদ্দ কোটি সুবর্ণ কিছুই নয়, তুচ্ছ কথা; কিন্তু যুদ্ধে নর সহ পরাস্ত হওয়া বিষম সম্মানহানিকর ব্যাপার। এক কাজ কর, রাজার দুটিমাত্র কোষগৃহ, তাহা আজ রাত্রিতেই সুবর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দাও। তাহা হইলে আর যুদ্ধে আসিবে না।"

সেই রাত্রে রঘুরাজার কোষগৃহে সুবর্ণ বৃষ্টি হইল। কোষগৃহে চাপা চাপা সুবর্ণ পড়ায় বিশেষ শব্দ হইতেছিল, পাহারাদারগণ গিয়া কোষাধ্যক্ষকে খবর দিল, কোষাধ্যক্ষ আসিয়া দরজা খুলিয়া দেখেন, কোষঘর সুবর্ণপূর্ণ হইয়াছে, রাজাকে খবর দিলেন। রাজা স্নানার্থী-ব্রাহ্মণকে আনিয়া যথোচিৎ সৎকারপূর্ব্বক বলিলেন—"এই কোষস্থ সুবর্ণ আপনি গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"চৌদ্দ কোটি সুবর্ণ তিনি গ্রহণ করিবেন, অধিক গ্রহণ করিবেন না।" তখন মন্ত্রী বলিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"তুমি কেমন বিদ্যাভ্যাস করিয়াছ, ইহা জান না যে, যথাসাধ্য দক্ষিণা দিতে হয়? তোমার গুরু তো দুটি হরিতকী দক্ষিণাতে সন্তুষ্ট ছিলেন, তুমি গুরুবাক্য না শুনায় গুরু চৌদ্দ কোটি বলিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে তোমার চৌদ্দ কোটির অধিক দিবার সুযোগ থাকিলেও তুমি শাস্ত্রবাক্য পালন করিতে অস্বীকৃত হইতেছ কেন? তুমি এই সুবর্ণ গ্রহণান্তর গুরুকে দিবে, তাহাতে তোমার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইবে। সৎপাত্রে দান বিধি। তদনুসারে তোমাকে রাজা যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তোমার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

তখন সেই ব্রাহ্মণকুমার সব সুবর্ণ গ্রহণ করেন। "দেশে কালে চ পাত্রে চ যদ্দানং" তাহা সাত্ত্বিক। অন্য সব দান রাজসিক ও তামসিক জানিবে। আবার শাস্ত্রে বলে—"কানা-খোঁড়া গো দান করিলে দাতার নরক হয়।"

ঋ. ৫।৪০।৫৬ মন্ত্রে তুরীয় ব্রহ্ম যন্ত্র (telescope) দ্বারা সূর্য্যগ্রহণ দর্শন বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অজ্ঞানী অসভ্যের আচার-পদ্ধতি জাত নহে। প্রজা যে রাজাকে বলি প্রদান করে, তাহাও দান গ্রহণ। প্রজা হইতে গৃহীত প্রচুর অর্থ রাজভাণ্ডারে জমা হইলে রাজা তাহা প্রজার সুখ-সুবিধার্থ রাস্তা-ঘাট, স্বাস্থ্য-শিক্ষাদিতে কিংবা প্রজা দুর্ভিক্ষ কি মহামারী পীড়িত হইলে তন্নিবারণার্থ অন্নবস্ত্রাদি দান করেন। প্রজাগণ তাহা সানন্দে গ্রহণ করে। প্রজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া রাজা তাহা খামখেয়ালীতে নষ্ট করিলে সে রাজ্য অল্পকালেই ছারখারে যায়।

পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্রের ছায়াপাতে অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ হয় এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে পৃথিবীর ছায়াপাতে পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রগ্রহণ হয়। অমাবস্যায় সূর্য্য চন্দ্র এক রাশিস্থ হয় এবং পূর্ণিমাতে চন্দ্র সূর্য্য হইতে সপ্তমে থাকে অর্থাৎ রাশিচক্রের বিপরীত দিকে স্থিত হয়। চন্দ্র ক্ষুদ্রাবয়ব জন্য সূর্য্যগ্রহণ অল্পকাল স্থায়ী হয় এবং পৃথিবী চন্দ্র হইতে বৃহত্তর হওয়ায় চন্দ্রগ্রহণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালব্যাপী হইয়া থাকে। যেমন কুম্ভীর গ্রাস করে, গ্রহণ করে, তেমনি সূর্য্য উদয়ে চন্দ্র তারাগণের কিরণ সূর্য্যকিরণ গ্রাস বা গ্রহণ করে। তেমনি ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে "অন" গ্রাহ মৃত্যুস্বরূপিণী অব্যক্তা, অমৃতস্বরূপ কার্য্যব্রহ্ম ও কাল এই সব গ্রাস করে, গ্রহণ করে, আপনাতে। সেজন্য ঋষি বিশ্বকর্ম্মা বলিয়াছেন, ঋ. ১০।৮১।১ মন্ত্রে—"য ইমা বিশ্বভুবনানি জুহ্বদৃষ্টির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।" সুপ্রসিদ্ধ প্রণব বা "ওম্" বাক্যার্থও বলে "ও" বক্রা, "ম" মরণ, অর্থাৎ যাহা বক্রার মরণস্থান, লয়স্থান তাহাই অন। "ওম্ ব্রহ্ম প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংক্রমণ

তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মানন্দ বল্লীর অষ্টম অনুবাকে দেখিতে পাই— "স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চ সোবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানংমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতম্ আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।" জীবাত্মা পঞ্চকোষ বেষ্টিত। এক কোষ অতিক্রমে অন্য কোষে গমন করিয়া থাকে। আনন্দময় কোষ উপক্রমণ করিলে কোষমুক্ত হইয়া স্বরূপে স্থিতি ঘটে। সূর্য্য আপাততঃ স্থির, তাহার চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ কক্ষে কক্ষে বক্রপথে বিচরণ করে। যেমন পঞ্চকোষ পর পর স্থিত তেমনি গ্রহগণের কক্ষ সকল পর পর স্থিত। এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষ বহু যোজন অন্তরে স্থিত, এজন্য কাহারও গতি অন্য কক্ষ ভেদ করিয়া হয় না।

সূর্য্যের অতি নিকটে বুধের বেষ্টনী বা কক্ষ। তৎপর শুক্রের কক্ষ। তৎপর পৃথিবী গ্রহের কক্ষ। তৎপর মঙ্গলগ্রহের কক্ষ, তৎপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহগণের কক্ষ। তৎপর বৃহস্পতির কক্ষ। তৎপর শনির কক্ষ। তৎপর ইউরেনাসের কক্ষ। তৎপর নেপচুনের কক্ষ। চন্দ্রমা গ্রহ নহে, উপগ্রহ মাত্র। শুক্র ও মঙ্গলের কক্ষ মধ্যে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া সংক্রমণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কক্ষগুলি ঠিক গোলাকার নহে, বরং ডিম্বাকার বলা যায়। যাহাকে ইংরেজীতে elliptical বলে। গোলাকারে একটি কেন্দ্র থাকে। ডিম্বাকার কক্ষে একটি কেন্দ্র ও দুটি উপকেন্দ্র থাকে যাহাকে ইংরেজীতে focus বলে। সব গ্রহই প্রায় গোলাকার। ইহাদের গতিতে দ্রুত, মন্দ, বক্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। উহারা এই বক্র কক্ষে যে বিচরণ করে, তাহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমরা দেখি, রেলের ইঞ্জিন বক্র রাস্তায় গমন করে; কিন্তু ইঞ্জিন যদি সরল পথে বেশ চলে, যেখানে বক্র রাস্তা সেখানে driver ইঞ্জিনকে বক্র পথে নিবার জন্য brake করে। যদি brake করিতে দ্রুতহস্ত না হয়, তবে ইঞ্জিন তার inertia বশে সরল ভাবে গিয়া গর্ত্তাদিতে পড়ে ও লোকক্ষয় হয়। তেমনি এই গ্রহাদির বক্রপথে বিশেষ বক্র স্থলে কোন driver বা পরিচালক থাকা আবশ্যক হয়। রেলের ইঞ্জিনটি লৌহপিণ্ড, তাহার ন্যায় গ্রহাদি জড়-পিণ্ড। আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে সেই পরিচালক বা প্রেরয়িতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রেরয়িতা driver যেমন ইঞ্জিনের মধ্যে থাকিয়া ইঞ্জিন চালায়, তেমনি সূত্রাত্মা জড়পিণ্ডের মধ্যে থাকিয়া উহার চ্যুতি নিবারণ করেন। "সূত্রে মণিগণা ইব" ইনি গ্রহাদিকে মাল্যবৎ ধারণ করেন এজন্য তাঁহাকে সূত্রাত্মা বলা যায়। বেদে সূত্রাত্মা absolute নহেন। নববিকাশবিদ্‌গণ absolute শব্দে বড় ভয় পান। "অভয়ে ভয়দর্শিনঃ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরচক্ষুর অতীতে সূর্য্য অতি-উচ্চ আপন কক্ষে বিচরণ-কারী হইলেও এই মর্ত্ত্যলোক পৃথিবী নামক গ্রহ হইতে তাহাকে স্থির বলিয়া মনে হয়। এই স্থির অতি-উচ্চ জড়পিণ্ডের relative motion যাহাকে বেদে আরোপিত গতিশীলতা বলে, তাহা আরোপে সূর্য্য যেন পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ২৩ $\frac{১}{২}$ ডিগ্রি ও দক্ষিণে ২৩ $\frac{১}{২}$ ডিগ্রিতে কল্পিত অক্ষ-রেখাদ্বয় যাহাকে ইংরেজীতে tropic of cancer and tropic of capricorn বলে (আমাদের শাস্ত্রে কর্কট ও মকর ক্রান্তিদ্বয়)। তন্মধ্যে কল্পিত elliptical পথে বিচরণ করেন বলিয়া থাকে। যেমন একজন বালক তুফান মেলে যাইতেছে, সে তাহার উপবিষ্ট মাতার কোলে বসিয়া বিস্কুট খাইতে খাইতে দেখিল যে, রেলের ধারের পুকুর ও পারস্থিত তালগাছগুলি দৌড়াইতেছে। তালগাছ বা পুকুর কখনও দৌড়ায় না; কিন্তু বালক বা তাহার মাতা স্বচক্ষে দেখিল যে দৌড়াইতেছে। যেমন আকাশস্থ চন্দ্র তরঙ্গায়িত পুকুরের জলের নীচে নাচে বলিয়া লোকে স্বচক্ষে দেখে। এই relative motionও তেমনি ধাঁধা মাত্র। এই যে elliptical পথে সূর্য্য বিচরণ করেন তাহা equator (মহাবিষুবরেখা) দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। সূর্য্যের ঐ রেখার উত্তরস্থ খণ্ডে বিচরণের নাম উত্তরায়ণ ও দক্ষিণদিকে ভ্রমণের নাম দক্ষিণায়ণ। ঐ পথটিকে রাশিচক্র বলে। ঐ রাশিচক্রটি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। গ্রহগণও রাশিচক্র-পথে চলেন। যখন সূর্য্য এক রাশি ভোগ করিয়া দ্বিতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাশিতে উপস্থিত হন, তাহার নাম সংক্রমণ। সেদিন সংক্রান্তি জন্য পুণ্যদিন, স্নান-দানের জন্য তাহা বিশেষ আদরণীয়। গ্রহগণেরও সংক্রমণ আছে। যেমন বৃহস্পতি যখন কুম্ভরাশিস্থ, তখন যে দিন সূর্য্য মীন হইতে মেষে সংক্রমণ করেন তাহা মহা পুণ্যদিন, হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভযোগে স্নান হয়। লক্ষ লক্ষ লোক পর্ণকুটীরে থাকিয়া এই স্নান করিয়া থাকেন। তেমনি বৃহস্পতি যখন বৃষস্থ, তখন প্রয়াগে মকরস্থ সূর্য্যে চন্দ্রের একতায় অর্থাৎ অমাবস্যায় কুম্ভস্নান হয়। বৃহস্পতি যখন সিংহরাশিস্থ, তখন নাসিকে (ত্র্যম্বকে) বর্ষা ঋতুতে কুম্ভমেলা হয়। সেই বর্ষে সূর্য্য যখন মীন হইতে মেষে সংক্রমণ করেন, তখন হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভ হয় এবং পরের বৈশাখে অর্থাৎ সূর্য্য যখন মেষে সংক্রামিত হয়, তখন বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা হয়। শনি-রাহু-মঙ্গলাদি অশুভ গ্রহগণের কোন রাশি ভোগকালে কোন কোন ব্যক্তি বা রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল ঘটে, এমন জ্যোতিষীগণ বলেন।

কেহ কেহ বলেন, রাহু ও কেতু কোন গ্রহ নহে, বিষুব বিন্দু-দ্বয়ের নামান্তর। কারণ, বিষুব বিন্দুর পশ্চাৎ গতি কল্পিত হয়। রাহু-কেতুর উল্টাগতি গৃহীত হয়। কেহ বা আজকাল বরুণ নেপচুনের আকর্ষণ জন্য ফল গণনা করেন। এই বিষুব বিন্দুদ্বয়ের পশ্চাৎগতি জন্য ৩০শে চৈত্র ও ৩০শে আশ্বিন স্থলে ৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হয়। হেরো স্কুলের পণ্ডিতগণ যদি ৮ই চৈত্রকে ১লা চৈত্র না করিয়া ১লা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশাখ করিতেন, তবে পঞ্জিকার উক্ত ভ্রম শোধিত হইত। ব্যক্তির ন্যায় দেশেরও লগ্ন হয় এবং তজ্জন্য মঙ্গলামঙ্গল ঘটে। পাকিস্তান ভারতের পূর্ব্ব-পশ্চিমে স্থিত, এতদুভয়ের এক লগ্ন হইতে পারে না এবং মধ্যস্থ ভারতের লগ্ন স্বতন্ত্র কল্পনা অযৌক্তিক বলিয়া কেহ কেহ বলেন। পাকিস্তান স্বতন্ত্ররূপে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ভারতের সহিত এক লগ্নাধীন ছিল, বিভাগের পর রাতারাতি তিন লগ্ন হইয়া পড়িল।

জড় দেহপিণ্ডের উৎপত্তি লগ্নবৎ জড় ভূরাদি লোকের উৎপত্তি লগ্ন কেন হইবে না? এজন্য এদেশের পঞ্জিকায় সত্যযুগ উৎপত্তি তিথি বৈশাখের শুক্লা অক্ষয়া তৃতীয়া বলেন। তেমনি অন্য যুগ উৎপত্তির ও তারিখ ধার্য্য আছে, ইহা কিছু অভিনব নহে। কল্পে কল্পে সৃষ্টি ও লয় বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্বীকার করিতেছেন। প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রহগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে গ্রহগণের আকর্ষণ বিকর্ষণ কল্পনা একটি মহৎ কল্পনা বটে। বঙ্গভাষায় একটি গান আছে—"ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি?" যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সকল তাঁহার মালা হয়, তবে তাহা তাঁহাতে চিরই থাকা কল্পনা-বিরোধী হয় কি? কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-ধারিণীর মূর্ত্তি সাধকের হিতার্থ কল্পিত।

সূর্য্য গ্রহরাজ। তাঁর গতি অনুসারে ষড় ঋতু ঘটে। এজন্য তাঁর রাশিচক্রে সংক্রমণের আদর অধিক। এজন্য কুম্ভমেলা সূর্য্য ও বৃহস্পতির অবস্থিতি অনুসারে ঘটিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমত্ব ও বৈষম্য

পৃথিবীর বাহিরে যে দিকে তাকাও সূর্য্য, গ্রহ, চন্দ্র, গেলাক্সি, ধূমকেতু, কত কিছু দৃষ্টিগোচর হয়! সূর্য্য গ্রহ নহে, চন্দ্রও গ্রহ নহে, সব বৈষম্যপূর্ণ। সূর্য্য-সকলও এক আয়তন নহে। কেহ আমাদের এই সূর্য্য হইতে ছয় শত গুণ বৃহৎ, কেহ চারি শত গুণ বৃহৎ, কেহ তিন শত গুণ বৃহৎ, কেহ কেহ দুই শত গুণ বৃহৎ। সব সমান নহে। ধূমকেতু সূর্য্য, গ্রহ বা চন্দ্র নহে। এই বৈষম্যের মধ্যে সমতা আছে, সব জ্যোতির্ম্ময়, সব জড়পিণ্ড, সব পরিচ্ছিন্ন, সব গতিশীল, কেহ স্থির নহে। পৃথিবীর মানুষ দেবতা নহে, সিংহ ব্যাঘ্র মানব নহে। কেহ মাংসাশী। হস্তী, ঘোটক, গর্দ্দভ, গো প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ-ভোজী। কেহ হিংস্র, কেহ বা নিরীহ। কীট-পতঙ্গাদি অণ্ডজেরও বৈষম্যের শেষ নাই। উদ্ভিজ্জেরও বৈষম্যের শেষ নাই। সব যোনিজ, সব পাঞ্চভৌতিক মরণ-ধর্ম্মশীল, এই সমতা। বৃক্ষ পুষ্পিত হইলে ভ্রমরাদি এক পুষ্পের রেণু অপর পুষ্পে প্রদান করায় ঐ পুষ্প ফলবতী হয়।

যিনি এই সকলে সূত্রাত্মারূপে স্থিত, তিনি দেহী, সম, দেহ বৈষম্যপূর্ণ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম।" একটি নর দেহ, তাহাতে কত বৈষম্য। হাত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পা, শরীর, মস্তকাদিতে ভেদ অর্থাৎ বৈষম্য। দেহের কাঠামো, অস্থি, পঞ্জর, তাহাতেও ভেদ আছে। নাসা, কর্ণ দন্ত,নখ,লোমাদি অস্থিজাতীয় সম নহে। কর্ণের চর্ম্ম, নাসার চর্ম্ম, চক্ষুর ।মণিস্থ চর্ম্ম, জিহ্বার চর্ম্ম, ওষ্ঠের চর্ম্ম, হস্তের চর্ম্ম, পদের চর্ম্ম,এই সকলেও বৈষম্য দৃষ্ট হয়। হৃৎপিণ্ড ফোঁপরা,মেটে,প্লীহা,মূত্রাশয়াদির মাংস মধ্যে বিস্তর বৈষম্য বর্ত্তমান। অঙ্গুলি হস্তে ও পদে আছে, তাহাতেও বৈষম্য। হস্তের পাঁচ অঙ্গুলিতেও বৈষম্য, দাঁতে দাঁতে বৈষম্য। মস্তকস্থ মজ্জা ও অস্থিমধ্যস্থ মজ্জায় বৈষম্য রহিয়াছে। চক্ষুর কার্য্য কর্ণ করে না, কর্ণের কার্য্য চক্ষু করে না, জিহ্বার কার্য্য নাসা করে না, সব বৈষম্যময়। কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, দন্তাদির বৈষম্যতা জন্য নাদের ভেদ। তালব্য 'শ', দন্ত্য 'স', মূর্দ্ধন্য 'ষ', দন্ত্য 'ন', মূর্দ্ধন্য 'ণ', অন্তঃস্থ 'য', 'র', 'ল', 'ব', অনুনাসিকবর্ণ কত ভেদ বা বৈষম্যপূর্ণ। শিরা, চর্ম্ম, নাড়ীতে ভেদ। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান বায়ুতে ভেদ। এই বৈষম্যের মধ্যে দেহী সর্ব্ব দেহে চিৎ, এখানে সম পরিদৃষ্ট হয়। সাংখ্যকারাদি জীবাত্মার ভেদ বলেন। অন্যে "অভেদে পরমাত্মনি" বলেন। খাদ্য প্রাণিমাত্র সবাই খায়; কিন্তু ভেদ অনিবার্য্য। উদ্ভিজ্জেও মাংসাশী দৃষ্ট হয়। এক প্রকার বৃক্ষের পাতা এমনি নির্ম্মিত যে, তাহাতে মাছি বা ক্ষুদ্র প্রাণী বসিলে পাতা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং তাহাতে বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়। কোন কোন বৃক্ষের গোড়ায় পচা মাছ দিলে ভাল ফল দেয়। ক্ষেত্রে অস্থিচূর্ণ দিলে সার গ্রহণে ফসলের প্রাচুর্য্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ভিজ্জে প্রাণ আছে, ইহা পৃথিবীর পনর আনা লোকে বিশ্বাস করে না। এজন্য কোন দেশে বৃক্ষাদি কর্ত্তনে পাপ বলে না। এমন কি, মানুষ ব্যতীত অন্য জন্তু বধেও দোষ হয়, ইহা পৃথিবীর অৰ্দ্ধেক লোকে মানে না, এবং তজ্জন্য penal code-এ কোন ধারা নাই। কেবল মানুষ মারিলে homicide হয় বলে। মানুষ মারিলে তাহার সাজা ফাঁসী দিয়া থাকে। Tit for tat. অস্মদ্দেশে বৃক্ষের দেবত্ব আছে বুঝিয়া বৃক্ষের পূজা করে। তুলসী, বেল, আমলকী, অশ্বত্থ, বট, কলা গাছ ইহাদের পূজা হইয়া থাকে। দুর্গাপূজার কলা-বৌ লতা, পাতা নির্ম্মিতা, তাহার ধূমধামের সহিত স্নান-পূজা হইয়া থাকে। এই মতে নরমাংস বাদে সব মাংস খাদ্য এবং খাইলে কোন দোষ নাই। এজন্য কেহ বলেন— "আকাশে উড়ে ঘুড়ী ও জলে চলে নাও, এই দুই ত্যজি ভাই সব কিছু খাও।" অন্যে বলেন—"যদি খান বিলাতি বিস্কুট, আগে দেন হরির লুট।" "শালিক শকুন খান না তাঁরা এমনি বিষম পণ।" বৈষম্য জন্যই এই বিষম ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। দেহে দেহে, দেহাঙ্গে ভেদ থাকিলেও দেহস্থ আমি নামক ব্যক্তিটি সর্ব্বত্র সম একরূপ।

প্রত্যেক দেহের আমি কর্ত্তা ভোক্তা এই একতা বা সমত্ব রহিয়াছে। আর যাঁহারা আমি কর্ত্তা স্বীকার করেন, কর্ত্তায় কর্ত্তায় বৈষম্য দেখেন। কোন কর্ত্তা নির্দ্দয়, কেহ দয়ালু, কেহ হিংসা-দ্বেষে পূর্ণ, কেহ অহিংসব্রতী, সর্ব্বভূতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমদর্শী। অন্যে বলেন—"আমিটা অকর্ত্তা অভোক্তা, এজন্য সম। উপাধি জন্য বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।" কোন মতবাদী বলেন—"সৃষ্টিকর্ত্তা কত পরিশ্রম ও কৌশল অবলম্বনে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও তাহাদের ধারক সৃজন করিয়াছেন। ঐ সকল ভোগ্য পদার্থ ভোগের জন্য তাহা হইতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। চক্ষু দেখে, কান শুনে, জিহ্বা রসাস্বাদন করে, নাসা সুগন্ধি আঘ্রাণ করে, ত্বক্ সুকোমল স্পর্শসুখ ভোগ করায় এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের সহকারি-রূপে প্রদত্ত তদপেক্ষা সূক্ষ্ম মন বুদ্ধি সৃজন করিয়াছেন। তাঁর এই সব ভোগ্য ভোগ না করিলে তিনি রোষপরায়ণ হইবেন। যেমন, এক ব্যক্তি পাঁচ বর্ষ পর মাসীর বাড়ী গিয়াছে। তাহার মাসী গ্রামবাসিনী। তিনি তাহার জন্য নারিকেল, তিল, দুগ্ধাদিজাত লাড্ডু সঞ্চয়াদি (ছাঁচ) তৈয়ার করিয়াছেন। প্রাতে জলযোগের জন্য তাহা দিলে সহরবাসী সানন্দে তাহা গ্রহণ করিলেন। দ্বিপ্রহরে মৎস্য, তরকারী আদির দ্বারা নানা প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়াছেন এবং গোকুল পিঠে, পুলি পিঠে প্রভৃতি সুরসাল সামগ্রী বহু শ্রমে তৈয়ার করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি মৎস্যাদি প্রচুর ভোজন করতঃ পিঠের থালায় হাত দিল না। সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে চলিয়া যাইবে। তখন মাসীর কত ক্ষোভ হয়? এজন্য তাঁহারা শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত করেন "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" অর্থ তেন ঈশ্বরেণ ত্যক্তেন প্রদত্তেন ভুঞ্জীথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ কর। ঈশ্বরের সৃষ্ট ভোগ্য ভোগ কর। স্ত্রী-অন্ন-পানাদি বিচিত্র ভোগ্য ভোগার্থই ইহলোকে আসা। মৌমাছি, পিপীলিকা, ইঁদুর, বানর সবাই ভোগ করে। ইহাই স্রষ্টার অলঙ্ঘ্য নিয়ম। অন্যে বলেন, মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী। ইতর সব প্রাণি-সাধারণ যাহাতে কাল যাপন করে, তাহা তাহার বৃত্তি হইতে পারে না। মানুষ বিচারশীল rational being। বিচার দ্বারা সে বৈষম্য ক্ষণভঙ্গুর দুঃখদায়ক (ভোগে রোগভয় ;) দেখিয়া ভোগবিরত হয়। যৌন সম্বন্ধ হিংসা প্রাণিসাধারণের ধর্ম্ম, মানুষ তাহাতে আবদ্ধ চিত্ত হইবে না ! যে জানে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" সে ঈশ্বর চিন্তায়, দেবতা চিন্তায় রত হইবে, যাহাতে দেবতাই হইয়া যাইবে। ঈশ্বর-ভজন মানবের ধর্ম্ম, প্রাণী তা করে না। সব দেশে ঈশ্বর-চিন্তকের উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয়। যেমন Pope of Rome, ইংরেজের আর্কবিশপ, মুসলমানের মৌলানা, চীনের লামা, ভারতের সাধুসন্তগণ। মানবের ভজন প্রাণিগণের ভোজন বৃত্তি। এখানেও বৈষম্য—কেহ Protestant, কেহ Catholic, কেহ Quaker, কেহ সিয়া, কেহ সুন্নী, কেহ বোরা, কেহ রফিকী, কেহ তান্ত্রিক, কেহ বৌদ্ধ, কেহ জৈন, কেহ বৈদিক। বৈষম্য সর্ব্বত্র। সৃষ্টি অর্থই বৈষম্য, যেমন একটি সর্ষপদানা লাল নিটোল গোল, খল তেলপূর্ণ তাহাকে মাটীতে রাখিয়া দুদিন জল দিলেই চতুর্থ দিন দেখা যায়, সে আর লাল গোল খল তেলপূর্ণ নাই। তৎস্থলে মাটী জল, সূর্য্যকিরণ, বায়ু সংযোগে কিঞ্চিৎ লম্বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছন্দ শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। ইহাকেই অঙ্কুর বলে। উহা পিষিলে তেল খল স্থলে রস ও আঁশ মিলিবে। যদি ভাল করিয়া উক্ত লম্বা ছন্দ শ্বেত পদার্থটিকে নিরীক্ষণ কর, তবে দেখিবে উহার এক প্রান্তে ঈষৎ সবুজাভাস দৃষ্ট হয়। এই অবস্থা হইতে উহা আপনার অঙ্গ বৃদ্ধি করে। শ্বেত মূলরূপে মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া লয়। সবুজ আকাশ হইতে নাইট্রোজেন অক্সিজেন টানিয়া স্বীয় অঙ্গ পুষ্ট করে। যদি তুমি উহাকে পাল্টটাইয়া সবুজকে মৃত্তিকায় ও শ্বেতকে উপরে রাখ তবে উহা মরিয়া যাইবে। কারণ, শ্বেতের সাধ্য নাই যে, সে আকাশ হইতে অক্সিজেনাদি টানিয়া লয়। আর সবুজাংশের সামর্থ্য নাই যে মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া নিজ কলেবর বৃদ্ধি করে। সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সরিষার অঙ্কুর কালে বৃক্ষাকার হয়, তার সবুজ পাতার শাক খাও এক স্বাদ, তার ফুল হলদে রং, সুগন্ধ রসলোভী মক্ষিকাদির আনন্দবর্দ্ধক হয়। তাহা ভর্জিত করিলে তাহার স্বাদ পত্রের শাক অপেক্ষা স্বতন্ত্র। সেই ফুল ফলাকারে পরিণত হইলে তাহাতে যে তরকারী হয়, তার স্বাদ অন্য প্রকার। কতিপয় মাস পরে ফল পাকিলে সেই ফল ভেদ কর তাহা হইতে নিটোল গোল লাল তেল-খলপূর্ণ সরিষা-দানা পাইবে। সর্ষপ তার রূপ-রঙাদি সর্ব্বস্ব খোয়ায় নাই। উপাধি জন্য নানা রূপের ভিতর দিয়া চলিলেও উপাধি বিদূরিতে স্বরূপ লাভ করিয়াছে। বস্তু কখনও তার স্বভাব বদলায় না। এই এক ন্যায়, তাহা সত্য ইহা জানা গেল। এই সব নানাত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেও সে তার সর্ষপত্ব হারায় নাই। সর্ষপত্ব সমভাবেই রহিয়াছে বলিতে হয়। তেমনি মনুষ্যত্ব সর্ব্ব মানবদেহে সমভাবে আছে। উপাধি দেশ-কাল-পাত্রাদি ভেদে বৈষম্য ঘটে। সম নিত্য, বৈষম্য অনিত্য।

গীতায় দেখিতে পাই ভগবান বলিয়াছেন—"সমত্বং যোগ উচ্যতে, সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে", "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম", "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিঃ লভতে পরাং", "তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।" বৈষম্য মায়ার কুহকে চিত্তে ভাসে। ভাগবতপুরাণের ১।১।১ বলে—"সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

গীতায় ৪।৬ বলে—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।" মায়ার কুহকে জাগ্রতে বিশ্ব, স্বপ্নে তৈজস, সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞাদি নানাত্ব। বস্তুতঃ যিনি দেহস্থ অন্তর্যামী তিনি "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে।" গীতায় ১৪।৯—"রজঃ কর্ম্মণি ভারত!" রজোগুণে কর্ম্ম, রজ প্রাধান্যে সৃষ্টি। বৈষম্য কর্ম্ম, সম আশ্রয়ে সমাধি নৈষ্কর্ম্মে। "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" সৃষ্টি প্রপঞ্চলয়ে সমপ্রাপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতি

স্মৃ+ক্তি প্রত্যয়ে স্মৃতি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। স্মৃতি স্মরণ রাখা। মনে রাখা। পূর্ব্বকালের ঘটনা মনে করাকে স্মৃতি বলে। স্বপ্ন স্মৃতিরূপা জাগ্রতে অধ্যাসও স্মৃতিরূপা বটে। অধ্যাস শব্দার্থ ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"অধ্যাসো নাম স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। রজ্জুসর্পবৎ॥" মন স্মৃতি নহে।

জড় অন্নময় মন স্মৃতিফলক। যেমন গ্রামোফোনের গান কলে গাটাপার্চ্চার ফলকে রক্ষিত হয়, তেমনি স্মৃতি রাখিবার ফলক মন। গীতায় ১৫।১৫ বলে—"মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।" আমা হইতে (ভগবান হইতে) স্মৃতি স্মরণশক্তি, জ্ঞান (বিচারজ্ঞান, শাস্ত্রীয় জ্ঞান) অপোহন প্রলয় অর্থাৎ বিচারদ্বারা অনুমান হইয়া থাকে। মন বুদ্ধি করণ জড়। জড়ের সংজ্ঞা নাই। কেহ অপোহন অর্থ স্মৃতির বিলোপ বলে। অপ+উহন অর্থ অপগত বিতর্ক। বেদবিধি বিস্মৃত না হয়, এজন্য যে গ্রন্থে বিধিসকল লিপিবদ্ধ করে তাহাকে স্মৃতি বলে। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়—এই প্রস্থানত্রয় মধ্যে গীতাস্মৃতি প্রস্থান।

ভারতে দ্বিশতাধিক স্মৃতিগ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে—"মন্বত্রি-বিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্য-উশনাঙ্গিরা। যমাপস্তম্বসংবর্ত্ত-কাত্যায়ণ-বৃহস্পতিঃ। ব্যাস-শঙ্খ-পরাশর-লিখিত দক্ষ-গৌতম। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশের প্রসিদ্ধি আছে। এই অষ্টাদশখানি স্মৃতি-সংহিতা ব্যতীত বশিষ্টাদি সংহিতা আছে। কেহ বলে—"কলৌ পরাশরঃ স্মৃতিঃ।" কলিযুগে পরাশর স্মৃতিশাস্ত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনুসংহিতার কথা বেদে উক্ত হইয়াছে। মন্ত্র complete code. ইহাতে civil penal and evidance সবই বর্ণিত আছে। কৃষ্ণযজুতে আছে—"যদ্ মনুনা উক্তং তদ্ ভেষজম্।" বর্ত্তমানে অসার বলিয়া তাহা গণ্য। যাহা মনরূপ ফলকে অঙ্কিত হয় তাহা মনের লয়ে লয় পায়। নতুবা জন্মজন্মান্তরে থাকিয়া যায়। যেমন গীতায় ৪।৫ ভগবান বলিতেছেন—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।" বহু জন্ম ব্রহ্মচর্য্যাদি আচরণ করিলে জাতিস্মর হয়। জন্মান্তর দূরে থাকুক, ইহজীবনের সমস্ত কথা স্মরণে আসে না। গীতার কথা পরিসমাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়ঃ॥" তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥" আমার মায়ামোহ নষ্ট হইয়াছে। মায়া মোহে শাস্ত্রোচিত কর্ম্মে যে অনাস্থা বুদ্ধি হইয়াছিল, মোহনষ্টে এক্ষণ শাস্ত্র-বাক্যে আস্থারূপ স্মৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যে অধর্ম্ম বুদ্ধি মায়ামোহে হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে চলা আর্য্যের কর্ত্তব্য এই স্মৃতি জাগিয়াছে। এখন যুদ্ধ করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মযোগেই অর্জ্জুন অধিকারী। এজন্য "স্মৃতির্লব্ধা" বাক্য হইতে যে কেহ কেহ ছান্দোগ্যোপনিষদে সপ্তম অধ্যায় সনৎকুমার-নারদ সংবাদে উপদেশ আছে—"আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতি-লম্ভে সর্ব্ব-গ্রন্থিনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" এই ধ্রুবা স্মৃতি লাভ নহে। ধ্রুবা স্মৃতি অর্থ —ধ্রুব যে ব্রহ্ম তাহার স্মৃতির লোপ না হওয়া, অধ্রুব ত্যাগে ধ্রুবই মানব জীবনের লক্ষ্য, এইটি বিস্মৃতি না হওয়াই ধ্রুবা স্মৃতি। কারণ, গীতার ৪।৩৪ বলিয়াছেন—"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ॥" অর্জ্জুন যুদ্ধের পর তত্ত্বদর্শী গুরুর স্মরণাপন্ন হন নাই। মহাভারতে এজন্য বর্ণিত আছে যে—মৃত্যুর পর তার প্রথম নরক দর্শনান্তর যুধিষ্ঠিরের সহিত স্বর্গভোগ লাভ ঘটে। অনেকে মনে করেন মনই স্মৃতির হেতু। গ্রামোফোনে গানের রক্ষক, গান ও গানের ফলক এই তিনটি পৃথক। তেমনি পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ বা শ্রুত-উক্তি পরবর্ত্তী কালে রক্ষা জন্য যিনি মনরূপ ফলকের স্থাপন করেন সেই উক্তি, ফলক, ও রক্ষাকর্ত্তা পৃথক। কর্ত্তা চেতন হয়। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। ফলক টুটিল; টুটা অংশের গানাংশ শুনা যায় না, তেমনি মন টুটিলে সমগ্র স্মৃতি প্রকাশ পায় না। মন অন্নজাত। তাহা সুতরাং জড়। মন দুর্ব্বল বা রুগ্‌ণ হইলে লোকে চিকিৎসকের বিধিমতে ঔষধ-পত্র খাইয়া মন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করে। সেই ঔষধ ও পথ্য জড় পদার্থ; সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার দ্বারা পুষ্ট মনও জড়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিমতে না চলিলে অর্জ্জুনের মত অবস্থাগত হইতে হয়। মায়ার ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে; অর্জ্জুন মায়ামোহে রোদনপরায়ণ হন। অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং মায়ামোহে মানব ধ্রুবকে ত্যাগে অধ্রুব কর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে। শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।" ঈশা উপনিষদেও বলিয়াছেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।" যাহাকে ধন বলে হীরক-স্বুবর্ণাদি তাহা কি? বর্ত্তমান বিজ্ঞানও বলিতেছেন—হীরক ও পাথর-কয়লা একই কার্ব্বন। কাঁপ, চাপ ও তাপের তারতম্যে একটি উজ্জ্বল ও অপরটি মলিন। যদি একই নিউট্রন হইতে সব ধাতুজাত জন্মিয়া থাকে তবে, সে ধাতুর বিভিন্নতাও নাম মাত্র; সুতরাং হীরক হীরক চিন্তা ত্যজ্য। হীরকের উজ্জ্বলতা যাহা হইতে তাহাই ধ্রুব গ্রহণীয়।

বিচার করিলে আরও দেখা যায়, জড় হীরকের কিম্মৎ কি? মহারাজ রণজিৎ সিং বলিয়াছেন—"উহার মূল্য পাঁচ জুতি।" যে পাঁচ জুতি মারিতে সক্ষম, সেই হীরকালঙ্কার পরিধান করে। যেমন পাঞ্জাব সেনাপতি সেরসিংকে পাঁচ জুতি মারিয়া খৃষ্টানরাজ উহা গ্রহণে কোহিনূর (সমন্তক মণি) হীরাকে দুইভাগ করিয়া রাজা ও রাণীর মুকুট বানাইয়া লইয়াছেন। আবার যে বৃটিশকে পাঁচ জুতি মারিতে পারিবে, সে তাহা গ্রহণ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্তিকার ভিতর খনিতে হীরা, সোনা, তেল, কয়লা থাকে। উহা আসিল কোথা হইতে ? এই পৃথিবী জ্বলন্ত বাষ্পময় সূর্য্য হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ আগত। তাহাও জ্বলন্ত বাষ্প ছিল। শৈত্য সংযোগে ক্ষুদ্র পৃথিবী অল্পকাল মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হয়। তাহার একভাগ বায়ুমণ্ডল ও অপরভাগ সমুদ্র। সমুদ্রের জলে শৈত্য সংযোগে তাহা হইতে কঠিন অণুবিশিষ্ট অংশ নিম্নগ হয় এবং পাতলা অংশ উপরে স্থিত হয়। সেই কঠিনাংশ কাঁপ, চাপ ও তাপের বিভিন্নতায় কেহ পাথর-কয়লা, কেহ হীরা বা অন্য কিছু খনিজ দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। জলের ছাক্‌রা হিসাবে সবই এক। এই সমতাবুদ্ধি জাগিলে অর্থাৎ স্মৃতি ধ্রুব হইলে ধনের কোন তাৎপর্য্য থাকে না। এজন্য স্মৃতি মানুষের উন্নতির হেতু।

ঋগ্‌বেদীয় শান্তিবাক্যে বলে—"বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ আবিঃ আবীর্ম এধি।" গুরুমুখে যে বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা যদি মনে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ মনরূপ ফলকে অঙ্কিত হয় এবং মন যদি সেই বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে স্বপ্রকাশ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। মনবাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা অর্থ—ধ্রুবা স্মৃতি। ন্যায়ের ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মাকারাবৃত্তিঃ। নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিই ধ্রুবা স্মৃতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা সর্ব্বব্যাপী

আত্মা শব্দটি অত+মনট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। অত ধাতুর অর্থ সাতত্য গমনে। সদাই যে গমনশীল, সেই আত্মা। দেহ সদাই পরিবর্ত্তন গমন করিতেছে। এই পিতৃবীর্য্যে মাতৃযোনিতে এই বুদ্‌বুদ্ হইতে অণ্ডরূপে দীর্ঘাকার ভ্রূণ, এই হস্ত পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলের ঈষদ্ বিকাশযুক্ত, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ নরাকার হইয়া মাতৃগর্ভ ত্যাগ। মাতৃগর্ভ ত্যাগ সহ দিন দিন তিল তিল করিয়া তাহার অস্থি-মাংস-রক্ত-মজ্জা-শিরা-চর্ম্মাদির বৃদ্ধি গমন। বাল্য ত্যাগ যৌবনের পূর্ণতা গমন, যৌবন অপগতে প্রৌঢ় ভাবাপন্ন অবস্থাগত, তৎপর বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্ত, তৎপর মৃত্যু হইয়া পরলোকগমন। ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্গাদি হইতে পুনঃ ইহলোকে আগমন। পুনঃ পুনঃ এইরূপে গতাগতি চলিয়াছে। আত্মা শব্দে দেহ, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বুঝায়। এজন্য দেহকে আত্মা বলে। মনকেও আত্মা বলে। মন হইতে দ্রুতগামী কেহ নাই। সে সদাকাল স্বর্গ-মর্ত্ত্যে গমনাগমন করিতেছে। বুদ্ধিকেও আত্মা বলে। বুদ্ধি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের বিচারে সদা নিযুক্ত। তার গতি অবাধ। অনুমানাদি বলে সে কত দূর দূর গমন করে। দেহস্থ চৈতন্যকেও আত্মা বলে। জীবাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা জন্য সদাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলনশীল। ইহলোক হইতে পরলোক, পরলোক হইতে ইহলোকে গমনশীল এ জন্য সে আত্মা। আবার পরমাত্মাও আত্মা শব্দবাচ্য। যেহেতু তিনি সর্ব্বগত। সর্ব্বগত আত্মা সর্ব্বব্যাপী বলে কেন। ব্যাপক জন্য "ইদং সর্ব্বং ব্যাপিয়া স্থিত।" সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্যামীরূপেও স্থিত।

যেমন একটি ঘড়ি, তাহাতে কত রকম উপাদান দ্রব্য পরিদৃষ্ট হয়, সব লইয়াই ঘড়িত্ব। তার মধ্যে স্প্রিং থাকে, তাহা ঘণ্টার কাঁটা, মিনিটের কাঁটাদি দ্রব্যকে নিয়মিত করে। ইহা হইতে অন্তর্যামীত্ব ও ঘড়িত্ব সর্ব্বব্যাপীত্ব বুঝা যায়।

শ্রুতি বলেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" ইহাতে ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবদ্বয় দ্বৈতের সৃষ্টি করে। কারণ, সর্ব্বব্যাপী বলিতে সর্ব্ব থাকা স্বীকার্য্য। ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব স্বীকার্য্য। এজন্য ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী বলা দোষাবহ। ব্যাপ্ততা দেশ-কাল জন্য ঘটে। এজন্য দেশ-কাল থাকাও স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। এই মহান্ দোষ সেই নির্দ্দোষ মহান্ আত্মায় আরোপ করা হয়। নির্ব্বিশেষকে বিশেষিত করা কর্ত্তব্য নহে। তবে কেন শ্রুতি সর্ব্বব্যাপী বলে।

গুরু বিদ্বান্ হইলেও শিষ্য দ্বৈতভাবাপন্ন। যে ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য বাক্য বলা তাহা সেই শ্রোতার বুদ্ধি অনুযায়ী না হইলে সে বুঝে না এজন্য সর্ব্বব্যাপী শিষ্যকে বলা। যেমন বেদান্তে শিষ্য গুরুর নিকট ব্রহ্ম কি জিজ্ঞাসা করিলে গুরু বলিয়াছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" যাহা হইতে অস্য জগতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম আদি ঘটে তিনিই ব্রহ্ম। অথচ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা অভোক্তা। অল্পমতি শিষ্যের বুদ্ধিতে ব্যর্থাপকত্ব প্রবেশা সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়া থাকে। সর্ব্ব না থাকায় সর্ব্বব্যাপী হইতে পারেন না। "ইদং সর্ব্বং" ইদমগ্র কালে ছিল না, প্রলয়ান্তেও থাকিবে না। মধ্যকালে দৃষ্ট হয়। যেমন সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্য। যাহা আদিতে থাকে না, অন্তে থাকে না, মধ্যে দেখা যায় তাহা রজ্জুসর্পবৎ যখন দেখা যায় তখনও থাকে না। এজন্য ভাগবতপুরাণে ১১।২৮।২১ বলিয়াছে—"ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।" উহা রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পবৎ ঘন প্রসূত। উহা নামমাত্র। যেমন খ-পুষ্প, বন্ধ্যাপুত্র। ভাগবতের ১২।৫।৬ শ্লোকে বলে—"মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥"

সুষুপ্তিকালে মন থাকে না, জগৎ ভাসে না। মন জাগিলে তৎসহ জগৎও জাগে। মন নাই যখন, জগৎ নাই তখন। মনই জগৎ রচে। পরমাত্মার মনপ্রাণ নাই ; সুতরাং জগৎ রচে না। জীবাত্মার মন আছে, জগৎ রচে। কঠ শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিনঃ।"

যদি বল জীবাত্মার মন নাই, ইনি মনবেষ্টিত, তবে ইনি জগৎ রচেন না, ভোগও করেন না। যেমন গীতায় ১৩।৩২ বলে—"শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়। ন করোতি ন লিপ্যতে।" ১৩।৩০ বলে—"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" গীতা১৮।১৬ বলে— "তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃত-বুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥" দেহস্থ আত্মা অকর্ত্তা জন্য কর্ম্মফল ভোক্তাও নহে। যেমন জলে চাঁদের প্রতিবিম্বের নাচনি লোকে দেখে, তেমনি বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিশ্চল পুরুষের প্রতিবিম্বের ক্রিয়াশীলতা দেখে। আবরক জলের নাচনি চাঁদে আরোপ করে। তেমনি আবরক মনের নাচনি আত্মাভাসে আরোপ করে। আত্মা যদি সর্ব্বব্যাপী হন, তবে তার বাহিরে মায়া বা কারণ সলিল নাই যাহাতে চিদাভাস পতিত হইবে। কারণ সলিল না থাকিলে কার্য্যব্রহ্মাদির উৎপত্তিও সম্ভবে না।

"ইদং সর্ব্বং ব্যাপী" বলিলে ইনি পরিচ্ছিন্ন হন। এজন্য ঋ. ১০।৯০।৩—"পাদোঽস্যা বিশ্বভুবনানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" বৃ. আ. ৫।১—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" শ্রুতিবাক্যেও তিনি ইদন্তাধিক বলা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী অর্থ ইদং সর্ব্বং ব্যাপী।

গীতাতে ৯।৪,৫ শ্লোকে বলে—"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥" অব্যক্ত মূর্ত্তি আমাদ্বারা ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্ত। সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত নয়, আমিও সর্ব্বভূতে অবস্থিত নহি। যেমন রজ্জুসর্পস্থলে, সর্পত্ব রজ্জুতে স্থিত সৎ এবং সেই সর্পে রজ্জু নাই। রজ্জুতে সর্প অধ্যস্ত অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীত হয়। ব্যপদেশমাত্রং। পরবর্ত্তী শ্লোকে আমি জগতে নাই। জগৎ আমাতে নাই বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। সর্ব্ব বলিয়া কিছু নাই, ব্যাপীও কেহ নহে, তত্রাচ অস্তি জন্য সর্ব্বব্যাপী আত্মা বলা হইয়া থাকে। অদ্বৈতের ভাষা নাই এজন্য সকলি দ্বৈতের ভাষা ব্যবহারে বলিতে হয়। এজন্য সর্ব্বব্যাপী শব্দ ব্যবহৃত হয়। এজন্য ভাগবতপুরাণ ১।১।১ বলিয়াছেন—"সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধামহি।"

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি

গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধস্ব, আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" শ্রদ্ধাসহ গুরুমুখে বেদবাক্য শ্রবণ মনন করতঃ বেদে যে পুরুষের প্রকাশ করে তাহাকে জানে।

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশং পূজনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

সর্ব্ব উপাধি বিনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি। যিনি পাপ-মায়াদ্বারা কখনও বিদ্ধ হন না। অপাপবিদ্ধং। তিনিই নিরস্ত মায়ার কুহক অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত। তাঁহাকে হৃষীক ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পূজন তাহার নাম ভক্তি। যেমন পত্রেণ পূজয়েৎ, পুষ্পেণ পূজয়েৎ, ধূপেন পূজয়েৎ, দীপেন পূজয়েৎ, নৈবিদ্য দ্বারা। পূজন, তেমনি ইন্দ্রিয় দ্বারা পূজন। গীতায় বলে—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" এই সকল যাহা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়, তাহাতে দাতা পূজকের আর কোন স্বত্ব-সামিত্ব থাকে না। উহা দেবতার সম্পত্তি হয়। পূজক আর ঐ নির্ম্মাল্য পুনঃ ব্যবহার করিতে পারে না। অর্থাৎ চিরকাল প্রদান। তেমনি ইন্দ্রিয়দ্বারা পূজন অর্থ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার চিরতরে ত্যাগ করেন। ঐ ইন্দ্রিয় এখন দেবতার সম্পত্তি, উহার ব্যবহার করিলে দত্তাপহারী হইতে হয়। কেহ বলেন, এক প্রস্থ মাত্র ইন্দ্রিয়; উহা যদি দেবতাকে দেয়, তবে একদিনেই পূজা শেষ, কারণ ইন্দ্রিয় ত্যাগে পূজা হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়দ্বারা পূজন অর্থ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দেবহিত কাজ করা। যেমন অথর্ব্ববেদীয় শান্তিবাক্যে দেখিতে পাওয়া যায়—

"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥"

কেহ বলেন তাহা কেন হইবে। যতিগণকে অজিহ্বষণ্ডক অভ্যাস করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে যথা—

অজিহ্বষণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।
মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড়্ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ॥"

অজিহ্ব হইলে প্রশংসা বা নিন্দা করা চলে না। ষড় রসের আস্বাদন চলে না। ষণ্ডক অর্থ নপুংসক। যৌন সম্বন্ধ দ্বারা কামবৃত্তি চরিতার্থ করা নপুংসকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। পঙ্গু পদের চলনশক্তি থাকিতেও আসন ত্যাগ করা নাই। অজগর বৃত্তিতে অবস্থান করিবে। ভিক্ষার্থ অটন নিষ্প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্ষু থাকিলেও অন্ধবৎ থাকিবে। যেমন রাণী গান্ধারী করিয়াছিলেন। বধির কানে শুনে না। অর্থাৎ গালি করা কি প্রশংসা করা তুল্যভাব। মুগ্ধ শিশু বা মাতৃগর্ভস্থ অণ্ড (পরলোক হইতে সূক্ষ্ম শরীরসহ ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে)। সুতরাং মনাদি থাকিলেও তাহার ব্যবহার নাই। মায়ামুগ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে। কঠ শ্রুতি বলেন—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" ২।১।১

অন্যত্র বলিয়াছেন—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥" ২।৩।১০

অন্যে বলেন, দেখ ঈশ্বর কত যত্ন করিয়া শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা ভোগের জন্য অতি যত্নে সূক্ষ্ম দশটি ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার সেই ইন্দ্রিয়গণের সহকারিরূপে অতি সূক্ষ্ম মনাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি আমরা এই সকলের ব্যবহার না করি, তবে তাঁর পরিশ্রম ব্যর্থ যার জন্য তিনি নিশ্চয়ই রুষ্ট হইবেন। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। তেন ঈশ্বরেন ত্যক্তেন প্রদত্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ভোগ কর।

অন্য কেহ বলেন, যে হেতু ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্ববিনাশশীল ক্ষণভঙ্গুর। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। অতএব অধ্রুব পার্থিব সম্পদ ত্যাগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্রুব ঈশ ধ্যানে পরম আনন্দ উপভোগ কর। কর্ম্মের ফল ভবিষ্যৎ কালে অদৃশ্য দেশে মিলিবে এই আশা নিয়া কাজ করা আর ঈশ ধ্যানে আনন্দ ইহলোকে স্থিত অবস্থায়ই লাভ ঘটে। এখানে প্রতীক্ষার স্থান নাই।

গীতায় ৪।৩৯ বলে—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"

গীতায় ৪।৪০ বলে—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

গীতায় ১৭।৩—"শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।"

যে ব্যক্তি সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্ত সে সাত্ত্বিক হয়। যেমন বিভীষণ। যে রাজসিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে রাজসিক হয়। যেমন রাবণ। যে তামসিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে তামসিক হয়। যেমন কুম্ভকর্ণ। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে জলাদি অর্পণ রূপ ব্যাপার তাহাকে শ্রদ্ধা বলে। "শ্রদ্ধয়া দীয়তে ইতি।"

ভক্তি কি? তৎ সম্বন্ধে নারদভক্তিসূত্রে বলে "সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।" কস্মৈ অর্থ কং মুখং (কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম) তৎ স্বরূপং পুরুষে পরম প্রীতিই ভক্তি। শাণ্ডিল্য-সূত্রে বলে—"সা পরাণুরক্তিঃ ঈশ্বরে।"

"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" যেমন সুষুপ্তি ও সমাধি কালে হইয়া থাকে। সুষুপ্তি গাঢ় নিদ্রা তখন তম আবরণ অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ শরীর থাকা। সমাধিতে তাহা লয় পায়। সম+অধি সমাধি। "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম।" সেই সম ব্রহ্মে চিত্ত আশ্রয় নিলে তাহাকে সমাধি বলে। অধি অর্থ আশ্রয়। সম ব্রহ্ম অবলম্বনে স্থিতি।

অবৈহি অর্থ জানিবে। শ্রদ্ধা-ভক্তি ধ্যান যোগে 'তৎ' কে জানা যায় অর্থাৎ স্বানুভূতি ঘটে।

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥" মু ৩।১।৮ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ইহাকে পরমহংস-সংহিতা বলা হইয়াছে, এবং গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে অর্থাৎ উপক্রমে—"সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" বাক্যটি দৃষ্ট হয় এবং দ্বাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ উপসংহারে দেখিতে পাই যে, গ্রন্থের বক্তব্য কি? তাহাতে আছে—

"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং, কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥" ১২।১৩।১২ ॥

সুতরাং গ্রন্থখানি অদ্বৈততত্ত্বকথা পূর্ণ। কিন্তু প্রথমাংশে নারদপঞ্চরাত্রান্তর্গত সাত্বত-সংহিতার ঝঙ্কারে অলঙ্কৃত।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ!॥" ৭।১৬॥

২য়— ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবতে নারদের উক্তিতে দেখিতে পাই—কাম, ভয়, দ্বেষাদি দ্বারা ভগবৎ সাধন হয় এবং স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে —দ্বেত দ্বারা সাধনের তুল্য কিছু নাই। ভাঃ ৭।১।২৬ শ্লোকটি এই—"উক্তঃ ন তথা ভক্তিযোগেন যথা বৈরানুবন্ধেন।" এবং এই সকল উপাসকের এক ফর্দ্দ দিয়াছেন।

"গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ! ॥" ৭।১।৩০ ॥

গোপীগণ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ভোজ কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান আমার হন্তা এই ভয়ে ভজন করে। চেদিরাজ শিশুপাল ও হিরণ্যকশিপু দ্বেষদ্বারা সাধন করে। বৃষ্ণিগণ কুটুম্বিতা জন্য সাধন করে। তোমরা যুধিষ্ঠিরাদি স্নেহদ্বারা সাধন কর এবং আমরা নারদ অসিত দেবল পর্ব্বতাদি বিভুকে ভক্তিদ্বারা সাধন করি। ইহা ভক্ত ভক্তির সংখ্যা অতীব লঘিষ্ঠ হইতেছে। পশ্চাদ্ভাগে পরমহংস-সংহিতা অতীব সুস্পষ্ট। উহার ১১।১০।৬, ৭, ৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"যোগস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬ ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেম্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥ ৭ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥" ৮ ॥

অর্থ—ভগবান বলিলেন—মনুষ্যগণের মঙ্গল সাধনেচ্ছায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তিন প্রকার যোগের উপদেশ করিয়াছি—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ; এতদ্ভিন্ন কল্যাণ সাধনের আর অন্য উপায় কুত্রাপি নাই। ৬

দুঃখবোধ হেতু কর্ম্মের ফলে বিরক্ত হইয়া কর্ম্মত্যাগকারী-দিগের জ্ঞানযোগ এবং এই কর্ম্মে দুঃখবুদ্ধি যাদের নাই ও ফলের প্রতি যাদের চিত্তে বিরক্তি আসে নাই, তাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ সিদ্ধিদায়ক। ৭

ভাগ্যোদয়ে যে পুরুষের আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যিনি কর্ম্মফলে বিরক্তও নহেন, আসক্তও নহেন, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ। ৮

কর্ম্ম ও জ্ঞানে মধ্যবর্ত্তী ভক্তিযোগটি স্থাপিত। গীতায় দ্বিবিধা নিষ্ঠা বলিয়াছেন। ত্রিবিধা বলেন নাই। "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥" গীতা চতুর্ব্বিধভজন-কারী মধ্যে জ্ঞানী একনিষ্ঠভক্তি ধনে ধনী দৃষ্ট হয়। অন্য তিন জন তাহাতে অধিকারী নহেন। গীতায় এতদ্ব্যতীত অনন্যাভক্তি অব্যভিচারিণীভক্তি পরাভক্তি জ্ঞানের পূর্ব্বাভাস মাত্র। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় হয়। অরুণোদয় সূর্য্যোদয়ের প্রথমাবস্থা মাত্র; কিছু পৃথক্ নহে। সাধারণ অল্প বুদ্ধি জনগণের ভজন কর্ম্মসহ ভক্তিযুক্ত আর জ্ঞানসহ ও ভক্তিযুক্ত এক জন্য ভক্তি উভয়াত্মিকা বাক্যে স্বতন্ত্র বলা যায় না। এ জন্য গীতায় ভক্তি কোন স্বতন্ত্র যোগ নহে। কোন কোন মতবাদী জ্ঞানকে কোন যোগ বলিতে চাহেন না। তন্মতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা অবৈদিক। যেমন গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥"

জ্ঞানীর সংখ্যা Microscopic minority অর্থাৎ অতীব স্বল্প সংখ্যক জন্য কোন মতবাদী গণ্য নহে।

শ্রদ্ধার স্তরভেদ গীতা ৭।২১—"তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥" "অল্প মে ধন্যাং" এই অচলা শ্রদ্ধা বহু দেবযজনের তেমনি অল্প শ্রদ্ধা এক দেবযজনেও চাই। আত্ম-জ্ঞানযোগ সার্ব্বজনীন উহাতে সাম্প্রদায়িকত্ব সম্ভবে না। "সমত্বং যোগ উচ্যতে।" সব সমান সেখানে বৈষম্যের স্থান বৈষম্যেই পৃথকৃত্ব ঘটে। "অবৈহি" কাকে জানবে? নির্দ্দোষ সমব্রহ্মকে জানবে। "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাৎ"॥

কাৰ্ত্তিক

আজ বঙ্গদেশে কাৰ্ত্তিক পূজা। কাৰ্ত্তিক দেব-সেনাপতি। অতএব বঙ্গযোদ্ধার উপাসক। দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর পূজাও তাহার দ্যোতক। কাৰ্ত্তিক মাস পুণ্য মাস। এই মাসে প্রতিদিন তিন বার স্নান করে। আমিষাদি ত্যাগ করিয়া ব্রতানুষ্ঠান করে। এই মাসে ওল খেতে নাই। কৃত্তিকানক্ষত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে মাসে পৌর্ণমাসী ঘটে, তাহার নাম কার্ত্তিক মাস। কেহ কেহ তুলার্ক চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করেন।

সূর্য্য এই মাসে তুলারাশি ভোগ করেন। এই মাসে বাটীর বাহিরে প্রদীপ দান করিয়া থাকে।

কার্ত্তিকের নাম "কার্ত্তিক" হইল কেন? যেহেতু শরবনে কার্ত্তিকের জন্ম হইলে স্তন্যদাতৃ না থাকায় কৃত্তিকাদি ষড়-মাতৃকা আসিয়া তাঁহাকে স্তন্যদানে বৰ্দ্ধিত করেন। কৃত্তিকাদির জন্য কার্ত্তিকনামা হইয়াছেন। পুরাণে বলে—

"মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥"

দেবী পার্ব্বতী জগজ্জননী। এজন্য জগতটাই স্বদেশ mother country। বিরাট্ পুরুষের দেহখানি ত্রিভুবনব্যাপী। সেই দেহের একাংশে পৃথিবী; তাহাতে আমরা বাস করি; সুতরাং সেই বিরাট্ দেহখানি আমাদের স্বদেশ। পুরাণে দেখিতে পাই, এই জগজ্জননী বন্ধ্যা। গণেশ ও কার্ত্তিক তাঁহার গর্ভজাত নহে।

দেবী মহামায়া যখন দক্ষকন্যা 'সতী' নামে অভিহিতা হইতেন, তখন তাঁহার পুত্র না জন্মায় তিনি দুঃখিত হন। ইংরেজীতেও বলে-- "Barrenness in wedlock, life is a distress"। এবং শিবের নিকট 'আমার পুত্র চাই' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তখন শিব বলিলেন—"বেশ কথা, নারায়ণব্রত কর, পুত্র পাইবে।" দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই ব্রতের নিয়মনিষ্ঠাদি কিরূপ?" শিব বলিলেন—"তাহা চিরকুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনৎকুমার জানেন।" সনৎকুমারকে ডাকা হইল। সনৎকুমার আচার্য্য এজন্য "শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতম্।" শব্দব্রহ্ম কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাংশ ও পরব্রহ্ম উভয় বিষয় পটু। শ্রুতিতে গুরুর লক্ষণেও তাহাই বলে—"গুরুসেবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠন্।" সনৎকুমার আসিলে দেবী নারায়ণব্রত পদ্ধতি জানিতে চাহিলেন। সনৎকুমার বলিলেন—"সেই ব্রত বড় দুরূহ, তাহা করিবার অধিকারী বড় কম।" দেবী বলিলেন—"আমি ভগবতী, আমি উহা আচরণে সমর্থ হইব। কারণ, ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের আমার অভাব নাই।" তখন সনৎকুমার বলিলেন—"ব্রতের আর একটা গোলযোগপূর্ণ অংশ আছে। বিনা দক্ষিণায় যজ্ঞ হয় না। সেই দক্ষিণা কি হইবে তাহা অগ্রে বলার নিয়ম নাই। পুরোহিত দক্ষিণার সময় যাহা দক্ষিণা চাহিবেন, তাহাই দিতে হইবে, নতুবা সব ব্রত পণ্ড হইবে।" দেবী বলিলেন—"তাই স্বীকার।" তখন নারায়ণ ব্রত আরম্ভ হইলে পুরোহিত যেমন যেমন বলিলেন, দেবীও তেমন সব ব্যয়াদি বহন করিলেন। দক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে, পুরোহিত বলিলেন—"শিবকে দক্ষিণা দিতে হইবে।" দেবী বলিলেন—"একি কথা! পতিকে দক্ষিণা দিব আর আমি পুত্রার্থী। এ তোমার কি বিবেচনা?" পুরোহিত বলিলেন—"যাহা বলিয়াছি তেমন কর, নয় ব্রত এখানেই শেষ হইল।" তখন শিব হাসিয়া বলিলেন—"এখন দক্ষিণান্ত কর, পশ্চাৎ অন্য সব চিন্তা করা যাইবে।" শিবকে দক্ষিণা দিয়া ব্রত সমাধান করিয়া আসন হইতে না উঠিতে উঠিতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবীর শয্যায় বালকের রোদনধ্বনি শ্রুত হইল। দেবী গিয়া দেখেন সুন্দর পুত্র। পুত্র ক্রোড়ে করিয়া নীচে আসিলেন ও সব দেবতাকে দেখাইলেন। নারায়ণ স্বয়ং পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন মন্ত্রবলে। ইহারই নাম গণেশ বা গণপতি।

দক্ষযজ্ঞে সতী পিতৃমুখে পতি নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করেন। তৎপর শিব হিমালয়ে কোন স্থানে আসন করিয়া ধ্যানস্থ ভাবে অবস্থিতি করেন। তখন তারকাসুর ত্রিভুবন জয় করতঃ দেবতাদিগকে, স্বর্গভ্রষ্ট করেন। দেবগণ রেফুজী অবস্থায় মর্ত্ত্যে বিচরণশীল হন। দেবরাজ ইন্দ্র এই অত্যাচার দূরীভূত করার জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন ও আত্মনিবেদন করেন। ব্রহ্মা বলিলেন—"ইহাতে আমার হাত নাই, চল বিষ্ণুর নিকট যাই।" ব্রহ্মাকে মুখ্য করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন—"ইহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। শিব-বীর্য্যে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহার দ্বারা তারকাসুর বধ হইবে। এদিকে সতী পুনঃ হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনে পদার্পণ করেন। তিনি হিমালয়ের যে স্থানে শিব অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় নিত্য শিবচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে শিবপূজন করিতেছিলেন। ইন্দ্র এই খবর পাইলেন, দেবী যখন শিবপূজারত হইবেন তখন মদন ফুলধনু হইতে শরত্যাগে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দেবীর রূপে মুগ্ধ শিবদ্বারা বীর্য্য স্খলন করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গ হইল; কিন্তু দৃষ্টি দেবীতে না পড়িয়া নেত্রাগ্নি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদনকেই ভস্ম করিল। কামহন্তা পুনঃ ধ্যানস্থ হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্র নারদকে পাঠাইয়া পার্ব্বতীদেবী সহ বিবাহের প্রস্তাব করাইলেন। বিবাহ হইল, শিব ও পার্ব্বতী কৈলাসে বাস করিলেন। সহস্রবর্ষ অতীত হয় শিবের বীর্য্য স্খলনের কোন কথাই নাই। প্রকৃতি-পুরুষ মিলন জন্য পুংসের রেতঃ পাত হইয়া থাকে। ইন্দ্র অগ্নিকে দূত করিয়া পাঠাইলেন। তুমি আলোক দ্বারা বায়ু প্রবেশের দ্বার দিয়া দেখ মিথুন মৈথুনরত কি না? অগ্নি ছিদ্রদ্বারা নেত্র প্রবেশ করাতেই শিব উত্থিত হইলেন ও তাঁহার স্কন্দিত রেতঃ দেবীর গর্ভে পতিত না হইয়া সেই অগ্নিদেবের গাত্রে পতিত হইল। সে বীর্য্য এত তেজময় যে, অগ্নি তাহা ধারণে অক্ষম হইলেন, গঙ্গায় স্নান করতঃ গাত্র ধৌত করিলেন। গঙ্গাও সে বীর্য্য ধারণে অসমর্থা হইয়া তাহা শরবনে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরবনে কার্ত্তিকের উৎপত্তি হইল। কৃত্তিকাগণ স্তন্য দ্বারা তাঁহাকে বর্দ্ধিত করিলে তিনি পিতৃ-মাতৃ দর্শনার্থ হিমালয়ে গমন করেন। তথায় ইন্দ্র তাঁহাকে দেব-সেনাপতিপদে বরণ করেন। কার্ত্তিক সেনাপতি হইয়া দেবসৈন্য সহ তারকাসুরকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিলেন। তারকাসুর যুদ্ধে হত হইলে ইন্দ্র স্বর্গে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

দেবী গর্ভধারণ করিবার আশায় ছিলেন তাঁহার সেই আশা ভঙ্গ হওয়ায় তিনি অভিশাপ দিলেন যে, কোন দেবপত্নী আর প্রসব করিবেন না। এজন্য দেবীগণ সকলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধ্যা। "বন্ধ্যাপুত্রঃ ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে।" ভাগবতপুরাণেও বলে—"ন যৎ পুরস্তাৎ উত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্॥" ভা ১১৷২৮৷২১॥ যাহা আদিতে থাকে না, অন্তে থাকে না, কেবল মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা তখনও থাকে না। সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ প্রতীত হয় মাত্র।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের শেষ ভাগে আছে—"ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে।" আমরা দেখি, দক্ষযজ্ঞে যে সতীর মৃত্যু ঘটে সেই দক্ষকন্যা নারায়ণব্রত করতঃ গণপতিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। সেই নারায়ণব্রতে সনৎকুমার অধ্যক্ষ। আবার পার্ব্বতী-তনয় স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়। সেই স্কন্দ শব্দদ্বারা সনৎকুমার অভিহিত। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদকে উপদেশ দিতেছেন। সতী পার্ব্বতীর ন্যায় সনৎকুমার দ্বিতীয় জন্মে স্কন্দ বলিতে হয়। অথবা স্কন্দিত অর্থ উৎক্ষিপ্ত। সনৎকুমার ব্রহ্মবিদ্যার উৎক্ষিপ্ত বীজস্বরূপ জন্য স্কন্দ আখ্যায় আখ্যায়িত।

স্কন্দ উপনিষদ্ বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র উপনিষদ্ পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে দুটি মন্ত্র আছে, খুব স্মরণ রাখার উপযুক্ত।

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবং কেবলঃ শিবঃ॥" ১॥

"অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥" ২॥

কেহ মনে করিতে পারেন, দেবীর দুই পুত্র গণেশ ও কার্ত্তিক। কার্ত্তিকের নামে মাসের নাম হইল, গণেশের নামে মাসের নাম নাই কেন? তদুত্তরে বলিতে হয়, কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে কার্ত্তিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাসের নাম হইয়াছে। দেব-সেনাপতির নামানুসারেও হয় নাই। গণপতির পূজন মাঘমাসে সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিনে হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে খুব ধূমধামের সহিত গণের পূজা হয়। জৈনগণও গণপতি পুজা করে। মাঘমাসে উত্তরায়ণ আরম্ভণ হয় তাহা বর্ষের আরম্ভণ কাল বসন্ত ঋতু। সুতরাং বর্ষের প্রথম ভাগেই গণপতির পূজা হইয়া থাকে।

মুণ্ডকোপনিষদে অগ্রহায়ণ শব্দস্থলে অগ্রয়ণ পাঠ দৃষ্ট হয়। অনাগ্রয়ণম্ অর্থে অগ্রয়ণ মাসে অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য যে ব্রত তাহা না করা। হায়ণ অর্থ বর্ষ। অগ্রহায়ণ অর্থ বর্ষের আরম্ভণ। অগ্রয়ণ মৃগশিরানক্ষত্রের এক নাম। যে জন্য অগ্রয়ণ মাসকে মার্গশীর্ষ মাস বলে। মার্গশীর্ষ অর্থ পদ্মের শীর্ষ স্থান যথা হইতে যাত্রা করিতে হয়। অগ্রয়ণ মাসে নব শস্য কাটে তখন সংবৎসরের খাদ্য গৃহে মজুত করিয়া লোকে সানন্দে নবান্নাদির উৎসব করে ইহাই অগ্রয়ণ ব্রত। বঙ্গদেশে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস দেবপূজা পিতৃগণের অর্চ্চন দ্বারা নন্দিত হয়। মহালয়া হইতে কার্ত্তিক পূজা পর্য্যন্ত শরৎকাল দেবার্চ্চন রত থাকা কি সুন্দর পদ্ধতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐতরেয় উপনিষদের প্রথম মন্ত্র

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঈক্ষত লোকান্নু স্‌জা ইতি।

অন্বয়—আত্মা বৈ ইদম্ অগ্রে এক এব আসীৎ। ন অন্যৎ কিং চন নিমিষৎ। সঃ ঈক্ষত লোকান্ নু স সৃজৈ ইতি।

আত্মা=আপ্ আপ্ত ব্যাপ্ত ধাতুর উত্তর মনট্ প্রত্যয়ে অথবা অদ্ ভক্ষণে ধাতুর উত্তর মনট্ অথবা সত সতত গমনে ধাতুর উত্তর মনট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী হন। অদ্ ধাতু গ্রহণে অর্থ যিনি মায়া ও তৎকার্য্য গ্রাস করিয়া থাকেন। ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রের অন ও তাহার মায়া বা তৎকার্য্য অন্ন। অনর অন্ন। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন বহিঃ ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।" প্রলয়ে সব বিনষ্ট অন একমেবাদ্বিতীয়ম্। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" অবস্থাগত হন। অন অর্থ অস্তি। ন+ন। যার কদাপি নাস্তিত্ব ঘটে নাই অবাধিত সত্ত্বাযুত। অত গ্রহণে যিনি সর্ব্বগত। অথবা ইহলোক-পরলোক গমনশীল। বৈ অর্থ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে 'ইদমগ্র ইদং' উৎপত্তির অগ্রে আত্মা একাই মাত্র ছিলেন। দ্বিতীয় কিছু ছিল না। "ন অন্যৎ কিং চন নিমি।" সাংখ্যের (কপিলকৃত দর্শনশাস্ত্র) প্রধানা বা কাণদের (বৈশেষিক, দর্শন প্রণেতার) পরমাণুর ন্যায় সক্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ক্রিয় কিছু ছিল না। তম, কাল, দেশ, পাত্র ছিল না। সে জন্য তিনি ঈক্ষণ করিলেন যে এই কালে লোক (দেশ=space) সৃজন করি। যখন লোক নাই তখন কোথায় অথবা বিনা উপাদানেই সৃষ্টি করিলেন। তিনি বলেন আর সেটি অমনি হইয়া যায়। বলিতে পাঞ্চভৌতিক বাক্ ইন্দ্রিয় চাই। অথচ নিষ্ফল। বাইবেলেও দেখা যায়, সব গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, জলময় ছিল এজন্য ঈশ্বর প্রযত্ন আলোক সৃষ্টি করেন। আলোকও তদভাব লইয়া দিবারাত্রি ঘটে। শুষ্কভূমি (space) তৎপর তিনি নির্ম্মাণ করেন। তৎপর মনুষ্যাদি সৃষ্টি করেন প্রথম কাল পশ্চাৎ দেশ উৎপত্তি ঘটে। এমন প্রশ্ন মনে জাগে ঈক্ষণ করেন যে শ্রুতি বলিলেন তাহাতে ঈক্ষণার্থ মন বক্ প্রাণ তাঁর তখন ছিল। ইহা অনুমেয়। এবং তিনি চেতন কারণ অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত তুনিয়ায় পরিদৃষ্ট হয় না। অথচ শ্রুতি বলেন—"অপ্রাণো হ্যমনা শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" তাঁর কোন মন-প্রাণাদি নাই কলা নাই। নিষ্ফল তিনি মন পাইলেন কোথা হইতে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৩।১৯ মাত্র দেখিতে পাই—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।" হাত পা নাই অথচ বেগে গমন করেন ও হস্তে ধারণ করেন। এজন্য বলিতে হয় ধ্যায়তীব লেলায়তীব, যেন ধ্যান করেন, যেন লেলায়মান হন। দ্রষ্টার দৃষ্টিবিভ্রম জন্য প্রতীত হয় ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ।

শ্রুতি অনুসারে মন বাক্ প্রাণ অন্নতেজ অপ হইতে জাত মন অন্নময়। বাক্ তেজময়ী প্রাণ অপময়। অন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পচাইলে মদ হয়। সেই মদ হইতে spirit বোতলস্থ করা হয়। সেই বোতলস্থ সূক্ষ্ম অন্নাংশ জাত মন। যদিচ ঐতরেয় উপনিষদ ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রের ন্যায় তম সমাগমে বর্ণিত নাই। তম রূপ অন্ন মন বাগাদির উৎপত্তি স্থান বা কারণ। সেই অন্নপূর্ণা হইতে পুরুষ মন বাক্ প্রাণ ঋণ গ্রহণ করেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঈক্ষণ করেন। এইটী লক্ষণায় বুঝিয়া নিতে হইতেছে। কারণ, দেশ বা লোক সৃজনের পূর্ব্বে কাল ঘটিয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে সপ্তান্ন প্রকরণে মন বাক্ প্রাণ ইহার আত্মার অন্ন বলা হইয়াছে। যে জীব মন বাক্ প্রাণ করে সে তখন এতৎ ত্রয়বিহীন অবস্থাগত হয়। তাহাই সমাধি দশা। যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন—"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥" কঠ ২।৩।১০॥

দৈনন্দিন প্রলয় যাহাকে সুষুপ্তি বলে। তখন মন বাগাদি থাকে না। আমিনামা জীব একাই অবস্থিতি করেন। তখন বড় সুখ লাভ ঘটে। তখন দন্তরোগের তীব্র যাতনা, পুত্রশোক বিত্তশোকাদি থাকে না। যেই মন জাগে, অমনি বেদনা যাতনা জাগে। দুঃখের পসরা মন বহন করে, আমি নয়। আমি সুখময়। ঋ ১০।১২৯।৩—"তপসস্তন্মহিনা-জায়তৈকম্।" ঋ ১০।১৯০ সূক্তে বলে—"ঋতং চ সত্যং চাবিধ্যাৎ তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুণ্ডকোপনিষদে বলে—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম। ততোঽন্নমভিজায়তে অন্নাৎ প্রাণঃ।" এই সব স্থানে তপ অর্থ ত+প। ত=তৎ ও প পরন্ত্রতা। তৎের পরতন্ত্রতা গমনকে তপ বলে। তপসা অর্থ পরতন্ত্রতার ফল।

তৎ শব্দ আত্মাবাচী ইদং শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য প্রপঞ্চবাচী। আত্মার সৃষ্টলোকাদি ইদংশব্দ বাচ্য। সেই ইদন্তা সহ আত্মার যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ কল্পিত হয়, তৎফলেই দেহ দেহীর একতা অল্প বুদ্ধির মনে প্রবল সংস্কার জন্মায়। এই যে ঋণ গ্রহণে অন্নত্রয় প্রাপ্তি ও ব্যবহার তাহাকে ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৪ অসতের দ্বারা সতের বন্ধন বলিয়াছে। এই যে অসতের দশাগ্রস্ত জীব স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া মায়ার পরাধীনতায় আপনাকে অনীশ বলিয়া মনে করে। নববন্ধন জন্য যে উত্তাপ জন্মে, তাহা তপসা শব্দের দ্বারা লক্ষিত। Heat Expand ন্যায়ে অধি অজায়ত। বেড়ে যান যেন, ইহা মন কল্পিত। নববন্ধনরূপ উপাধিযোগে বৃদ্ধি কল্পনা। তৎফলে মোহ রাত্রির উদ্ভব ঘটে। মায়া মোহে অজ্ঞান আঁধারে সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ দৃশ্য প্রপঞ্চ দেখিতে থাকে।

এই চিত্ত বিভ্রম নিরাকরণের জন্য গুরুগৃহে গমন করে। প্রসন্নচিত্ত গুরু হইতে পরিপ্রশ্নদ্বারা প্রকৃতি কি পুরুষসাধ্য এই সংশয় চিরতরে গুরুপ্রসাদে নিবারিত হয়। তখন গুরুব্যাক্যের মণ্ডণ ও তদেতর বাক্যের খণ্ডনরূপ মনন কার্য্য চিত্তে নিয়োজিত করিয়া নিদিধ্যাসনে আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া নন্দিত হয়। ঈশা উপনিষদে প্রথম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

ঈশ ধ্রুব আর যাহা অনীশ অধ্রুব। সুতরাং অধ্রুবর পরিত্যাগে ধ্রুবকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে।

গুরু শিষ্যকে প্রথমে ভেদ দর্শন করান এবং তাহার দোষ দেখাইয়া অভেদে পরমাত্মনিতে মন বুদ্ধি সংযোজিত করান। হিন্দীতে একটী দোহা আছে যথা—

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লাকে ময়লা নহি রহে জপ আগ করে পরবেশ॥

এজন্য ঐতরেয় উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে ভেদের উপদেশই করা হইয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ।

কে দেখে

অন্ধকার গৃহে দীপ জ্বালিলে গৃহস্থ দ্রব্যসকল দৃশ্য হয়। যদি ঐ সময় কোন প্রাণীর চক্ষু উপস্থিত না থাকে তবে দৃশ্য দৃষ্টি হয় না। তেমনি সূর্য্যকিরণে রাত্রির অন্ধকার দূঢ় করতঃ সূর্য্য দেখা যায়, জাগতিক দৃশ্যও দেখা যায়। তাহাও চক্ষু সাপেক্ষ। কোন প্রাণীর চক্ষু যদি তথায় না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে তবে দেখা যায় না সেই দৃশ্য সকল। সুতরাং দেখিতে হইলে চক্ষুনামক দেহাঙ্গের উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। দেহ উপস্থিতে চক্ষুরাদি কলা তৎসহ উপস্থিত থাকে। সুতরাং দেহই দর্শনহেতু আত্মা।

চার্ব্বাকবাদী বলেন দেহাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কিছু নাই। যে দেহে জন্মকালীন চক্ষু নামক কলার অভাব আছে অর্থাৎ যিনি চক্ষুহীন বা জন্মান্ধ সে দেহ দর্শন করে না। সুতরাং চক্ষু দেহাতিরিক্ত হইতেছে। দক্ষু দর্শনই ইন্দ্রিয়ের এক ইন্দ্রিয় সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ দেহাতিরিক্ত। মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের ইন্দ্রিয় থাকিলেও তাহার কোন ব্যবহার নাই। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যতীতও দেহ থাকিতে পারে ও থাকে।

ইন্দ্রিয়গণ বাহিরের জিনিস দেখে, ভিতরে দেখেনা। বাহিরের জিনিস না দেখিয়াও জীবন ধারণ সম্ভবপর। যেমন হস্তিনাপুরের মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। কেচুয়া ভেক সর্পাদি মৃত্তিকার নিম্নে থাকে কোন ইন্দ্রিয় বা মনের প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

কেহ বলেন মন দেখে চক্ষু দিয়া যে কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে মনের সহকারিতা চাই। সুতরাং মনই দ্রষ্টা। গর্ভস্থ সন্তানও জন্মলাভের পর কিঞ্চিৎ কাল শিশুর মনের কোন ক্রিয়া জীবন যাপনের হেতু হয় না। মন সুষুপ্তিকালে থাকে না। আট ঘণ্টা গাঢ় নিদ্রা যায় এমন লোকের অভাব নাই। অর্থাৎ দিনের এক তৃতীয়াংশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল বিনা মনের ক্রিয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তি জীবন যাপন করে। ক্লোরফর্ম্ম করতঃ যখন সার্জ্জন কোন অঙ্গ ছেদ করে, তখন মনের ক্রিয়া থাকে না, লোকটা জীবিত থাকে। মূর্চ্ছাকালে মনের ক্রিয়া থাকে না, তত্রাচ দেহ জীবিত থাকে। মনহীন অবস্থায় যখন কেহ জীবন যাপন করে, তখন কেহ থাকে কি? শুনি, 'আমি'-নামা ব্যক্তি থাকে। সবাই গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থান করতঃ বলে আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। আমিটা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিনকালেই থাকে। মন-ইন্দ্রিয়াদি থাকে না। যখন কোন ব্যক্তি সুদীর্ঘ কাল কোন ব্যারামে কষ্ট পায়, তখন বলে আমার প্রাণটা গেলে আমি বাঁচি, প্রাণটা গেলেও আমি থাকে। এই আমিটাকে কেহ কেহ দৃশ্যের দ্রষ্টা বলে। যেমন মাইক্রস্কোপাদি দিয়া দেখে তেমনি মন চক্ষু দিয়া দেখে। জড় মনচক্ষু দ্রষ্টারূপ, কর্ত্তা হয় না। চশমাদিও কর্ত্তা হয় না, সহকারী মাত্র। চেতন আমিটা কর্ত্তা হয়। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীতে দেখা যায় না। বিজ্ঞানবিদের মন চক্ষু যন্ত্রাদি দিয়া আমি চেতনই দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা মাইক্রস্কোপ দিয়া দেখা যায় না বলিয়া তাহা নাই বলা চলে না। মাইক্রস্কোপ মাটির ঢেলা বিনির্ম্মিত। চক্ষু মন তাহা হইতে সূক্ষ্ম বটে। এজন্য মাটির ঢেলা দিয়া মন দেখা যায় না। মনের বহুরূপ ব্যাপার করিতে হয়। তন্মধ্যে স্মরণ রাখা ও চিন্তন করা এই দুইটি প্রধান। যদি চিন্তাকালে মাথা ঘুরে তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা করা যায় না। যদি সময় মত কথা স্মরণ না থাকে তবে সংসার চালান দুরূহ ব্যাপার। এজন্য দুর্ব্বলমনা ব্যক্তি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। চিকিৎসক তাহাকে ঔষধ ও পথ্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে ঔষধ ও পথ্য সেবনে মন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। চিন্তন শক্তি স্মরণ শক্তির কার্য্য বলিয়া থাকে। যে পথ্য ও ঔষধ সেবনে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইল তাহা অচেতন, এজন্য মন অচেতন; যেমন একজন চারিদিন অনাহারে থাকায় জড় দেহ দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ ব্যক্তিকে কয়দিন ডাল, ভাত, ঘৃত ও দই খাওয়ান যায়, তবে তাহার দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। জড় ডাল ভাতে জড় দেহের পুষ্টতা; যেমন ঔষধ পথ্য সেবনে জড় মনের পুষ্টতা। জড় মন স্মৃতির হেতু নহে, স্মৃতির ফলক বটে। যেমন গ্রামোফোন যন্ত্রে আরূঢ় কৃষ্ণবর্ণ-চাকতি গানের ফলক মাত্র, গান নহে। পিন না দিলে গান বাহির হয় না। তেমনি আমি-রূপী পিনযুক্ত না হইলে স্মৃতি-ফলক মনের ক্রিয়াই সম্ভবে না। আমি মনের পরিচালয়িতা কর্ত্তা। ইহা কেন উপনিষদে প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে।

ঋ ৩।৬২।১০ মন্ত্রে—"ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ" বাক্যে ধী (বুদ্ধির) প্রেরয়িতার কথা বলা হইয়াছে। মন বুদ্ধির একই প্রেরয়িতা আমি-নামা ব্যক্তি। আমি মন দিয়া সঙ্কল্প বিকল্প করে, বুদ্ধিদ্বারা বিচার করে। মন বুদ্ধি করণ। করণ কর্ত্তা হয় না। যেমন কেহ রুটী বানাইবে। এজন্য চুলা চাই, চুলাতে অগ্নি চাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাওয়া চাই, চিমটা চাই, আটা চাই, জল চাই, আটা মাখিবার জন্য থালা চাই, বেলিবার জন্য বেলুন-চাক্‌তি চাই। ইহাদের মধ্যে আটা, জল ও অগ্নি মুখ্য। অন্যগুলি না থাকিলেও রুটী হইতে পারে; কিন্তু মুখ্য উপকরণ করণ কর্ত্তা নহে। কর্ত্তা আমি-নামক ব্যক্তি। মাইক্রস্‌কোপে দেখা যায় আর না যায় আমি কর্ত্তা, মাইক্রস্‌কোপরূপ মাটির ঢেলা কর্ত্তা নহে। চশমা কর্ত্তা নহে। চক্ষুর মণি কর্ত্তা নহে। মন কর্ত্তা নহে।

মনকে শ্রুতি অন্নময় বলিয়াছেন। প্রাণকে অপময় ও বাক্ ইন্দ্রিয়কে তেজময় বলিয়াছেন। শিষ্য এটি গ্রহণে রাজী না হওয়ায় গুরু চতুর্ব্বেদী শিষ্যকে অন্ন গ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিলেন। পনের দিন অন্ন গ্রহণ না করায় কেবল জলপান করায় প্রাণে বাঁচিয়া আছে. শিষ্য দুর্ব্বল দেহ হইয়াছেন। গুরু তাহাকে বলিলেন—"ওহে চতুর্ব্বেদী! অথর্ব্বণের অমুক সূক্তটি বল ত?" সে বলিল—"মন দুর্ব্বল হওয়ায় স্মরণ হইতেছে না।" গুরু বলিলেন—"ঋগ্বেদের অমুক সূক্তটি বল।" সে বলিল—"মনে হইতেছে না।" তখন গুরু বলিলেন—"যাও অন্নগ্রহণ কর।" দশ দিন অন্ন আহার করিয়া শিষ্যের দেহে সবলতা আসিয়াছে। গুরু শিষ্যকে বলিলেন—অমুক সূক্তটি বল। সে অমনি স্মরণ করিয়া সূক্তটি বলিল। এখন জানিলে, জল পান করায় জীবন আছে। অন্নগ্রহণ না করায় মনের স্মৃতি-শক্তি প্রায় লোপ হইয়াছিল। অন্নগ্রহণে স্মৃতি জাগিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন বুঝিলে মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ও বাগ্ তেজময়। মাটির ঢেলা বা চশমা হউক, চক্ষুর চর্ম্ম সূক্ষ্ম ও তাহা হইতে মন সূক্ষ্ম, এজন্য মাটির ঢেলা মাইক্রস্‌কোপ মন দেখে না। নববিজ্ঞান বলেন—নরচক্ষু বড়ই ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন। আলোক-রেখায় যে spectrum পড়ে, তার সোয়া তিন ইঞ্চি মধ্যে তের প্রকার rays আছে। নব্যচক্ষু মাত্র Alpha ও Beta এই দুই রেখা যার চওড়া $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চির অধিক নহে, এইটুকু মাত্র দেখে। আর সব দেখিবার শক্তি চক্ষু রাখে না। যন্ত্র দিয়া চক্ষু দেখে বলে না। চক্ষু মন সহযোগে যন্ত্র দিয়া দেখে। যেমন আঁধারে দুই হাত রজ্জুখণ্ডকে সর্পরূপে চক্ষু দেখে। জড় সমদেহ রজ্জু বিষমদেহ চেতন সর্পে পরিণত হয় না। রজ্জুতে কোন পরিবর্ত্তন একদা ঘটে না। মন সর্প নির্ম্মাণ করে মনে অন্তরে। অন্তরের সর্প আলোকে আসিলে মনেই লয় পায়। তেমনি যন্ত্রের দর্শন জানিবে। যন্ত্র চক্ষুর দৃক্‌শক্তির বৃদ্ধি করে না। চক্ষুর দর্শন শক্তি "যথা পূর্ব্বং তথা পরং।" মনে যন্ত্রস্থ পদার্থের প্রতিবিম্ব পাত হয়, তাই মন দেখে, চক্ষু দেখে না। মনের সাথীমাত্র। অচেতন মনবুদ্ধি মেসিনবৎ কাজ করে। চেতন বেতার তবে চলে।

যাঁরা বুদ্ধির দ্বারা বিচার করেন, তাঁরা সত্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হন না। বুদ্ধি বিকার তার বিচার বিকারী হইবে। পুরুষ অসীম (infinity) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সসীম (finite)। কেহ absoluteকে ভয় করেন। কেহ absolute থাক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকার করেন। কেহ space স্বীকার করেন না, কেহ space স্বীকার করেন। যেমন বৌদ্ধগণের চারিটি সম্প্রদায় তন্মধ্যে মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী, বৈভাসিকগণ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতঃ অন্তরে বাহিরে পদার্থ থাকা স্বীকার করেন। সেই বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতঃ সৌত্রান্তিক বলেন—"বাহিরে কিছুই নাই। যা কিছু অন্তরেই বটে।" যোগাচারিগণ সেই বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতঃ বলেন—"বাহিরে কিছু নাই অন্তরেও আছে বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র।" এই তিন সম্প্রদায় বিজ্ঞান (বুদ্ধি) আত্মাবাদী। হিসেন্‌বার্গ uncertainty সর্ব্বত্র। সত্য নির্দ্ধারণ certaintyর উপর নির্ভর করে। যাহার স্বরূপের ঠিক নাই তাকে illusory বলে অর্থাৎ কুটিল। বক্রা মায়া সব সংশয় ও বিপরীত ভাবনা আনিয়া উপস্থিত করে। ভাগবতপুরাণে ১২।৫।৬ বলে—"মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণীন্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংস্থিতিঃ ॥" মন নাই যখন, জগৎ নাই তখন।

জীবের দেহ মন ইন্দ্রিয় থাকায় জগৎ ধারণ করে। মানুষের মনে জগৎ ভাসে, মন রুদ্ধ হইলে ভাসে না। ঈশ্বরের সৃজন-কার্য্য ও মন জন্য ঈক্ষণ অন্তে আরম্ভণ হয়। ছাঃ ৬.২।৩ বলে—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়ে। ইতি" ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে দেখিতে পাই—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।" কামনা মন নহিলে হয় না। একমেবাদ্বিতীয় পুরুষ অমনা জন্য তাঁর সৃজন কামনা নাই, সৃজন করেনও না। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদিকালে। রজ্জুতে সর্প মনের সৃষ্টি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাংখ্যমতে আত্মা কর্ত্তা নহে, ভোক্তা মাত্র। ভোক্তা শব্দের ব্যাকরণ গত অর্থ কি? ভোজন ক্রিয়ার কর্ত্তা। যখন কোন বালক বাতাসা ভোজন করে, সে বাতাসাখানি হস্তদ্বারা তুলিয়া স্বীয় মুখে ধরে দাঁত তাহার একাংশ কাটিয়া ফেলে, তখন জিহ্বাদি আলোড়নে চর্ব্বণাদি করতঃ সেই বাতাসার অংশ বালক গলাধঃকরণ করে। এই সব ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার কর্ম্ম হইবে না কেন?

গীতা ১৩।২১ ভগবান্ সাংখ্যমতবাদ উদ্ধৃত করতঃ পশ্চাৎ তাহা এই বাক্য দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥" ১৩।২৩॥

দেহস্থ পুরুষ কর্ত্তা ভোক্তা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাকেই আবার পরমাত্মা বলে। পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা অভোক্তা অচল অব্যয়। তাহার কোন অংশ বা প্রতিবিম্বও অচল হইবে। এজন্য পুনঃ বলিয়াছেন—

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" ১৩।৩০॥

"শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে।" ১৩।৩২॥

আমি-নামা ব্যক্তি করে না, ফল ভোগও করে না। মন অচেতন করণ হয়, কর্ত্তা হয় না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাঁড়াইয়া আছে। ইহার কোন রচয়িতা নাই। প্রকৃতি জড়কর্ত্তা হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ চেতন অচল কর্ত্তা হয় না। অন্ধ পঙ্গু ন্যায়ে জড়প্রকৃতিতে পুরুষাংশ অধিষ্ঠিত হইলে পুরুষের সান্নিধ্য জন্য জড়প্রকৃতি জগৎ রচনা করে। যেমন গীতায় ৮।১৮ বর্ণিত দেখিতে পাই। কে পুরুষকে খণ্ডিত করে, কে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত করে, তাহার চিন্তন করিও না। যদি তাহার চিন্তন কর, তবে জগৎ সৃষ্টি হয় নাই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইবে। "মা হিংসী পুরুষং জগৎ।" ঋ ১০।৮১।৪ মন্ত্রে বলে—"কিং স্বিদ্‌বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতোদ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।" কোন বনের কোন বৃক্ষ; সেই বৃক্ষ কাটিয়া ছাটিয়া কোন মিস্ত্রী এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। তাহার অধিষ্ঠানই বা কোথায় ছিল? গীতাও ১৮।১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন—"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥" সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ। "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে।" রজ্জু সর্প মরীচিকাদিবৎ ব্যপদেশ মাত্র। শ্রীরামরহস্যে বলে—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" মন্ত্রদ্বয় বলিতেছেন—দ্বিতীয় না থাকায় কে কাহাকে দেখিবে? এই দুইটি বাক্য অতীব প্রাচীন। কেননা, উহা ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্র হইতে গৃহীত। "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥" এই শেষাংশ হইতে নানাস্তি 'কিঞ্চন' কথা গৃহীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং 'আসীদবাতং স্বধয়া তদকেং' বাক্য হইতে অন স্বস্বরূপে একাই ছিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। মৃত্যু (প্রকৃতি) কার্য্য ব্রহ্ম (অমৃত) ও কাল তখন ছিল না। পরেও উৎপন্ন হয় নাই। "ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপীত্বাৎ, নির্দ্দোষং হি সমত্বাৎ।" সহস্র সূর্য্য সমপ্রভ জন্য তম প্রকাশের একত্রাবস্থান 'অসম্ভবাৎ'। অখণ্ডকে খণ্ড করিবার ছুতার ও অস্ত্র 'অভাবাৎ'। অসৎ প্রকৃতি কুটিল বক্রাবৈষম্যপূর্ণ 'গুণাশ্রয়ত্বাৎ'। ব্রহ্মে আসিতে পারে না, তাই ঈশা বলিয়াছেন—

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণস্নমাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।"

ভাগবতের ভাষায় ১।১।১—"সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

ভাগবতে উপসংহারেও ১২।১৩।১২ বলে—"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্। বস্তুদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥" কৈবল্যই সত্য। দ্বৈত্য অনৃত। ইহা ভাগবতের ১১।২৮।৪ শ্লোকে বলিয়াছেন—"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।" যাহা মনে চিন্তন করে যাহা বাক্যে প্রকাশ করে, তাহাও অনৃত। শ্রুতি বলেন—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।" অদ্বৈতের কোন ভাষা নাই। দ্বৈতেরই ভাষা। বাক্যসকল তাহা সবই অনৃত।

চক্ষু দেখে না, মন দেখে না, আমি দেখে না, তবুও দেখে। মাটির ঢেলা দেখে। যেমন কে দেখে, তেমনি কে শুনে, কে আঘ্রাণ নেয়, কে রসাস্বাদন করে, কে স্পর্শসুখ ভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। চেতন আত্মা প্রতি দেহে দেহে দ্রষ্টা-শ্রোতা-মন্তা-বোদ্ধা ইহা বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে বাচক্নবী (গার্গী) যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ স্থাপিত হইয়াছে। ঋ ৩।৩৭।৯ মন্ত্রে বলে—"ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যানি জনেষু পঞ্চযুতানি ইন্দ্র ত আবৃণে।" এক ইন্দ্রই সর্ব্বদেহের দ্রষ্টা-শ্রোতা-মন্তা-বোদ্ধা হইয়া অধিষ্ঠিত। ইহাতে শ্রুতি-বিরোধ ঘটিতেছে কিনা? না শ্রুতি-বিরোধ নাই। কারণ, শ্রুতি ব্যবহারিক সত্ত্বায় স্থিতিশীল জনগণের জন্য কর্ম্মের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং পারমার্থিক সত্ত্বায় স্থিতিশীল জনগণের জন্য জ্ঞানের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন মেট্রিকুলেশন পাশের সার্টিফিকেট না দেখাইলে কলেজে ভর্ত্তি করে না, তেমনি কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়। যেমন ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥" ৫।১১॥

কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তখন জ্ঞান কলেজে ভর্ত্তি হওয়া যায়। শ্রুতির উত্তরকাণ্ডের মধ্যে এই সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা বলিয়া কর্ম্মকাণ্ড অনর্থক নহে। ইষ্টসিদ্ধির জন্য প্রথম উহার আলোচনা অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। ব্যবহারিক সত্তায় লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে। যদি লোক শাস্ত্র অমান্য করিয়া উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয় তবে সমাজ থাকিবে না। সমাজের সুশৃঙ্খলার জন্য কর্ম্ম বিভাগ করা আছে। যেমন পাশ্চাত্য দেশে missionary,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

military, merchant এবং manual labourer দৃঢ় জন্য বিভিন্ন কর্ম্ম করার ব্যবস্থা আছে। তেমনি গীতায়ও বর্ণ বিভাগ উক্ত হইয়াছে। গীতায় বলে—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥" ৭।৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীর সংখ্যা অতি অল্প। ইংরেজীতে বলিলে microscopic minority।

সংস্কৃত ভাষা

সংস্কৃত অর্থ মার্জ্জিত। প্রাকৃতজনের ভাষিত ভাষা অমার্জ্জিত অসংস্কৃত। প্রাচীনকালে আচার-ব্যবহার-তত্ত্বাদির নির্ণয়ের জন্য বহু প্রাচীন স্থান খোদাই করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ইউফ্রেটিস্ নদী বিধৌত দেশে উর্ নামক স্থানে মৃন্ময় অক্ষরে প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত মিলিয়াছে। সেই আখ্যান সহ ভারতীয় আর্য্যগণের আখ্যানের মিল ছিল দেখা যায়। যাহারা তালপত্র বা কাগজে লিখিতে অভ্যস্ত, তাহারা মৃন্ময় অক্ষরে খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত ভাষাবিদ্ হইতে উন্নত ছিলেন বলা যায়। ভারত শব্দের অর্থ—ভাঃ+অতঃ। ভাঃ=জ্ঞানের দীপ্তি, অতঃ=অস্মিন্ দেশ হইতে জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণের অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বেদ শব্দ—ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। বেদ—শব্দরাশি। পরব্রহ্ম হইতে কার্য্যব্রহ্ম আগত মায়াযোগে। কার্য্যব্রহ্ম ঈশ্বর প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাগণ কি ভাবে জীবন যাপন করিবে, তাহা ত্রয়ী বিদ্যায় নির্ণয় করতঃ প্রজাগণকে প্রদান করেন। যেমন গীতাতে দেখিতে পাই—

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥" ৩।১০ ॥

এই কথাটি আমরা ঋগ্বেদের ১০।৪৯।১-এর মন্ত্রে—

"অহং দাং গৃণতে পূর্ব্যং বস্বহং ব্রহ্ম কৃণং মহ্যং বর্দ্ধনম্।
অহং ভুবং যজমানস্য চোদিতায় জনঃ সাক্ষি বিশ্বস্মিন্ ভরে ॥"

ইন্দ্র ঋগ্বেদে ঈশ্বর। তিনি প্রজা সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞপদ্ধতি রচনা করিয়া দেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে দেবত্ব লাভের উপায় স্বরূপে মার্জ্জিত ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে পুস্তক রচনা করিয়া দেন। ঐ পুস্তকের পাঠকগণ পরস্পর আলাপাদিতে মার্জ্জিত ভাষায় (সংস্কৃত ভাষায়) আলাপ করিতেন এবং ঐ মার্জ্জিত ভাষা দেবগণের নিকট প্রাপ্ত হন, দেবনগর হইতে আগত সেজন্য ঐ ভাষা 'দেবনাগরী' বলিয়া কথিত। আর্য্যব্রহ্ম হইতে আগত বলিয়া তাহাকে 'ব্রাহ্মী' অক্ষর বলা হয়। আর্য্য অর্থ পূজ্য অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মী carrecter ও খরোষ্ঠী অক্ষরে পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। খরোষ্ঠী অর্থ মৃন্ময়-খড়িমাটী (পাঁচ বৎসর বয়সে ছেলেদের হাতে খড়ি দেয়)। ভারতীয় আর্য্যগণের গার্হস্থ্য বিষয়ক শব্দাদি সহ ইংরেজী গার্হস্থ্য বিষয়ক শব্দ phylologyতে স্বীকার করিয়াছেন। যেমন সংস্কৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃ-শব্দ লাটিনে Pater ও ইংরেজীতে Father হইয়াছে। মাতৃ-শব্দ—mater—mother হইয়াছে। দুহিতৃ-শব্দ হইতে daughter, ভ্রাতৃ-শব্দ—brother হইয়াছে। গো-শব্দের স্থানে cow হইয়াছে ইত্যাদি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Max Mullar-এর phylologyতে দেখা যায় অধিকাংশ লাটিন, গ্রীক্ ও ইংরেজী ব্দ সংস্কৃতমূলক। ভঞ্জপ্ ভাষণে ধাতু হইতে বঙ্গর, বাঙ্গর বাংলা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশ আধুনিক হইলেও আধুনিক নব্যন্যায়শাস্ত্রে চূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি তৎপরবর্ত্তী গদাধর চক্রবর্ত্তী যাহার কৃত দীধিতির টীকা 'গাদাধরী' বলিয়া প্রসিদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী জগদীশ তর্কালঙ্কার যাহার টীকার নাম 'জাগদীশী' তাঁহাদের দ্বারা ঝঙ্কৃত ও মধুসূদন সরস্বতীর দ্বারা 'অদ্বৈত সিদ্ধি' রচিত এবং ভারত অলঙ্কৃত পুণ্যতোয়া সরস্বতী যাহাকে ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডলের ১।৩।১২ মন্ত্রের দ্বারা প্রসিদ্ধিগত। মন্ত্রটি এই—

"মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিযো বিশ্বা বিরাজতি ॥"

সপ্তস্রোতা সরস্বতী হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া সাহারাণপুর, অম্বালা, লোহিতক, কর্ণালাদি দেশে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রগত হন। ইহা ঋগ্বেদের ৭।৯৫।১ ও ৮।২০।২৫ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। সরস্বতীর কূলে কূলে ঋষিদিগের আশ্রম ছিল। তথায় সকলেই মার্জ্জিত বা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন। এজন্য ঐ সকল দেশের নাম 'বাঙ্গর' বলিত। গ্রীক, শক, হুণ, মুসলমানাদির পুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনঃ আক্রমণে ঐ সকল বিধ্বস্ত হইয়াছে জন্য প্রবাদ বলে— 'বামন বাঙ্গরে ডাঙ্গর চরায়।' সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইয়াছেন ঐ দেশে এখন ঠেঠ হিন্দি প্রচলিত। সরস্বতী সুজলা সুফলা নদী নহেন, মনুষ্যের বুদ্ধিতে জ্ঞানস্বরূপিণী বলিয়া বিরাজমান। এজন্য মনুতে উপদেশ আছে সরস্বতী দ্বিষদ্বতী দেবল নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান ব্রহ্মার আবর্ত্ত। ব্রহ্ম সদন তাহার আচার ব্যবহার ভাষা অন্যান্য দেশ গ্রহণ করিবেন।

সংস্কৃত রাজভাষা ছিল কিনা, এ সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে —জড়ভরত এক জীবনে রাজা ছিলেন। শাস্ত্রানুসারে বয়োগতে বানপ্রস্থী হইয়া ভগবত ভজনপূজনে দিন যাপন করিতেন। মৃত্যুর কতিপয় দিবস পূর্ব্বে স্নানকালে একটি সদ্যোজাত হরিণ-শিশু তাহার শরীরে লগ্ন হয়। তিনি দয়া পরবশে সে হরিণ-শিশুকে আশ্রমে নিয়া আসেন এবং তাহার জন্য ভিক্ষা করিয়া দুগ্ধ আনয়নপূর্ব্বক হরিণ-শিশুর রক্ষণে তৎপর হন। সারা জীবন ভগবত ভজন করিলেও তাঁহার মৃত্যুকালে হরিণ-শিশুকে কে রক্ষা করিবেন এই বলিয়া দেহরক্ষা করেন। মায়ামোহে ভগবান রক্ষা করিবেন ইহা তাঁর চিত্তে উদয় হয় নাই, শেষ চিন্তা হরিণ স্মরণ করায় হরিণদেহ লাভ করেন। হরিণদেহ ত্যাগে সঞ্চিত পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণকুলে নরদেহ লাভ করেন। এ দুর্লভ নর-জন্মলাভ করিয়া তিনি পূর্ব্ব-স্মৃতিবশে অর্থাৎ জাতিস্মরত্ব জন্য পিতামাতাকে ও ভ্রাতাকে 'পিতা-মাতা-ভ্রাতা' বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। মায়াকৃত বন্ধন ভয়ে ভীত চিত্ত সদাই ভগবানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থাপন করিয়া চলিতেন। রাজাগণও ভৃত্যাদি সহ মার্জ্জিত ভাষায় সংস্কৃতে কথা বলিতেন। রাজা বৃহুগণ একদিন পালকীতে যাইতেছিলেন। একজন বেহারা কাতর হইয়া পড়ায় এবং ধান্যক্ষেতের নিকটে লেঙ্গটি-সম্বল জড়ভরতকে দেখিয়া তাহার কাঁধে পালকী চাপাইয়া দেন। জড়ভরত স্কন্ধে পালকীর ভার কখনও বহন করেন নাই। পালকীডাণ্ডা স্কন্ধে লাগায় পুনঃ পুনঃ স্কন্ধ বদলাইতে ছিলেন। পালকী-বহনকারীরা যখন স্কন্ধ বদলায় তখন পালকীস্থ ব্যক্তি স্থির থাকেন। জড়ভরতের সেই বুদ্ধি না থাকায় হঠাৎ স্কন্ধ বদলান জন্য রাজা বৃহুগণের কপালে আঘাত লাগে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্কন্ধে বাধতি কিম্?" জড়ভরত মার্জ্জিত ভাষা ব্যবহারে রাজাকে অপটু মনে করিয়া উত্তর দিলেন—"ন তথা বাধতে স্কন্ধে যথা বাধতি বাধতে।" সংস্কৃতে 'বাধ' ধাতু আত্মনেপদী হয়, পরস্মৈপদী হয় না। রাজা 'বাধতি' বাক্যে পরস্মৈপদ ব্যবহার করায় উহা জড়ভরতের কানে তীব্র বিদ্ধ হইয়াছিল তাই তিনি জবাব দিলেন—"পালকীর ডাণ্ডা কাঁধে বাধে নাই, যেমন 'বাধতি' শব্দ কর্ণে বিদ্ধ হইয়াছে।" ইহাতে রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত ছিল জানা যায়।

উপনিষদে যত তর্ক-বিতর্ক সবই রাজসভায় সুশিক্ষিত রাজগণের সমক্ষে আলাপ হইত। কেবল মিথিলায় নহে, কাশীরাজ, কৈকয়রাজ, পঞ্চালরাজ অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সকল রাজগণই মার্জ্জিত ভাষা সংস্কৃতে আলাপ করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোশল-রাজপুত্র ভারদ্বাজ সমীপে ষোড়শ কলা পুরুষের বিষয় আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। লোকে বলে, গাছের মূলে জল দিলে সেই শাখা-পল্লবাদিও সেই জলদ্বারা পালিত হয়। মূলে জল না দিয়া শাখায় জল দিলে উচ্ছিন্নমূল শাখা সেই জলদ্বারা পালিত হয় না। তেমনি সংস্কৃত মহান্‌বৃক্ষ—কল্পতরু। তাহার মূলে জল সেচন করিলে তাহার শাখা-পল্লবাদি হিন্দি, মৈথিলী, ব্রজবুলি, বাঙ্গলা, মাহাটী, গুজরাটী প্রভৃতি রক্ষিত ও পালিত হয়। নানা ভাষাভাষী লোক সকল নানা State-এ বিভক্ত হইলেও Central Government যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহাই রাষ্ট্র-ভাষা বলিয়া কথিত। Central Government সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিলে তদ্দ্বারা তাহার শাখা-প্রশাখাদি প্রাকৃত ভাষা বৰ্দ্ধিত কলেবর হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যোগনিদ্রা

যোগনিদ্রা অর্থ যাহার সহযোগে নিদ্রা ঘটে। যেমন মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে—

"যোগনিদ্রাং যদাবিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥
যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎ পাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥”

এই সব শ্লোকে মহামায়াকেই যোগনিদ্রা বলা হইয়াছে। নিদ্রা রাত্রিকালে হইয়া থাকে। এই জন্য চণ্ডীতে মহামায়াকে কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রিশ্চ দারুণা বলা হইয়াছে। মায়া, তম, যখন নেত্রে, হৃদে প্রবেশ করে তখনই নিদ্রা ঘটে। এই জন্য গীতায় বলিয়াছেন—“যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।” যে বিষয়ে প্রাণিগণ জাগ্রত তাহা মায়া মোহ আবরণযুক্ত হওয়ায় স্বরূপদর্শন ঘটে না সে জন্য গীতায় বলিয়াছেন—

“নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥” ৭.২৫

সুতরাং যোগমায়া অর্থাৎ মায়া সহযোগ ও যোগনিদ্রা, নিদ্রা সহযোগ একই কথা। মায়ার মন মোহকর ঐশ্বর্য্যে দৃষ্টি জাগরণ। তাহাই নিদ্রা। যে আবরণ তাহাতেই মুগ্ধ থাকে। সত্য বস্তু দেখিতে পায় না। যেমন ঈশা উপনিষদে বলিয়াছেন—“হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।” হিরণ্ময় আবরণেই লোকে তাজ্জব হয়। আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া মধ্যস্থ সত্য বস্তু দেখিবার প্রচেষ্টা তাহাদের নাই। যেমন ডাক্তারেরা মরফিয়াদি দিয়া রোগীকে নিদ্রিত করেন তেমনি যোগনিদ্রাদ্বারা অভিভূত হইয়া জগৎপতি বিষ্ণু নিদ্রাগত হন। জগৎপতি বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নহেন। কারণ, সর্ব্বব্যাপীর বাহিরে বা অন্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষম্যপূর্ণ বিচিত্র জগতের স্থান নাই। যে হেতু সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নির্দ্দোষ সম। জগৎপতি মায়ারূপ দেহাবৃত; সুতরাং পরিচ্ছিন্ন যে জন্য তাহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ চির অনিদ্র। সেখানে যোগনিদ্রা কুহকিনী যোগমায়ার স্থান নাই। যেমন ভাগবতপুরাণে ১।১।১ বলিয়াছে—"সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" সদা মায়ার কুহক বিরহিত জন্য তাহাকে নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত বলে। শ্রুতি বলেন—"অপাপবিদ্ধম্।" হিরণ্যগর্ভ পাপবিদ্ধ বটে। পাপ অর্থ মায়া, অবিদ্যা। পাপ শব্দ পা+অপ হইতে নিষ্পন্ন। পা পাতি রক্ষতি অপ কর্ম্মফল, যিনি কর্ম্মফলকে রক্ষা করেন তিনিই পাপ। শাস্ত্রে বলে—"অবিদ্যা কামকর্ম্মবীজরূপা।" অবিদ্যা কামকর্ম্মের বীজ রক্ষাকারিণী, এজন্য পাপ নামধেয় হন। সৎ পরমাত্মা অপাপবিদ্ধ, তদ্ব্যতীত সবই অসৎ পাপবিদ্ধ।

'সৎ' শব্দের অর্থ—অস্তি। যেমন কঠশ্রুতি বলিয়াছেন—"অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।"

এজন্য অসৎ নাস্তি হইতেছে। গীতাতে ২।১৬ শ্লোকে দেখিতে পাই—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" সতের অস্তিতা চির অবাধিত। অসতের অস্তিতা কদাপি নাই। ইহাতে অসৎ-মায়া ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মের বাহিরে থাকিতে পারেন না। ত্রিগুণা বৈষম্য জন্য অর্থাৎ মায়ার থাকিবার স্থান নাই। বিচারশীলগণ বিচার করিয়া বলিয়াছেন—"দ্বৈত-প্রবণচিত্তে মায়ার স্থান।" যেমন ভাগবতপুরাণ বলিয়াছেন—

২য়—১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥" ১২।৫।৬॥

যেমন জাগ্রতে অজ্ঞান আঁধারে রজ্জুখণ্ডে চেতন সর্প দেখিয়া থাকে। অচেতন রজ্জু চেতন সর্পে পরিণত হয় না। রজ্জু দেহখানি সর্ব্বত্র সমান। সর্প দেহখানি মুখ, পেট, লেজাদি সর্ব্বত্র বৈষম্যপূর্ণ। এই বৈষম্যপূর্ণ দেহখানি রজ্জুতে জন্মায় না। মনেই জন্মে, মনেই লয় হয়। মায়ার কুহকে মনে হয় বাহিরে দেখিতেছি স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যবৎ। ঘোগবাদী বালকবৃন্দের ন্যায় মায়াবাদী দ্বৈতবাদিগণের বিশ্বাস পাকা। এক ভদ্রপল্লীতে পুকুরের পাড়ে কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু লোকের গৃহ ছিল। তন্মধ্যে এক গৃহস্বামী তাঁহার বৈবাহিকের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সপরিবারে দূরস্থ বৈবাহিকের বাটীতে যাইবেন স্থির করেন। যে দিন যাইবেন তৎ পূর্ব্ব-রাত্রিতে তাঁহার এক কন্যা বুকে বেদনা ও জ্বর অনুভব করেন। তজ্জন্য নিমন্ত্রণে যাওয়া বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন— "মাসকুলার পেন আর সাধারণ জ্বর, এ দুই এক দিন থাকিবে, ভয়ের কোন কারণ নাই।" পড়শী-মেয়েরাও বলিল—"ঔষধ পথ্য দেখাশুনা আমরা করিব। আপনারা নিমন্ত্রণে যান।" তাহাতে গৃহস্বামী নির্ভর করিয়া পরিবারের অন্য সবাইকে লইয়া নিমন্ত্রণে চলিয়া গেলেন। ঐ পীড়িতা কন্যার একটি তিন বৎসরের পুত্র ছিল, সে সর্ব্বদাই পুকুরের ধারে দৌড়াইয়া যাইত। যখন বাড়ী-ভরা মানুষ ছিল, তখন পুত্রকে নিবারণ করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন সে অন্তঃপুরস্থিত। পুত্র পুকুরে গেলে মহামুস্কিল। এজন্য মাতা চিন্তা করিয়া পুত্রকে ডাকিয়া বলিল—"খোকা! শুনেছ, কাল রাত্রে পুকুরের পাড়ে একটি ঘোগে বাসা নিয়াছে। তুমি পুকুরের পাড়ে গেলে সে তোমাকে কামড়িয়ে দিবে। অতএব সে ধারে যাইও না।" পুত্র বলিল—"আমি কোথায় খেলব?" মাতা বলিলেন—"তুমি মন্নুদের বাড়ী যাও, তোমার সমবয়সী ৫।৬ জন আছে, তাদের সঙ্গে খেলবে।" তদনুসারে খোকা মন্নুদের বাড়ী গিয়া খেলিতে লাগিল। মন্নুরা খেলিতে খেলিতে খোকাকে বলিল—"চল, এখন পুকুরের পাড়ে গিয়ে খেলব।" খোকা বলিল—"তা হবে না, মা বলেছেন, পুকুরের পাড়ে ঘোগে বাসা নিয়াছে, তথায় গেলে কামড়াবে, তার এত বড় বড় দাঁত।" বালকগণ 'ঘোগের আগমন ও পুকুর-পাড়ে গেলে কামড়াবে'—এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পুকুরের পাড়ে যাওয়া বন্ধ করিল। অর্থাৎ খোকা মায়ের মনপ্রসূত ঘোগবাদী হইল। এই রকম দ্বৈত-প্রবণচিত্ত ব্যক্তিগণ মায়াতে বিশ্বাস করিয়া মায়াবাদী হইয়া থাকেন।

গীতায় বলিয়াছেন—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৯।৪॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥" ৯।৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শ্লোক হইতে মায়িক জগৎ সর্ব্বব্যাপীতে নাই এবং সর্ব্বব্যাপীও মায়িক জগতে নাই। ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। অসৎ চির অবিদ্যমান, এই জন্য ভাগবতপুরাণের ১১।২৮।২১ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ
মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।"

যাহা পূর্ব্বে থাকে না, পশ্চাৎ থাকে না, মধ্যে দেখা যায়, তাহা তখনও থাকে না। যেমন রজ্জু সর্প। বর্ত্তমান যুগের সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্য সমুদয়। এই জন্যই বলে—"অবিদ্যমানোঽপি অবভাতি হি দ্বয়োঃ ॥" ১১।২।৩৮ ॥

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ! ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥" ২।২৮ ॥

এই সব শ্লোক হইতে জানা যায়, মহামায়া যোগমায়ার কুহক মনে উৎপন্ন হয়, মনে লয় হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বস্তুত ইহার কোন বিদ্যমানতা নাই। মায়াবাদীর মায়াতে বিশ্বাস ও ঘোগবাদীর ঘোগে বিশ্বাস তুল্যাতুল্য। যখন মহামায়ার সহযোগ তখনি নিদ্রাগত বিষ্ণু, অর্থাৎ স্বরূপ হইতে যেন চ্যুত। মায়াপরবশে স্থিত।

"যোগনিদ্রা যদা বিষ্ণুঃ।"—এই শ্লোকটী হইতে আমরা কি উপদেশ পাই তাহা এই—

কল্পান্তে প্রভু শেষনাগকে আস্তরণ করিয়া অর্থাৎ অনন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শয্যায় যোগনিদ্রাগত হন। যেমন পুরণো বৎসর শেষ হতে না হতেই নূতন বৎসর আরম্ভ হয়, তেমন পূর্ব্ব-কল্প শেষ হইতে না হইতেই নূতন কল্প আরম্ভ হয়। নূতন কল্প আরম্ভ অর্থ—নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়। কোন কার্য্য করিতে হইলে অধিষ্ঠান-কর্ত্তা-করণাদি চাই। সেই জন্য গীতার ৪।৬ শ্লোকে—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" সৃষ্টির আরম্ভে প্রকৃতি অধিষ্ঠান, পুরুষ কর্ত্তা, মায়া করণরূপে গৃহীত।

চণ্ডীতে "অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্তমাছা" বাক্য আছে।

ভাগবতপুরাণে ১২.১১।১৩—"অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাননং যদধিষ্ঠিতঃ।"

ইহাতে শেষনাগ অনন্তনাগকেই বুঝায়। অনন্তনাগ অব্যাকৃতা প্রকৃতি নামান্তর। সুতরাং প্রভু কল্পান্তে অর্থাৎ নূতন কল্প আরম্ভে অব্যাকৃতা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যোগনিদ্রাগত হন। তখন অনুর (অনু প্রাণযুক্ত) জীব ও তদধিষ্ঠান জগৎরূপ দ্বৈত-তত্ত্বকে মধু-কৈটভদ্বয় বলা হইয়াছে। মধু ও রসশব্দ আত্মাবাচী দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ দ্বৈতের উদ্ভব ঘটে। যখন অব্যাকৃতা প্রকৃতি প্রভুর হৃদি নেত্র ত্যাগে বহির্গত হন, তখন প্রভু জাগিয়া স্বরূপগত হন এবং প্রাণিগণ সহ দ্বৈত জগৎ মধু-কৈটভ আর থাকে না। কার্য্যব্রহ্ম (কর্ত্তা) সর্ব্বব্যাপী পুরুষ সহ একতা অর্থাৎ যোগযুক্ত হন। ইহা গীতার ৬।২৩ শ্লোকে এইরূপ বর্ণিত আছে—"তং বিদ্যাদ্‌দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।" অর্থাৎ দুঃখরূপ মায়ার সংযোগে জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদির জন্য নানা প্রকারে দুঃখ ঘটিয়া থাকে। তখন লোকে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়। আমি ঈশ্বর, আমি কর্ত্তা—এমন অহঙ্কারের উদয় হয়। যেমন বর্ত্তমান যুগে আমাদের পৃথিবীতে ঈশ্বর-বিস্মৃত জনগণ নকল চন্দ্রাদি সৃষ্টি করিয়া আমিই জগতের প্রভু আমার ইঙ্গিতে জগৎ চলিবে এই ভাবাপন্ন হইয়াছেন। বিশেষতঃ রুশ ও মার্কিণ পৃথিবীর প্রভুত্বলাভের জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তৃতীয় যুদ্ধে যিনি জয়ী হইবেন, তাঁহার অনুশাসনে পৃথিবী চলিবে। অর্থাৎ যদি মার্কিণ জয়লাভ করেন তবে ময় চীন, রাশিয়া ও সমগ্র ক্ষুদ্র জাতিগণ মার্কিণের অনুশাসনে চলিতে বাধ্য হইবেন। মার্কিণ-জাতি জগৎপতি হইবেন। আর যদি রুশ জয়লাভ করেন, তবে ময় আমেরিকা, ইউরোপ ও ক্ষুদ্র জাতিগণ রুশের অনুশাসনে চলিবে, রুশ জগৎপতি হইবেন।

প্রভু জাগিলে অর্থ—মায়া ও তৎকার্য্য অপসরণে দ্বৈত থাকে না। যতক্ষণ মায়া স্থিতি, ততক্ষণ দ্বৈত। অন্য মায়ার স্থিতি গীতার ২।১৬ শ্লোকে নিষেধিত হইয়াছে। এজন্য ভাগবতপুরাণে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে—"অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োঃ।" অর্থাৎ দ্বৈত ব্যপদেশমাত্র। কারণ, নিদ্রা অজ্ঞানের প্রকাশক, জ্ঞানস্বরূপে অজ্ঞানের স্থান নাই, তিনি চির অনিদ্র। নিদ্রা কল্পিত মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের চাঞ্চল্য

মন অচেতন জড় পদার্থ। অন্নময়। অন্ন পচাইয়া পচাই মদ হয়, তাহার সূক্ষ্মাংশ বোতলে পুরিলে স্পিরিট বলিয়া উক্ত হয়। 'ম' মদ হর্ষ। 'ন' নহে। মন হর্ষ-আনন্দ-স্বরূপ নহে, দুঃখের স্বরূপ। মায়ার নাম দুঃখ। তাহা হইতে জাত মনও দুঃখের পসরা বহনকারী। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন তিনটি অবস্থাগত হয়। জাগ্রতে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কাজ করে। স্বপ্নে ইন্দ্রিয় ব্যাপার থাকে না, কেবল মন বুদ্ধি কাজ করে। সুষুপ্তিতে মন বুদ্ধিও থাকে না। এই তিন অবস্থায় 'আমি'-নামক ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। জাগ্রতে আমি দর্শন-শ্রবণাদি কারণ কর্ত্তা। সুখ-দুঃখ ভোগ কারণ জন্য ভোক্তা। স্বপ্নে আমি সুস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের দ্রষ্টা ভোক্তা। সুষুপ্তিতে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির ক্রিয়া থাকে না; কিন্তু আমি নামা ব্যক্তি থাকেন। সবাই নিদ্রা হইতে জাগিয়া বলে আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। তখন আমি একক নিরুপাধিক জন্য স্বরূপে স্থিত। এজন্য বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, সাধু-চৌর, রোগার্ত্ত-শোকার্ত্ত পর্য্যন্ত লোকটি সবাই সুষুপ্তিতে বড় সুখ ভোগ করে; সুতরাং আমি সুখময় সুখপ্রদ। যেই মন জাগে অমনি রোগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক সব কিছু জাগে। রোগ-শোক জন্য দুঃখ জাগে ; সুতরাং দুঃখের পসারা আমি বহন করে না, মন করিয়া থাকে। বহুল রজসে বিশ্বোৎপত্তি ঘটে, গীতা ১৪।৯—"রজঃকর্ম্মণি ভারত !" রজোগুণের বৃত্তি হইতেছে কাম-ক্রোধ-লোভ-অহঙ্কার-বল-দর্প। কাম-ক্রোধ-লোভ সহজেই ধরা যায় ; কিন্তু অহঙ্কারকে ধরা কঠিন।

তজ্জন্য গীতায় বহু স্থলে এই অহঙ্কার দমন বিষয়ে উক্তি দৃষ্ট হয়—

"নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে॥"

ডাক্তার ক্লোরফরম্ করিয়া অস্ত্রোপচার করেন। ক্লোরফরম্ নামক পদার্থ মনের ক্রিয়া রুদ্ধ করে। চিকিৎসক অস্ত্র প্রয়োগ করেন, রোগী জানে না। ক্লোরফরম্ নিঃশ্বাস সহ বাহির হইয়া গেলে মন জাগে, ক্রিয়াশীল হয়, দুঃখ জাগে। আমি থাকে, কিন্তু সুখময় তখন দুঃখবোধ করিব না। এজন্য মনই দুঃখের হেতু। তমগুণাক্রান্ত হইলে মন নিষ্ক্রিয় হয়। নিদ্রা যায়। সত্বগুণ প্রবল হইলে বিচার দ্বারা জড়মনকে জানিয়া মনের চাঞ্চল্যে চঞ্চল হন না। নির্বিঘ্নে ধ্যান করেন। তম অভিভূত হইয়াই সুষুপ্তি হইয়া থাকে। রজোগুণী আহার্য্য রজোগুণী ব্যক্তির সঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ করিলে রজোগুণ নিস্তেজ হইয়া থাকে। তখন মনের চাঞ্চল্যও কমিয়া যায়। মনের চাঞ্চল্যে জগৎ ও জগতের চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয়। জগৎ ও তাহার চাঞ্চল্য ত্যাগ হইলে মন অচঞ্চল হয়। যেমন সুষুপ্তিকালে হইয়া থাকে।

গীতায় বলিয়াছে—ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিতে কাম-ক্রোধাদি বাস করে। এজন্য ইন্দ্রিয় দমন চাঞ্চল্য নিবারণের প্রধান উপায়। কেহ ইন্দ্রিয় মন সহকার ব্যতীত কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। ইন্দ্রিয় সকল থাকায় মন শব্দস্পর্শরূপ রসাস্বাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ইন্দ্রিয় চুপ হইলে মন সত্ত্বগুণের সহকারিতায় ভজন-পূজনে রত হয়।

হেতু। যত অধিক ভেদ ভাব হয়, তত মনের চাঞ্চল্য হয়। সংবাদপত্র পাঠে মন চঞ্চল করে। যেমন একদিন এক ভদ্রলোক দৈনিক কাগজে পড়িয়াছিলেন, হনলুলুতে সাইক্লোনে সাত হাজার ব্যক্তির গৃহাদি বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি দয়ার চিত্ত। হনলুলুর লোকের গৃহনাশ ঘটনায় তাঁহার মনে হনলুলুতে কিছু টাকা পাঠাইবার ইচ্ছা জাগে। হনলুলু কোথায় তাহাও তিনি জানেন না। কে ট্রেজারার, কে সেক্রেটারী, কেইবা প্রেসিডেণ্ট ? যাঁহারা হনলুলুর জন্য ফণ্ড খুলিবেন, তাহাও জানা নাই। তিনি আমার নিকট কাগজখানি লইয়া আসিয়া তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"হনলুলু কোথায় তাহা আপনি জানেন কিনা ?" আমি বলিলাম—"হনলুলু প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। উহা বর্ত্তমানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্কিণ দেশের জাহাজাদি রাখার স্থান, তথা হইতে অল্প সময়ে জাপান যাওয়া যায়। আমেরিকা খুব ধনী, তাদের বন্দর। তারা যত শীঘ্র সম্ভব ঐ বন্দর পুনঃ নির্ম্মাণ করিবেন। তজ্জন্য আপনার কোন চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন।" তিনি বলিলেন —"ওদের এই বিপদের সময় ওখানে কিছু টাকা সাহায্য করিতে আমার মন চায়।" আমি বলিলাম—"তবে আপনি যান, মার্কিণ-এ্যাম্ব্যাসাডারের নিকট টাকা দিয়া আস্থন।" তিনি বলিলেন—"এ্যাম্ব্যাসাডারের নিকট যখন তখন যাওয়া চলে না, উহার জন্য পারমিট লাগে, সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক যাইতে হয়, সে বড় হাঙ্গামা।" আমি বলিলাম—"মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, টাকাটা তথায় পাঠান না কেন?" হনলুলুতে সাহায্য পাঠাইলে তাহা কাগজে উঠিত ও বিদেশে নিজের খুব নাম হইত।

এমনি চঞ্চলতা নানা বিষয়ে দৈনিক কাগজে পাঠে হইয়া থাকে। সভা-সমিতি-ক্লাব আদি আর এক প্রকার চঞ্চলতার হেতু হয়। এই সকল রজোগুণের ব্যাপার ব্যবহার ত্যাগে সত্ত্বগুণী আহার্য্য আহার সত্ত্বগুণী মধ্যস্থ সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গ করিলে ত্রাণ পায়।

ভজন-পূজনে মন বসে। ইহাই গীতার ভাষায় ৬।৩৫— "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজন

কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে উপহার প্রদানকে পূজন বলে। মহিম্নস্তোত্রের ৩১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"বাক্যং পুষ্পোপহারম্।"

সভা করিলে একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে হয়। সাধারণতঃ বাক্য দ্বারা প্রশংসা করতঃ সভাপতিপদে বরণ করা হয়। ঐ সকল প্রশংসা বাক্যই বাক্যপুষ্প উপহার প্রদান বা পূজন। কোন কোন স্থলে পুষ্পমাল্য প্রদানে সভাপতির গলদেশ সুশোভিত করা হয়। তাহাও পূজন। শ্রেষ্ঠকে দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা সন্তুষ্ট করাই পূজন।

গীতার ভাষায় ৯।২৬ শ্লোকে—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।"

'নমস্তে', 'নমস্কার' ইত্যাদি বাক্যেও পূজা হয়। দেব-মূর্ত্তিরও পূজন হইয়া থাকে।

যেমন ঋগ্বেদে ১।৫৫।৫ মন্ত্রে—"নমস্তে রুদ্র মন্যবে।"

ঈশোপনিষদের শেষ শ্লোকে—"ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।"

চণ্ডীতে দেখা যায়—উত্তম চরিত্রে ৫ম অধ্যায়ে ১২ শ্লোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে ১৪ শ্লোক পর্য্যন্ত "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" এই চরিত্রে ৮০ শ্লোক পর্য্যন্ত এইটি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে।

মৃত ব্যক্তির কবরের উপর যে মালা চড়ানো হয়, তাহা দ্বারাও সেই মৃত ব্যক্তিরই পূজা করা হয়। পাঞ্চভৌতিক মৃন্ময় মূর্ত্তি পূজন বিষয়ে বাইবেলে দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর এক স্থানে শুষ্ক মৃত্তিকা গ্রহণে এক নরাকার পুত্তলিকা রচনা করেন। পশ্চাৎ সেই পুত্তলিকার নাসারন্ধ্রে ফুৎকার প্রদান করেন, তাহাতে সেই পুত্তলিকা উজ্জীবিত হয়। তখন ঈশ্বর পূর্ব্বসৃষ্ট স্বর্লোকে স্থিতিশীল এঞ্জেলগণকে আদেশ করেন—"এই মৃন্ময় পুত্তলিকা মধ্যে আমার অংশ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ইহা উজ্জীবিত হইয়াছে। এই পুত্তলিকাস্থ আমার অংশকে তোমরা হাঁটু গাড়িয়া পূজা কর।" এঞ্জেলগণ এই আদেশ অনুসারে সেই নরাকার পুতুলের পূজা করিলেন। কেবল আর্ক-এঞ্জেল হাঁটু গাড়িলেন না। পূজা করিলেন না। তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হইয়া সেই আর্ক-এঞ্জেলকে স্বর্গচ্যুত করিয়া দেন। যেমন মহাভারতে ঐন্দ্রপদাস্থি নহুষকে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়া ভূলোকে সর্পাকারে বাস করিবার অভিশাপ প্রদত্ত হয়। তেমনি আর্ক-এঞ্জেল স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে সর্পাকারে বিচরণ করেন। এইরূপ কোরাণেও বর্ণিত আছে—তথায় আর্ক-এঞ্জেল স্থলে 'ইবলিশ' শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং মৃন্ময়-পুত্তলিকার পূজা অভিনব নহে। বাইবেল ও কোরাণ অনুযায়ী যাঁরা চলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের মধ্যেও মৃতদেহের কবরের উপর মালা চড়ানো ও বাতি দেওয়া বিধি আছে। বড় বড় পীরগণের সম্মানার্থ ভারত ও তদ্বহির্ভূত দেশের হাজার হাজার মুসলমানগণ আসিয়া মেলায় যোগদান করেন। ইহা ঈশ্বরের পূজন নহে, ঈশ্বরের ভক্তগণের পূজন বটে। শুনিতে পাই, জার্ম্মানগণ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে ফরাসী দেশ দখল করিলে নাজি অবতার হিটলার পেরিস নগরে আসিয়াছিলেন এবং তথায় ইন্‌ভেলাইডিজে বিশ্ববিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ন বনাপার্টির কবরের উপর মালা চড়াইয়া ছিলেন। ক্রুশ্চেভ ভাই বুলগানিন ভাই ভারতে দিল্লী নগরীর প্রান্তভাগে গান্ধীজীর স্মারক-প্রস্তরখণ্ডোপরি মালা চড়াইয়া ছিলেন। ইহা নরের পূজন বটে।

দেবগণের মূর্ত্তি পূজাকালে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠপ্রাণ সেই দেবমূর্ত্তি তৎপরে দেবত্ব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন এবং পত্র-পুষ্প-ফল-জল দ্বারা পূজা করা হইয়া থাকে। ইহা পুতুল-পূজা। উহাতে দেবতা বাইবেলের ঈশ্বরের ন্যায় অনুপ্রবিষ্ট থাকেন।

অস্মদ্দেশে সর্ব্বঘটে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের ঈশ্বরের অবস্থিতি স্বীকৃত বটে।

যেমন গীতায় বলে—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি।"

সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়। মৃন্ময়-দেহের পূজা করা হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতি বলেন—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষঃ জ্যোতিরিব অধূমক, সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।"

তিনি অন্তরে থাকিয়া ষোড়শ কলাবিশিষ্ট দেহস্থ ইন্দ্র ও ইন্দ্রগণের দেবতাকে নিয়মিত করেন। তিনি জড় মন বুদ্ধির পরিচায়িতা, তাঁহারই পূজা করা হয়। অধূমক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নামরূপবিহীন হইলেও সহস্র ভাষাভাষী জনগণ সহস্র নামে সহস্ররূপে স্থিত সেই দেবতাকে পূজা করেন।

শ্রুতি বলেন—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥" ঋ ১০।৯০।১॥

এখানে সহস্র অর্থ অনন্ত। অনন্ত দেহে অনন্তহৃদয় অন্তর্যামী পুরুষ বাস করেন।

গীতার ভাষায় ১৩।৩ বলে—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্ব-ক্ষেত্রেষু ভারত!।"

সেই জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বব্যাপীজন্যই সর্ব্বদেহে স্থিতি বলা হইয়াছে।

লোকে উকীল ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার দর্শনশাস্ত্রকার বিজ্ঞানবিদ্ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণে চলিয়া থাকেন এবং ঐ বিশেষজ্ঞ-গণকে নানারূপ দ্রব্য সামগ্রী ও নগদ দক্ষিণা দিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত বিষয় সকলে বিশেষজ্ঞ হন, তাহা হইলে সে একজনের পরামর্শেই সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। তেমন পুরুষ সদাকাল সর্ব্ব দেশে মিলে না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্ব্ব দেশেই মিলে। তাঁহার উপর নির্ভর করিলে সকল বিষয়েই জ্ঞানলাভ সম্ভব।

যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেবতাদের উপর নির্ভর করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। তিনি কোন স্কুল-কলেজে না পড়িলেও তাঁহার মুখে সর্ব্বশাস্ত্র দেবতার কৃপায় ফুটিত।

শুনা যায়, মহাকবি কালিদাস এত মন্দবুদ্ধি ছিলেন যে, যে ডাল কাটিবেন, সেই ডালের আগার দিকে বসিয়া গোড়ার দিকে কাটিতেছিলেন। তাঁহার চিত্তে এই বুদ্ধির উদ্রেক হয় নাই যে, তিনি ডালের সহিত মাটিতে পড়িয়া যাইবেন। এক রাজার একটি বিদূষী কন্যা ছিল। রাজার গৃহে অনেক বিদ্বান্ বাস করিতেন। রাজকন্যা পণ করিলেন—"যে আমাকে বিচারে পরাস্ত করিবে, সে-ই আমার স্বামী হইবে।" বহু রাজকুমার ও ব্রাহ্মণকুমার ঐ সুন্দরী ও বিদুষীকে বিবাহ করিবার জন্য আসিয়া ঐ রাজকন্যার সঙ্গে তর্কে পরাজয় স্বীকার করিয়া বিমুখ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ রাজকন্যার শিক্ষক হইলেও তাহাদের মনে রাজকুমারীর ব্যবহার ভাল বোধ হয় নাই। তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিলেন—একটি মহামূর্খের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিতে হইবে। তাঁহারা মহামুর্খ অনুসন্ধানে কালিদাসকে ধরিয়া আনিলেন এবং রাজকুমারীকে সংবাদ দিলেন—একজন ব্রাহ্মণকুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছেন, তিনি বাক্য বলেন না, ইঙ্গিতে কাজ চালান। রাজকুমারী ইঙ্গিতে বিচার করিতে রাজী কিনা। অহঙ্কার বশে রাজকুমারী ইঙ্গিতে বিচার করিতে স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কালিদাসকে বলিলেন—"রাজকুমারী অঙ্গুলী সঙ্কেতে প্রশ্ন করিবেন। তাঁহার অঙ্গুলী দেখিয়া যেমন ইচ্ছা তেমন অঙ্গুলী সঞ্চালন করিবে, তাহা হইলে তুমি রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে পারিবে।" রাজকুমারী পাঁচ অঙ্গুলী দেখাইলেন, কালিদাস দুই অঙ্গুলী উত্তোলন করিলেন। রাজকুমারী তিন অঙ্গুলী উত্তোলন করিলেন, কালিদাস এক অঙ্গুলী দেখাইলেন; ব্রাহ্মণগণ হস্ততালি দিলেন এবং বলিলেন—"কালিদাসের জয় হইয়াছে।" পুনরায় রাজকুমারী পাঁচ অঙ্গুলী দ্বারা পাঞ্চভৌতিক জগৎ কিনা প্রশ্ন করিয়াছেন, কালিদাস দুই অঙ্গুলী সঙ্কেতে জানাইলেন—"পুরুষ ও প্রকৃতি সব সৃষ্টি করে।" তদুত্তরে রাজকুমারী বলিলেন—"কার্য্যব্রহ্ম, প্রকৃতি ও পরম ব্রহ্ম এই তিন আছে।" কালিদাস এক অঙ্গুলী সঙ্কেতে বলিয়া দিলেন—"এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" এই জন্য রাজকুমারীর হার হওয়ায় কালিদাসের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের ২।৩ দিন পর কালিদাস ও রাজকুমারী শয়নঘরে শয়ান আছেন, এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে এক উষ্ট্রের আওয়াজ আসিল। কালিদাস বলিলেন—"উষ্ট ডাকিতেছে।" রাজকুমারী বলিলেন—"কি বলিলেন?" কালিদাস শুদ্ধ করিয়া বলিলেন—"উট্র ডাকিতেছে।" রাজকুমারী বুঝিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালিদাস 'উষ্ট্র' শব্দ জানেন না। তাই 'উষ্ট্‌ ও উট্র' বলিয়াছেন। স্বামী মহামূর্খ বলিয়া রাজকুমারী ক্ষোভ প্রকাশ করিলে, কালিদাস বহির্ভূত হইয়া চলিয়া যান। নির্জ্জন বনে বিদ্যালাভার্থ।এক সরস্বতীর মূর্ত্তি স্থাপনে অহরহ পূজন করিতে লাগিলেন। ফল না পাওয়ায় আহার ত্যাগে দেহ ত্যাগ করার মনস্থ করিলেন। কতিপয় দিবস গতে সরস্বতী দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—"বর প্রার্থনা কর।" দেবী সন্তুষ্ট হইয়া কালিদাসের জিহ্বাগ্রে সদাকাল বাস করিবেন বলিলেন। তদবধি কালিদাস যে কোন সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, কেহ তাঁহার সহিত তর্কে জয়লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রকৃত তত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী হইলেও অব্যক্ত জন্য প্রকাশ পান না।

যেমন গীতায় বলিয়াছেন—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মাং অবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবন্ অজানন্তো মমাব্যয়ং অনুত্তমম্॥" ৭।২৪॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥" ৭।২৫॥

মায়ার কুহকে সৃষ্ট আপাতমনোরম শব্দ-স্পর্শরূপ রস-গন্ধাদি পদার্থ নিচয়ে আবদ্ধ চিত্ত হইয়া তাহাতেই মত্ত থাকে। অক্ষর অব্যয় পুরুষ চিন্তা করিবার প্রচেষ্টা থাকে না। অব্যক্তের ধারণা করা দুরূহ ব্যাপার সর্ব্বত্রই শিষ্য অল্পমতি হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধি তীক্ষ্ণীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যক্তরই দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুশাসন করিয়া থাকেন। যেমন শিষ্য বেদান্তসূত্রে ব্রহ্ম কি জিজ্ঞাসা করিলে গুরু বলিয়াছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ॥" যাহা হইতে এই পরিচ্ছন্ন পদার্থ সকলের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ ঘটে, তিনিই ব্রহ্ম। পশ্চাৎ শিষ্যের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলে বলেন—"তুমিই ব্রহ্ম।" বুদ্ধি আরো তীক্ষ্ণ হইলে গুরু বলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জীবব্রহ্মৈব নাপরং। সদ্‌ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥" তেমনি সর্ব্বব্যাপীত্বের স্থলে ইদন্তব্যাপী দেবতাকে স্থাপন করেন। অনেকের তাহাও বুদ্ধিতে বেড় পায় না। সে জন্য প্রতীকের সৃষ্টি করিতে হয়। ইহাই বৈষ্ণবগণের পরম আদরণীয়।

রামতাপনীয় উপনিষদে দেখিতে পাই—"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যসিদ্ধার্থং ব্রহ্মণোরূপ-কল্পনা।"

যেমন হিরণ্যগর্ভ (কার্য্যব্রহ্ম) একমাত্র দেবতা সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকর্ত্তা। অল্পমতিগণ তৎস্থলে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও লয়কর্ত্তা রুদ্র—তিন দেবতা কল্পনা করেন। যাহারা একদেবযাজী, তাঁহারা অগ্নিকে কার্য্যব্রহ্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। কার্য্যব্রহ্ম মায়া বা তম আবরণে আবৃত। জ্যোতির্ম্ময় সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকর্ত্তা। অগ্নি জ্যোতির্ম্ময় ধূমাবৃত সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারক। অগ্নিদ্বারা অন্ন প্রস্তুত হয়, যাহা খাইয়া শরীর রক্ষা পায়। অগ্নিদ্বারা দা, কুড়াল, খড়্গ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরোয়াল, বন্দুকাদি নির্ম্মিত হয়—যাহা আমাদের রক্ষার হেতু। চিতায় অগ্নিশয্যা করিলে ১৷৷০ ঘণ্টায় রক্ত-মাংস-অস্থি জ্বলিয়া যায় অগ্নির সাহায্যে। অগ্নি ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। সব ঘরের অগ্নি সমষ্টিকৃত হইলে ইদন্তাব্যাপী হিরণ্যগর্ভ হইয়া যান। এই জন্য একটি শ্লোক দেখা যায়—"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং হৃদি দেবো মনীষিণাম্ প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতো হরিঃ ॥"

যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। কেহ তামসিক, কেহ রাজসিক ও কেহ সাত্ত্বিক ভাবে পূজা করিয়া থাকেন। অন্য দুইটী হইতে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন পূজকের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি যখন গুরু হইতে ঈশ্বর পূজার উপদেশাদি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার মনে পূজন কালে বেশ শান্তি-সুখের উদয় হয়। সে নিজেকে অক্ষম দুর্ব্বল জানিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে—"ঠাকুর, আমিও তোমার একজন আমাকে একটু দেখিও।" সংস্কৃতে 'তবৈবাহম্' বলে। যখন সে কালে পূজাতে অতিশয় নিবিষ্ট হয়, তখন সে দেখে—তাহার দেবতা তাহার অন্তরেই বাস করিতেছেন। তিনি আমারই দেবতা, অন্য কাহারও নহেন। এইটী সংস্কৃতে 'মমৈব ত্বম্' বলিয়া কথিত হয়। আরও অগ্রসর হইলে ধ্যান অবস্থা উপস্থিত হয়—তখন তুমিই আমি, আমিই তুমি—এই রকম ধারণা ফুটিতে থাকে, সংস্কৃতে তাহাকে 'ত্বমেবাহম্' বলে। ইহা দ্বৈতেই বটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি কাহারও মনে চিরশান্তি জাগুক এমন অভিলাষ হয়, তাহা শাস্ত্র বলেন—অদ্বৈতের ধারায় গেলে তাহা মিলিতে পারে। দ্বৈতাবস্থায় যে পূজকের চিত্তে সে সুখশান্তি ভাসে, তাহা চিরস্থির নহে, অতিশয় অল্প।

এজন্য শ্রুতি বলেন—"নাল্পে সুখং অস্তি ভূমৈব সুখম্।"

চিত্তশুদ্ধির জন্য দেবপূজার প্রয়োজন আছে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi